# গুরুদক্ষিণা ।

( মন্ত্রযোগ )

উপন্যাস ।

"রামায়ণ কাহিনী" ও "কবি কালিদাস"
প্রণেতা

শ্রীরাজকুমার বসু বি, এল,
বিরচিত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকারদ্বারা মুদ্রিত ।

ইলা প্রেস, কুচবিহার ।

১৩২৮ মূল্য ২৲ দুই টাকা।

# গ্রন্থকারের নিবেদন।

পূর্ব্বে আমাদের এতদ্দেশে ছেলে ধরার এক সম্প্রদায় ছিল, তদবলম্বনেই এই উপন্যাসখানি লিখিত। সে ছেলে ধরা সম্প্রদায়ের উপদ্রব এখন উপযুক্ত ইংরেজশাসনে প্রায় বিলুপ্ত।

এই গ্রন্থখানিকে নাটকের ভাব সম্বলিত উপন্যাস করা হইয়াছে। উপন্যাসে মনস্তত্বাদি প্রকাশ করা অপেক্ষা বোধ হয় বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাগণকে তাহা উন্মেষ করিয়া লইতে দেওয়া ভাল। কেননা উহাতে পাঠক পাঠিকাগণের চিন্তাশক্তি ও ভাবপ্রবণতা অধিকতর বিকাশ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের প্রকাশিত মনস্তত্বাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাগণের মনঃপূত অনেক স্থলে না হইতে পারে। মনস্তত্বাদি জ্ঞাপক উপন্যাসাদি কেবল কোন শ্রেণীর লোকের নিকট পাঠ-প্রীতিকর হইতে পারে, দৃশ্যোপযোগী কদাচিৎ হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য এই গ্রন্থখানিকে পাঠোপযোগী অথচ দৃশ্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিবেচনাধীন।

এই গ্রন্থখানিতে ভাগবতোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের শুরদাক্ষণার কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। আশা করি সে দোষ মার্জ্জনীয় হইবে। কেননা প্রত্যেক পরবর্ত্তী গ্রন্থেই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন গ্রন্থের অতি সামান্য ছায়াও খুঁজিলে সাধারণতঃ পাওয়া যায়, ইহা বিবিধ কারণে হইবার সম্ভাবনা। ইতি

শ্রীরাজকুমার বসু।

# গুরুদক্ষিণা।

## প্রথম খণ্ড।

### প্রথম পরিচ্ছেদ.

#### মলয়পুর।

মলয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ তালুকদার শ্যামলাল চাটুয্যের বৃদ্ধামাতা তাহাদের প্রতিবেশী রামতারণ ঘোষের বাড়ী হইতে অপরাহ্ণ বেলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ব্যস্ততা ও উদ্বেগের সহিত তাঁহাদের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য কিঙ্করকে ডাকিলেন "ওরে কিঙ্কর, কোথা গেলিরে, শীগ্গির আয়, কানাই বলাইকে খুজে নিয়ে আয়।" এরূপ সময় স্বয়ং শ্যামলাল চাটুয্যে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা এত ব্যস্ত কেন? কানাই বলাই বোধ হয় তাদের খেলার সাথী বালকদের সঙ্গ নিয়মিত খেলা কর্ত্তে গেছে, নিশ্চয়ই সন্ধার পূর্ব্বে ফিরে আসবে।"

মাতা—এ দেশে আবার ছেলেধরা এসেছে শুননি? এক সর্ব্বনাশ ব্যাপার ঘটেছে। নিতাই বিদ্যারত্নের ছেলেটি, আহা এমন দশ বছরের সুন্দর ফুটফুটে সুবোধ ছেলেটিকে নাকি ছেলে-ধরারা চুরি করে নিয়ে গেছে।

শ্যামলাল—সে কি? নিতাই বিদ্যারত্ন ছেলে মেয়ে নিয়ে গঙ্গা সাগর গিয়েছিল, সেখান হতে কবে ফিরল?

মাতা—আজই সকালে সাগর মেলা হ'তে ফিরেছে, আহা, মা হারা ছেলে মেয়ে দুটি, তার ছেলেটি আবার দস্যুতে চুরি করে নিল! নিতাই ঠাকুর কি করে বাঁচবে জানি না।

শ্যামলাল—তাহার ছেলে চুরি এখান হতে হয়েছে?

মাতা—না সাগর মেলা হতে গিয়াছে শুনিলাম?

শ্যামলাল—তাত যাবেই। মেলা হাট বাজারে চোর ডাকাত ছেলে ধরা প্রভৃতি নানা রকমের লোক জড় হয়। সাবধান না হলে ঐরূপ স্থানে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। মেলায় যাবার সময় আমি নিতাই ঠাকুরকে এত নিষেধ করলাম যে ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়; উহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বরং রাখিতেও আমি আগ্রহ করলাম, আমার কথায় কিন্তু সে কর্ণপাতও করল না। ছেলে মেয়েও মেলায় যাইবার জন্য তাহাকে ধরিয়া বসিল। তিনি আমাকে বলিলেন "চিন্তা কি? আমি আছি, করুণা দাসী ও চাকর সদা আছে, আমরা এ কয়জনে কি ছেলে মেয়ে দুটি রক্ষা করতে পারব না?" আমি স্পষ্ট কিছু বলিলাম না, আমি মনে মনে যা আশঙ্কা

করেছিলাম তাই ঘটেছে। সাগরমেলা হইতে ছেলে চুরি গিয়াছে তা এখানে ভয় কি ?

মাতা—এখানেও নাকি ছেলে ধরা এসেছে লোকে এরূপ বলে।

শ্যামলাল—আমাদের গ্রামে ছেলে ধরারা এসে কিছু কর্ত্তে পারবে না। সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত হও। যাই আমি নিতাই ঠাকুরকে একটু সান্ত্বনা করে আসি।

শ্যামলাল এইরূপ বলিয়া বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন, তাহার মাতাও ক্ষণেক শ্যামলালের পুত্রদ্বয় কানাই বলাইকে ডাকিতে ডাকিতে ক্ষণেক ভৃত্য কিঙ্করকে ডাকিতে ডাকিতে বহির্ব্বাটী অভিমুখে তৎপশ্চাৎ চলিলেন। এরূপ সময় তাঁহাদের বহির্ব্বাটীতে ত্রিশূলধারী দিব্য কান্তি বলিষ্ঠ দেহ, গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীবেশে দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের উভয়ের বয়স ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, তাহাদের উভয়ের বামহস্তে খঞ্জনী, মস্তকে পাগড়ী, গায়ে নামাবলী ও স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তাহাদিগকে দেখিয়াই শ্যামলাল দাড়াইয়া রহিলেন, তাহার মাতা সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে ?"

তাহারা উভয়েই স্বীয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে রাখিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক খঞ্জনী বাজাইয়া গম্ভীর অথচ সুললিত কণ্ঠে সমস্বরে গান গাহিতে লাগিল।

গান।

রাগিণী বারোয়া—তাল যৎ।

আমরা ক'টি ভাঙ্গরের ছেলে।
মা আমাদের দিগম্বরী কত খেলা খেলে॥
কখন হাসে কখন নাচে পা দিয়ে স্বামীর বুকে
পদতলে স্বামী দেখে জিব্ কাটে মনোদুখে
অসি হস্তে যুঝে কখন নাশে দানব দলে॥
বাপ মোদের ভোলানাথ সিদ্ধিতে নিপুণ
শ্মশানে মশানে ফেরে নিষ্কাম নির্গুণ
সদা তুষ্ট নহে রুষ্ট পুষ্ট ভূত দলে॥

শ্যামলাল কিছু বিস্মিত হইয়া এবং এইরূপ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বুঝিলাম তোমরা কালী ও মহাদেবের উপাসক, তোমরা কি চাও।"

তাহারা পুনরায় মধুর সঙ্গীত ধরিল :—

রাগিণী দেশ—তাল ঠুংরী।

(মোরা) দুয়ারে দুয়ারে ফিরি কিছু নাহি চাই
খুঁজি যাহা পেলে তাহা দেশে ফিরে যাই।
সে যে অমূল্য নিধি, দিতে পারে শুধু বিধি
আমরা তোমায় দিতে পারি ভস্ম আর ছাই।
(তাই) দেশে দেশে ফিরি, না করি কোন চাতুরী,
তারে খুঁজি তাঁরি গাথা গাই।

শ্যামলাল আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের দেশ বাড়ী ঘর কোথায় ?"

গান।

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল আদ্ধা।

( মোদের ) দেশ কোথা তা কেউ না জানে।
কখন কেউ তা কয়নি কাদের কাণে॥
যেথা থাকি সেথাই মোদের দেশ
সেইত বাড়ী যেই ঘরেতে যে দিন রাত্রি শেষ
( তাই ) আপন জনে দেখ্‌তে হেথায় আসি প্রাণের টানে॥

এই সঙ্গীতটী সমাপনান্তে তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ত্রিশূল হস্তে চলিয়া গেল, শ্যামলাল কিছু অর্থ ও অন্যান্য ভিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ডাকা সত্বেও তাহারা দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

শ্যামলাল তাহার বৃদ্ধ, মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মনে কর ?"

মাতা—ইহারা নিশ্চয়ই ছেলেধরাদের দলের লোক।

শ্যামলাল—কখনই নহে। দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবোপাসক এরূপ ভক্তি সূচক সঙ্গীত গায়ক লোক কখনও ছেলেধরা হতে পারে না।

মাতা—যাক্‌ সে কথা। তুমি কিঙ্করকে ডেকে কানাই বলাইকে নিয়া আস্‌তে বল, আমার যেন মনে কেবল ভয় হচ্ছে। আর নিতাই ঠাকুরকে একটু সান্ত্বনা করে এস এবং তাহার হারান ছেলে খোজের কোন উপায় করা যায় কি না তাহারও চেষ্টা দেখ।

মাতার সন্দিগ্ধ ভাব পুত্রেরসহ এ বিষয়ে বাগবিতণ্ডায় অনিচ্ছার সংমিশ্রণে মেঘ বিজড়িত আকাশের ন্যায় অজ্ঞাত ভাবী অমঙ্গল আশ-ঙ্কায় গম্ভীর হইয়া রহিল। যেন মৃদু পবনান্দোলিত সমুন্নত বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে আসন্নঝড়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শ্যামলাল বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য কিঙ্করকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার পুত্রদ্বয় কানাই বলাইকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া নিতাই ঠাকুরের বাটী চলিয়া গেলেন।

মলয়পুর একটী সে কালের বঙ্গদেশের প্রকাণ্ড গ্রাম। সে সময় অধিক জেলা ছিল না এবং সে সময়ের অনেক জেলার নাম অধুনা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং সে সময়ের কোন্ জেলার অন্তর্গত মলয়পুর গ্রাম তাহার উল্লেখ করা দুরূহ এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। মলয়পুর ৪।৫ ক্রোশ ব্যাপী প্রকাণ্ড গ্রাম সুতরাং উহাতে তৎসময় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্র অভদ্র বহু ও বিবিধ লোকের বাসস্থান ছিল। শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় সেই গ্রামের বুনেদি পুরুষানুক্রমিক তালুকদার; সংসারে তাঁহার দুইটী পুত্র বলাইলাল চট্টোপাধ্যায় ও কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, বৃদ্ধামাতা জগদম্বা ঠাকুরাণী ও স্ত্রী রাজলক্ষ্মী, পুরাতন ভৃত্য কিঙ্কর ও অন্যান্য দাসদাসী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বলাইয়ের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর এবং কানাই-লালের বয়স একাদশ বৎসর। শ্যামলালের বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর হইবে কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর বয়স ২৫।২৬ বৎসরের অধিক হইবে না। সে সময় পুরুষগণ সাধারণতঃ একটু অধিক বয়সে বিবাহ করিত, কাজেই স্বামী স্ত্রীর বয়সের এত পার্থক্য।

জগদম্বা ঠাকুরাণীর বয়স ষাইট বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইবে কিন্তু তিনি তথাপি বিশেষ সবল ছিলেন। সে কালের পাকাহাড় কিনা সহজে নরম হইবার নহে. তিনি সংসারের ও গৃহের কর্ত্রী। সে কালে শাশুড়ীই গৃহের কর্ত্রী থাকিতেন বধূ তাহার আজ্ঞাধীনা সেবিকা রহিত, আর আজকাল সাধারণতঃ তাহার বিপরীত হইয়াছে বধূই গৃহকর্ত্রী আর শাশুরী তাহার আজ্ঞাধীনা পরিচারিকা। এ পরিবর্ত্তন যে শিক্ষাফলেই হউক ভাল হইয়াছে কি? যাহা হউক শ্যামলালের বুনেদি ঘরে এই আধুনিক পরিবর্ত্তনের ছায়াপাতও এ পর্য্যন্ত হইয়াছিল না। শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় বেশ সুন্দর পুরুষ। তাঁহার দীর্ঘাবয়ব, গৌরবর্ণ কান্তি, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ বপু, বৃহৎ আয়ত চক্ষু, সুপ্রশস্ত উন্নত ললাট, যুগ্মভ্রূ, তিলফুল জিনি নাসিকা। তাহার মাতা বয়সের সময় সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা ছিলেন। শ্যামলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইলাল তাহার পিতার আকৃতিই প্রায় প্রাপ্ত হইয়াছে তবে বালসুলভ কোমলতা প্রযুক্ত অত্যন্ত সৌন্দর্য্যশালী বলিয়াই বোধ হয়, কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলাল বালকোচিত চাপল্যের সহিত তাহার মাতৃ আকৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় একটি মনোহর মূর্ত্তি বলিয়া অনুভূত হয়। তাহাদের মাতা রাজলক্ষ্মী দেবীর বর্ণটি শ্যামবর্ণ কিন্তু, সে শ্যামবর্ণেও চিক্‌নাই আছে অলৌকিক অবক্তব্য একটা শ্রী রহিয়াছে, চক্ষু দুইটি আয়ত ও রক্তাভ যেন পদ্মপলাশনেত্র, আকৃতি ও গঠন নারীজনোচিত দিব্য কোমল শ্রী সমন্বিত। শ্যামলালের পরিবারস্থ আর এক ব্যক্তির পরিচয় আবশ্যক। সেই ব্যক্তি তাঁহাদের পুরাতন ভৃত্য কিঙ্কর। পুরাতন

ভৃত্য বলিলে অনেকে তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু তাহা নহে; সে মাত্র ৩০।৩২ বয়সের অবিবাহিত যুবক, অতি শৈশবকাল হইতে সে এই চাটুয্যে সংসারে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। তাহার বাপ, মা, বাড়ী, ঘর কেহই কিছু জানে না স্বয়ং কিঙ্করও কিছু বলিতে পারে না, তাহার মাতাকে মনে পড়ে না পিতার চেহারা সময় সময় অল্প অল্প মনে পড়ে। তাহার যখন ৬।৭৹ বৎসর বয়স তখন তাহাকে শ্যামলালের পিতা ৺কাশীধাম তাহাদের ভাড়াটে বাড়ীর সামনে কুড়াইয়া পান। কিঙ্কর তাহার পিতার নাম, বলিতে পারে নাই কেবল নিজের নামটিই বলিতে পারিয়াছিল। কিঙ্কর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কেবল "বাবা" "বাবা" বলিয়া কান্দিতেছিল কিন্তু শ্যামলালের পিতা পুলিসের সাহায্যে ও বহু চেষ্টায়ও তাহার পিতা মাতা বা বাড়ী ঘরের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিঙ্কর এখন বলিষ্ঠ দিব্যকান্তি যুবক হইয়াছে শ্যামলাল ও তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ করাইয়া ঘর সংসার করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই, কিঙ্কর তাহার বিবাহের কথা উঠিলেই বলিয়া থাকে দাদাঠাকুরদের অর্থাৎ কানাই বলাইর বিবাহ হইলে সে বিবাহ করিবে। সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সমুহ থাকিতে পারিবে না। এখন কানাই বলাইর মাত্র ৮।১০ বৎসর বয়স, তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা অনেক দূরে সুতরাং কিঙ্করেরও বিবাহ সম্ভাবনা অতি দূরস্থ রহিল।

ভৃত্য কিঙ্কর প্রভু পুত্র কানাই বলাইর খোজে চলিল। সে জানিত যে তাহারা নিশ্চয়ই গ্রামস্থ হাড়গিলার মাঠে নিয়মিত খেলা খেলিতে গিয়াছে। তাই কিঙ্করের অধিক খোজ করিতে হইল না। সে অনতিবিলম্বে হাড়গিলার মাঠে উপস্থিত হইয়াই দেখিল কানাই বলাই অতি আনন্দের সহিত সহযোগীবালকগণসহ খেলা করিতেছে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই মাঠটী মলয়পুর গ্রামের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই মাঠে গ্রামস্থ ছেলেগণ প্রায়ই খেলিতে যাইত অথচ দুই একটী ছেলে মধ্যে মধ্যে তথা হইতে নিরুদ্দেশ হইত। ইহার কারণ কেহই ঠিক কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই, অনেকে অনুমান করিত যে সকল খেলাদর্শকগণ উপস্থিত থাকিত তন্মধ্যে ছেলেধরা লোক থাকিত। প্রায়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বে খেলা ভঙ্গ হইত না। সন্ধ্যার আধারের সুযোগে দুই একটী ছেলে পিছনে পড়িলে ছেলেধরাকর্ত্তৃক অপহৃত হইত। সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী ছিল যে, মাঠের প্রান্তস্থিত জঙ্গলে ভূতের আড্ডা ছিল সন্ধ্যার আঁধারের সুযোগে ভূত ছেলে ধরিয়া আছড়াইয়া মারিয়া হাড় গিলিয়া খাইত, কেননা মাঝে মাঝে দুই একখানা হাড় মাঠের প্রান্তভাগে দৃষ্ট হইত। তাহা যে মনুষ্যের হাড় তাহার নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না। শকুনি গৃধিনীও সকল প্রকারের জীবের হাড়ই তথায় আনিয়া ফেলিতে পারে। যে কারণেই হউক সেই অতি সুপ্রশস্ত মাঠটির নাম হাড়গিলা মাঠ হইয়াছিল এবং গ্রামে অতি ভীতিকর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। সে জন্য কিছুদিন ছেলেদের অভিভাবকগণ এই মাঠে খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল,

অধুনা ৫।৭ বৎসর যাবৎ গ্রামে আর অন্য ভাল স্থান না থাকায় এই মাঠে পুনরায় ছেলেদের নিয়মিত খেলা আরম্ভ হইয়াছে।

কিঙ্কর দর্শকবৃন্দের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অতি আনন্দের সহিত ছেলেদের খেলা দর্শন করিতে লাগিল এবং বিশেষতঃ তাহার অতি প্রিয় কানাই বলাইর ক্রীড়া দেখিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল। এ আমোদ তাহার নূতন নহে, প্রায় সে কানাই বলাইকে ক্রীড়া স্থান হইতে আনয়ন করিতে প্রেরিত হয় এবং তদুপলক্ষে সে এইরূপ আমোদ উপভোগ করে। সে দেখিল কানাই একদল বালকের সহিত হা ডুডু খেলিতেছে। কানাই ডাক ছাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল।

"হাডুডু করছ খেলা যাচ্ছে বেলা দেখ চেয়ে ভাই।
সময় থাক্‌তে পথ না দেখ্‌লে উপায় আর নাই॥"

অপর দলের একটী ছেলে আড়ি পাতিয়াছিল, খপ্ করিয়া কানাইর দুই পা জড়াইয়া ধরিল, অপর একটী ছেলে পেছন দিক হইতে আসিয়া কানাইকে সাপটাইয়া ধরিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কানাই সজোরে ছিটকাইয়া পা ছাড়াইয়া লইল এবং বাহু সঞ্চালনদ্বারা স্বীয় দেহ মুক্ত করিয়া স্বদলে ডাক থাকিতে আসিয়া পৌছিল। একাদশ বৎসরের বালক কানাইকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ইহা দর্শনে দর্শকবৃন্দ আনন্দসূচক ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। পরে অপর পক্ষের একটী বালক, সে আর কেহ নহে, রামতারণ ঘোষের দ্বাদশবর্ষীয় ছেলে ভবতারণ ডাক ছাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল।

"হাডুডু করব খেলা যাচ্ছে বেলা ভাবনা কিছু নাই।
সাজের সময় বাড়ী যেয়ে খেয়ে সুখেতে ঘুমাই ॥".

অমনি সেই পক্ষের একটা ছেলে ডাকিয়া বলিল "ভবতারণ সাবধান, পিছে লোক।" যেই বলা তৎক্ষণাৎ পেছনদিক হইতে সর্প যেরূপ গরুর পাদদেশ জড়াইয়া ধরে, হিংসা যেরূপ লোকের অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করে, লতা যেরূপ বৃক্ষকাণ্ড বেষ্টন করিয়া ধরে কানাইও সেইরূপ আসিয়া ভবতারণকে জড়াইয়া ধরিল। ভবতারণ উলট পালট টানাটানি বহু চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কানাইর হস্তেই আবদ্ধ রহিল। দর্শকবৃন্দ আনন্দপূর্ণ করতালি দিল কিঙ্করও তৎসহ হৃদয়ের আবেগে তাহাতে যোগদান করিল।

হাডুডু খেলার পরিশেষে কানাইর পক্ষেই জয়লাভ করিল। মাঠের অন্যদিকে বলাই অপর বালকগণের সহিত বউছি খেলিতে ছিল। বলাই ডাক ছাড়িয়া ছুটিল।

"আছি ছি কি কর ভাই বউ নিয়ে খেলা?
বউত সুখের হেতু না করিও হেলা॥"

বলাই আবার ডাক ছাড়িল

"সংসারেতে যেমন কঠিন হয় বউছি খেলা।
মনের মত বউ কিন্তু তেম্নি কঠিন মেলা॥"

অপর একটি বালক হাকিল

"আ ছি ছি বউছি খেলা না খেলিস্ ভাই।
হার হলে ভাল বউ তোর কপালে নাই॥".

বউছি খেলায় বলাইর পক্ষে জিত হইল। ইহাতে কিঙ্করের মনে যেন বড়ই আনন্দ হইল। আর বলাইর ত স্বভাবতঃই বড় আনন্দ বোধ হইল। সে বউছি খেলায় জিতিয়াছে তাহার খুব ভাল বউ মিলিবে মনে করিয়া সে বিশেষ আনন্দিত হইল। উভয় ভ্রাতা আনন্দে হাসিতে হাসিতে বালকদের সহ মিশিয়া চলিল। কানাই বলাই এই অসামান্য শারীরিক পরিশ্রমপূর্ণ খেলার পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে এরূপ সময় কিঙ্কর তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের হস্ত ধরিল এবং নিজের স্কন্ধস্থিত গামছাদ্বারা উভয়ের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিল। তৎপর দুইজনের হস্ত দুই হাতে ধরিয়া জনতার মধ্যদিয়া চলিতে লাগিল। দর্শক বৃন্দের মধ্যে যে খেলার শেষাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত সন্যাসীদ্বয়ও উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিঙ্কর লক্ষ্য করিয়াছিল কেননা ঐ সন্যাসীদ্বয়কে কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার প্রভুর বাটীতেই সে দেখিয়াছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া দেখিতে দেখিতে জগৎ আবৃত করিয়া ফেলিল, কিঙ্কর জনতা ঠেলিয়া কানাই বলাইর হাত ধরিয়া বাড়ী অভিমুখে লইয়া চলিতে লাগিল এবং কানাই বলাইর সঙ্গে সময় সময় কথোপকথন করিতে লাগিল। কিঙ্কর বলিল "দাদা ঠাকুরগণ আজ বড় বেশী খেলেছ একেবারে রাত হয়েছে, আঁধারে পথ দেখা যায় না, ঠাকুরমা বড় গালাগালি দিবে।"

বলাই। বাস্তবিক আজ বড় বেশী খেলা হয়েছে না জানি ঠাকুরমা কতই রাগ করেন।

কানাই। খেলায় মত্ত থাকিলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য হয় না, এদিকে যে রাত হয়েছে আমাদের কাহারও লক্ষ্য হয় নাই, এ জন্যই লোকে বলে খেলা না ঝক্‌মারী।

কিঙ্কর। তবুও ত সে খেলা খেল্‌তে না এসে থাকতে পার না।

কানাই। কি করি সকলে খেলতে ডাক্‌লে না এসে পারিনা কেননা তাদের মনে ব্যাথা লাগ্‌বে কারও মনে কষ্ট দেওয়া আমি ভালবাসি না।

কিঙ্কর। তোমাদের নিজেদের কি স্বভাবতঃ খেল্‌তে ইচ্ছা করে না।

কানাই। করে, তাদের আমোদের জন্যই প্রধানতঃ আমাদের খেল্‌তে ইচ্ছা করে।

বলাই। বিশেষতঃ খেলার মধ্যে এইরূপ শরীর চালনাপূর্ণ খেলায় উপকার অনেক। দেখ আমাদের কিরূপ পরিশ্রম হয়েছে তাহাতে কিরূপ ক্ষুধা হয়েছে এখন বাড়ীতে গিয়ে একপেট খেয়ে সুখে ঘুমাব।

কিঙ্কর। তা যাই বল দাদাঠাকুরগণ আজ তোমাদের অদৃষ্টে বড় বকুনি আছে।

কানাই। সে জন্য ভাবনা করি না। আমি ঠাকুরমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ব তিনি রাগ না কর্‌লে আর কেহই রাগ কর্‌বে না। বাবা মা ত ঠাকুরমার কথা ছাড়া নন। ভাল কিঙ্কর, তুমি অনেকক্ষণ এসেছিলে?

কিঙ্কর। হাঁ, অনেকক্ষণ।

বলাই। তবে আমাদের সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্‌লে না কেন?

কিঙ্কর। তোমাদের খেলা দেখা একটা সুখ ও আমোদ বটে, বিশেষতঃ এতগুলি দর্শকের এবং তোমাদের সকলের আমোদ নষ্ট করে দেওয়া আমি ভাল মনে করি নাই। আমি ত প্রায়ই এরূপ তোমাদের খোঁজে আসি এবং তোমাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকি। তবে আজ এক কারণে তোমাদিগকে পূর্ব্বেই ডেকে নেওয়া উচিত ছিল। তা পারিনি।

কানাই। কেন?

কিঙ্কর। আজ দুটী সন্যাসী আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। তাদের যাওয়ার পরেই কর্ত্তাবাবু আমাকে ডেকে তোমাদিগকে শীঘ্র নিয়ে যেতে বল্লেন।

কানাই। কেমন সন্যাসী?

কিঙ্কর। তারা এই খেলার মাঠেই শেষে এসেছিল।

কানাই। আমি তবে তাহাদিগকে মাঠের পার্শ্বে দেখেছি।

বলাই। কই, আমিত লক্ষ্য করি নাই।

কিঙ্কর। তারা কিন্তু সুন্দর খঞ্জনী বাজায় ও দিব্বি মহাদেবের গান করে।

কানাই। সত্যি? তাদের গান শুনা যায় না কি?

কিঙ্কর। দেখা যাক্, কাল গ্রামের কোথাও তাহাদিগকে পাওয়া যেতে পারে।

কানাই। তারা কি নিল? কিছুই ভিক্ষা নিল না?

কিঙ্কর। কিছুই না।

বলাই। কেন? সেকি? এরূপ সন্ন্যাসী ত কখন দেখি নাই।

কিঙ্কর। অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছে কোন ভিক্ষা নেয় না।

বলাই। তবে তারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় কেন?

কিঙ্কর। তা জানি না, বোধ হয় ইহাই তাদের ধর্ম্ম।

কানাই। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া কি ধর্ম্ম হয়।

কিঙ্কর। এত ধর্ম্মের তত্ব আমি বুঝি না, তবে সচরাচর এইরূপ দেখ্‌তে পাই।

কানাই। ইহারা নিশ্চয় কোন মতলবে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে।

বলাই। যাহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিবার আবশ্যক কি?

কিঙ্কর। ওসব বুড়ো কথায় আমাদের কোন আবশ্যক নাই বড় দাদাঠাকুর আজ ত বউছি খেলায় জিতে গেলে, ভাল বউ জুট্‌বে কি?

বলাই। না জুটলে ক্ষতি কি?

কিঙ্কর। তোমাদের বিয়ে না হলে আমারও বিয়ে হবে না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

বলাই। মনের মত বউ না জুট্‌লে আমারও বিয়ে হবে না, ইহাও আমার প্রতিজ্ঞা।

কিঙ্কর। দেখা যাবে, এযে সাহেবী কথা। শুনেছি সাহেবরা নাকি বউ পছন্দ করে নেয় এবং বিবিরাও সোয়ামী বেছে নেয়।

তোমার সাহেবিয়ানা তো চল্‌বে না, বিবাহের কর্ত্তা তুমি নও তোমার ঠাকুর মা ও বাপ মা।

বলাই। আচ্ছা দেখা যাবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছুঁছিল, তখন দু-চারিদণ্ড রাত্রি হইয়াছে। তাহারা বাড়ী প্রবেশ করিয়াই শ্যামলালের মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণীর তীব্র উৎকণ্ঠিতস্বর শুনিতে পাইল।

জগদম্বা ঠাকরুণ। ওরে তোরা কে আছিস্ কিঙ্কর ত কানাই বলাইকে নিয়ে এখনও ফির্‌ল না, কি হবে এত রাত হল অথচ তারা এখনও ফির্‌ছে না কেন?

রাজলক্ষ্মী দেবী শ্যামলালের স্ত্রী বলিল "তাইত তারা এখনও আস্‌ছে না কেন? চার্‌দিকে নানারূপ ভয়ের কারণ রয়েছে।"

জগদম্বা। আর একটা চাকরকে তাদের খোজে পাঠাব কি? কিছুই ত ঠিক কর্‌তে পারি না, এদিকে শ্যামলাল আসছে না সে যে নিতাই ঠাকুরের বাড়ী এখনও আট্‌কে র'ল।

রাজলক্ষ্মী। আর একটু অপেক্ষা করে দেখুন বোধ হয় ছেলেরা অল্প সময়ের মধ্যে আস্‌বে। আজ একটু ভালরূপ শাসন ক'রে দিবেন, এত রাত পর্য্যন্ত খেলা ভাল নয়। আস্‌তে রাস্তায় কত সাপ বাঘও পড়্‌তে পারে।

কানাই বলাই ও কিঙ্কর অন্তরাল হইতে এইরূপ কথোপকথন শুনিতে শুনিতে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। কানাই দৌড়িয়া গিয়া তাহার ঠাকুরমা জগদম্বা ঠাকুরাণীর গলা জড়াইয়া

ধরিয়া বলিল "এই ত ঠাকুর মা আমরা এসেছি আমাদের জন্য ভাবনা কি? কিঙ্কর ত সেখানে অনেকক্ষণ অবধি আমাদের অপেক্ষায় ছিল, আজ খেলা বড়ই জমেছিল অনেক লোক দেখ্‌ছিল কাজেই কিছু রাত হয়েছে।"

জগদম্বা ঠাকুরাণী অতি আদরের সহিত কানাইকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "এত রাত করে খেল্‌লে আর খেল্‌তে যেতে পাবে না।"

কানাই। না ঠাকুর মা, আর কোন দিন এত রাত করে খেলা কর্‌ব না।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। হারে বলাই, তোর ত কিছু বয়স হয়েছে কানাই না হয় ছেলে মানুষ কিছু বুঝে না, তুই একটু সকাল সকাল কানাইকে নিয়ে আস্‌তে পারিস্ না?

বলাই। হাঁ ঠাকুর মা, ইচ্ছা কর্‌লে আসা যায় বই কি? তবে খেলা একবার আরম্ভ হলে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরে আসা কিছু অন্যায় তাই খেলার ঝোঁকে খেলার শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌তে হয়।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। ফের যদি রাত পর্য্যন্ত খেল্‌বি তবে আর খেল্‌তে যেতে পাবি নে। ভাল কিঙ্কর তুইত অনেকক্ষণ খেলার জায়গায় ছিলি তুই এদের একটু আগে নিয়ে আস্‌তে পার্‌লি নে?

এবার কিঙ্করের পালা পড়িয়াছে সেও সেয়ানা আছে, একটা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিল না।

কিঙ্কর। মা ঠাকুরণ, চারিদিকে লোক থই থই করে, কেহ কেহ আনন্দে হাততালি দেয় হাসে, কেহ চীৎকার করে। এই রঙ্গ তামাসার মধ্যে এত আমোদ নষ্ট করে ওদের নিয়ে এলে লোক আপনাদেরই দোষ দিত, বলৃত যে কেমন আত্নরে ছেলে আর কারও ছেলে যেন খেলছে না, এদের সকাল সকাল বাড়ী না নিলেই নয়।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তা সে যা বলুক, তুই যে দিনই খেলার জায়গায় যাস্ এদের সন্ধ্যার আগে এবং যখনই আন্‌তে বলা যাবে তখনই নিয়ে আস্‌বি।

কিঙ্কর। তা কি পারা যায় মা ঠাকুরন? খেলা শেষ না হতে আনা ভাল দেখায় না।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। রেখে দে তোর ভাল দেখানোর কথা। যা বল্লুম তাই কর্‌বি যেন ভুল না হয়।

বেগতিক—কানাই বলাই পূর্ব্ব হইতেই চুপ করিয়াছিল কিঙ্করও চুপ করিয়া রহিল।

জগদম্বা ঠাকুরাণী বলিলেন—

"কিঙ্কর যা এখনই কানাই বলাইর হাত পা ধুইয়ে নিয়ে আয়।"

কিঙ্কর কানাই বলাইর হাত ধরিয়া তাহাদের হাত পা ধুইতে লইয়া গেল।

কিঙ্কর অল্পকাল মধ্যেই কানাই বলাইর হাত পা ধুইয়া উহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া লইয়া আসিল।

রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল "এখন ছেলেদের খাবার দেব ?"

জগদম্বা ঠাকুরাণী। না, একটু পরে দিও, ওরা একটু বিশ্রাম করুক সামান্য জল খাবার মাত্র দেও।

কানাই বলাই তাহাদের মাতৃ প্রদত্ত জল খাবার খাইয়া বড়ই আরাম বোধ করিল।

তাহাদের ঠাকুর মা তখন বলিলেন "এখন কিছুক্ষণ উভয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়, তারপর শ্যামলাল এলে সকলে মিলে এক সঙ্গে খাবে।"

কানাই। তা বেশ ঠাকুর মা, আমি কি পড়্‌ব, রামায়ণ না মহাভারত ?

ঠাকুর মা। তুমি রামায়ণ পড় বলাই মহাভারত পড়ুক।

কানাই। না ঠাকুর মা আমি মহাভারত পড়্‌ব, দাদা রামায়ণ পড়ুক।

ঠাকুর মা। বলাই যে তোর চেয়ে বয়সে বড় আর মহাভারতও রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বড় ও কঠিন বই, তাই বলাই মহাভারত পড়ুক তুমি রামায়ণ পড়।

কানাই। না ঠাকুর মা, আমাকে মহাভারত পড়্‌তে আদেশ দিন, আমি মহাভারত পড়্‌তে বড় ভালবাসি, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে।

বলাই। ঠাকুর মা, কানাই যখন মহাভারত পড়্‌তে চায় সেই পড়ুক, আমি রামায়ণ পড়ি।

ঠাকুর মা। কেন? তুই কি মহাভারত পড়্‌তে ভালবাসিস্ না, মহাভারত কি রামায়ণ অপেক্ষা বড় নয়?

বলাই। তা বটে, আমিও রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতকে বেশী ভালবাসি। তবে কানাই যখন আমার বয়সে ছোট ও স্নেহের পাত্র, ওর আব্‌দারই আমার রক্ষা করা উচিত নয় কি?

ঠাকুরমা। এক্ষেত্রে যেন তা সহজে হ'ল, সকল সময় কি কানাইর আব্‌দার রক্ষা করতে পারবি?

বলাই। তা পারব ও করব। তা কানাইও কখন কোন অন্যায় আবদার করবে না, কানাই সে ছেলেই নয়।

ঠাকুরমা। কার মনের গতি কখন কিরূপ হয় বলা যায় না, মনেকর্ কানাই তোর বউকে দখল করতে যাইল তুই দিবি কি?

বলাই। কানাই সজ্ঞানে এরূপ আব্‌দার কখনও করবে না, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি সে এরূপ আব্‌দার করে তবে প্রাণান্তেও দিতে কুণ্ঠিত হব না।

ঠাকুরমা। ভাল, ও সবত মুখের কথা, কাজে কিরূপ হয় দেখা যাবে।

কানাই। দাদা যখন মহাভারত পড়্‌তে ভালবাসে দাদাই মহাভারত পড়ুক, আমি রামায়ণ পড়ি।

বলাই। আমি মহাভারত পড়্‌তে ভালবাসি বলে রামায়ণ পড়্‌তে সে অপছন্দ করি তা নয়। তবে উভয় গ্রন্থ এক স্থানে থাক্‌লে মহাভারতকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

কানাই। তবে তুমিই মহাভারত পড় না কেন, আমি রামায়ণ পড়ি।

বলাই। না ভাই কানাই, আমি যখন জান্‌তে পেয়েছি যে তুমি মহাভারত বড়ই ভালবাস তখন আমার ইচ্ছা তুমি মহাভারত পড় আমি রামায়ণ পড়ি।

কানাই। তা হবে না, আমি যখন জান্‌তে পেরেছি যে তুমি মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে কর তখন তুমি মহাভারত পড় আমি রামায়ণ পড়ি ইহাই আমার ইচ্ছা।

বলাই। আমি ভাই যখন তোমার বয়সে বড় তখন আমার ইচ্ছাই আদেশ স্বরূপ পালন করা কর্ত্তব্য। তোমার ইচ্ছা আমার নিকট আব্‌দার স্বরূপ, রক্ষা করা না করা স্বেচ্ছাধীন।

ঠাকুরমা উভয়ের অকৃত্রিম সৌহৃদ্যের চিহ্ন দর্শনে বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি উভয়ের দ্বন্দ এইরূপ বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন "এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া সময় কাটাইলে কারই কোন বই পড়া হবে না। কানাই মহাভারত পড়, বলাই রামায়ণ পড়ুক।"

ঠাকুরমার আদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য। তাহাই হইল, বলাই রামায়ণ লইয়া মাতৃসন্নিধানে বসিয়া পড়িতে চলিল এবং কানাই মহাভারত লইয়া ঠাকুরমার কাছে বসিয়া পড়িতে লাগিল, এইরূপ উভয়েরই রামায়ণ মহাভারত পাঠ প্রায়ই হইয়া থাকে।

রাজলক্ষ্মী দেবী পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে একটি মেটে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া নেকড়ার টুকরার দ্বারা সল্‌তে তৈয়ার করিতে

ছিলেন আর পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষান্তরে কানাই বলাই ও তাহাদের ঠাকুরমার কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। উভয় কক্ষের মধ্যস্থ দরজা ভেজান ছিল, কাজেই এক ঘরের কথা অন্যঘর হতে শুনা যাইতে ছিল।

শ্যামলালের বাসভবন ছয়টী কুঠরীযুক্ত সাবেকী ধরণের একতালা দালান, ইহা ব্যতীত বৈঠকখানা ও অন্যান্য দুই তিনখানি খড়ের ঘর ছিল।

শ্যামলালের বাসগৃহের সাজ সজ্জাদি সাবেকী ধরণেরই ছিল কেননা তখনও অবস্থাশালী গৃহস্থের ঘরেও বিলাতী সাজ সরঞ্জামের আমদানী হয় নাই। কাজেই শ্যামলালের গৃহে তৎকালোচিত মেটে প্রদীপেরই প্রচলন ছিল।

বলাই একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হস্তে রাজলক্ষ্মী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মী দেবী বলিলেন "ঘরের কপাট বন্ধ করে দে নতুবা এক ঘরের পড়া অন্য ঘরের পড়ার ব্যাঘাত করবে।" বলাই মাতৃ আদেশ মত কপাট বন্ধ করিয়া মেটে প্রদীপের সামনে একটা মাদুরে বসিয়া রামায়ণ পড়তে আরম্ভ করিল এবং তাহার মাতা সল্‌তে তৈয়ার করতে করতে রামায়ণ শুনিতে লাগিলেন।

বলাই রামায়ণ হইতে সীতাহরণ আখ্যান পড়িতে লাগিল, যে স্থলে সীতাদেবী লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিতে ছিলেন যথা ঃ—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥

ভরত লইল রাজা তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে শারি ভারী॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা॥
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥”

ইত্যাদি।

সেই স্থান পাঠ করিয়া বলাই বলিল “মা, লক্ষ্মণের ন্যায় ধার্ম্মিক ভ্রাতৃভক্ত দেবরকে কি এইরূপ তিরস্কার করা সীতা-চরিত্রের একটী কলঙ্ক নহে?

রাজলক্ষ্মীদেবী। কলঙ্ক কেন হবে? ইহাতে বরং সীতার স্বামীর প্রতি অধিক ঐকান্তিক ভালবাসা প্রকাশ পায়, সেই ঐকান্তিক ভাব হইতেই লক্ষ্মণের প্রতি সন্দেহের উদ্ভব। স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা হইতেই ইহা উদ্ভব হয়েছে।

বলাই। এই যে লক্ষ্মণের প্রতি বৃথা অবিশ্বাস ইহা কি সীতা-চরিত্রের কলঙ্ক নহে?

রাজলক্ষ্মী দেবী। ইহা নারীজনোচিত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলিতে পার।

বলাই। রামচন্দ্র স্বয়ং বিশ্ববিজয়ী, তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই—ইহা লক্ষ্মণের নিকট জ্ঞাত হইয়াও সীতা যখন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না তখন ইহা নারীজনোচিত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলা কি সঙ্গত?

রাজলক্ষ্মী দেবী। অসঙ্গত কিসে? স্বামী নারীর দেবতা ও প্রাণ। স্বামীর প্রতি ভালবাসাই নারীর শ্রেষ্ঠবৃত্তি, তাহা হইতে যে অন্ধত্ব বা অবিশ্বাস জন্মে সেটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা।

বলাই। তবে মা, যে চরিত্রে কোন প্রকারের দুর্ব্বলতা আছে তাহা স্বাভাবিক হইলেও সে চরিত্র আদর্শ বলা সঙ্গত কি?

রাজলক্ষ্মী দেবী। অসঙ্গত কি সে? স্বভাবতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের দুর্ব্বলতা আছে, মানুষ একেবারে সম্পূর্ণ নহে। যাহার ভিতর যত কম খুঁত বা দুর্ব্বলতা সে তত অধিক আদর্শ।

বলাই। তাই, তারপর দেখ লক্ষ্মণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গণ্ডী পার হইয়া সীতাদেবী ব্রহ্মচারীবেশী রাবণকে ভিক্ষা দিতে ঘরের বাহির হইলেন। ইহা কি ভাল হইয়াছে?

রাজলক্ষ্মী দেবী। ইহাও একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই, কেননা এখানে কোমল ধর্ম্মভাব কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানকে দূর করিল।

বলাই। যাক্ আমি এ জায়গা পড়্‌ব না অন্য স্থান পড়ি।

এই বলিয়া সে লক্ষ্মণ বর্জ্জনের অংশ পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে বলাই কান্দিতে লাগিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাজলক্ষ্মী দেবী বলিলেন, ওকি কাঁদিস্ কেন?

বলাই। লক্ষ্মণ বর্জ্জন কি রাম চরিত্রের একটী প্রধান কলঙ্ক নহে? যে লক্ষ্মণের ন্যায় ভাইকে অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারিল তাহাকে প্রশংসা করিব কি প্রকারে?

রাজলক্ষ্মী দেবী। কেন, রামচন্দ্র যে সত্য করিয়াছিলেন সে সত্য রক্ষা করিলেন। এইটি বরং তাঁহার চরিত্রের সত্য-প্রতিজ্ঞার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত।

বলাই। এরূপ সত্য করাই রামচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতা। আমি হইলে বলিতাম লক্ষ্মণ ও আমি অভেদ একাত্মা, লক্ষ্মণ ব্যতীত কেহ আমাদের সম্মুখে আসিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

রাজলক্ষ্মী দেবী। রাম ও লক্ষ্মণের দেহ ও শরীর ভিন্ন ছিল, সুতরাং অন্যের নিকট অর্থাৎ কালপুরুষের পক্ষে লক্ষ্মণ অপর ব্যক্তি। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অভেদ একাত্মা বলিলেও সেই কালপুরুষ তাহা মানিবে কেন?

বলাই। তা যাই হক্ আমি ত সেরূপ সত্যে আবদ্ধ হইতাম না। মনেকর সেরূপ সত্যে আবদ্ধ হইয়া কি কানাইকে কখনও পরিত্যাগ করতে পারি? আমি বলিতাম কানাই ব্যতীত অন্য কেহকে পরিত্যাগ করিব।

রাজলক্ষ্মী দেবী। (প্রীতি হাস্যের সহিত) ভাই ভাই এত ভালবাসা এখন তোমাদের আছে সত্য, থাক্‌লে হয়।

বলাই। (সগর্ব্বে) দেখে নিও, আমাদের ভাই ভাই কোন দিন ইচ্ছাক্রমে বিচ্ছিন্ন হবে না।

অপর ঘরে কানাই তাহার ঠাকুরমার কাছে একটি মেটে প্রদীপের সামনে একখানি সতরঞ্চির উপর বসিয়া মহাভারত পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

তাহার ঠাকুরমা একখানা কুশাসনে বসিয়া হরিনামের মালা জপিতে লাগিলেন অথচ কানাইর মহাভারত পড়ায়ও অমনোযোগী ছিলেন না।

কানাই জিজ্ঞাসা করিল কোনখানটা পড়্‌ব ঠাকুর মা?

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তোমায় যেখানটা পড়্‌তে ভাল লাগে তাহাই পড়।

কানাই। রুক্মিণীহরণ পড়ি কেননা তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব আছে।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তা পড়।

কানাই রুক্মিণীহরণের যে স্থানে রুক্মিণীর পত্র যথা—

"ও হরি তুমি পতি হইবে আমার।
করহ কামনা পূর্ণ ওহে গুণাধার॥
দয়াকরি দয়াময় আমারে হরিবে।
তবে এ দাসীর বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥"

ইত্যাদি।

এইরূপ রুক্মিণীর পত্র রহিয়াছে তাহা পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরমা, রুক্মিণী যে বাপ, মা, ভাই প্রভৃতিকে না জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট এরূপ পত্র দিল ইহা কি তাহার পক্ষে অন্যায় নহে?"

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তা কেন হবে, সে যে শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছিল।

কানাই। আমাকে যদি কেহ পতিত্বে বরণ করে তবে আমাকেও সে এইরূপ চিঠি লিখ্‌তে পারে ?

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তা পারবে বৈ কি ? তাহার বাপ মা বাধা না দিলে তুমি তাহাকে ইচ্ছা কর্‌লে বিবাহও কর্‌তে পার্‌বে।

কানাই আখ্যানটি পাঠ শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "রুক্মিণীর বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলেই কিন্তু বাধা দিয়াছিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হরণ করিয়া নিল এ বড় অন্যায়।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। অন্যায় আবার কিসে হইল ? নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া নেওয়া ত বরং পুরুষত্ব ও বীরত্ব। সেকালে ত এরূপ স্ত্রী হরণ প্রথাও ছিল।

কানাই। সে ত সত্যকথা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, তার মত হওয়া যায় না কি ?

জগদম্বা ঠাকুরাণী। মানুষ কি সেরূপ হতে পারে ?

কানাই। চেষ্টা করিলে হতে পারে না কি ?

জগদম্বা ঠাকুরাণী। (হাসিয়া) চেষ্টা করিয়া দেখ না কেন ? হতে পার্‌লে ত ভালই।

জগদম্বা ঠাকুরাণীর এরূপ কথোপকথন চলিতেছিল অথচ তাহার হস্তের মালাও ঘুরিতেছিল।

কানাই বলাই এরূপ কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত রামায়ণের অন্যান্য আখ্যানাদি পড়িতে লাগিল, বলা বাহুল্য যে

ইহাতে তাহাদের নিঃসন্দেহ বিবিধরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী দেবী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্বয়ং বৈকালের পাক ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন। দুবেলার পাক ক্রিয়া তিনি স্বহস্তে নিয়ত নির্ব্বাহ করিতেন।

কেবলার মা নাম্নী মাসিক তিন টাকা মাহিনার একটি পাচিকা ছিল সে কেবল ভাত ডাল রন্ধন করিত অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী রাজলক্ষ্মী দেবী স্বয়ং প্রস্তুত করিতেন।

এই কেবলার মার পরিচয় একটু আবশ্যক। সে এই গ্রামস্থ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী, তাহার স্বামী কেবলার শৈশব অবস্থায় ৩০ বৎসর বয়সে জ্বর বিকারে মারা যায়। কেবলাও ৩।৪ বৎসর বয়সে দারুণ কলেরা রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। কেবলার মা কাজেই পেটের দায়ে ২৫ বৎসরের যুবতী হইলেও চাটুযো-বাড়ী রান্ধুনীর কার্য্যে ব্রতী হয়। কেবলার মা কুচ্‌কুচে কালো হইলেও তাহার বর্ণে ও চেহারায় লাবণ্য আছে তাহাতে আবার ভরা যৌবন। চাটুয্যেবাড়ী চাকরী হওয়া অবধি তাহার খাওয়া পরারও অভাব নাই। সুতরাং দিন দিন তাহার শ্রী বৃদ্ধি হইতেছিল। কেবলার মা মধ্যাহ্নে চাটুয্যে বাড়ীই খায়, বৈকালের ভাত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিজ বাটীতে লইয়া যায়। সকালবেলা চাটুয্যে-বাড়ী আসিবার সময় নিজ গৃহ তালা বন্ধ করিয়া আসে। কেবলার মার স্বামী নাই এই যা কষ্ট, কিন্তু দুষ্ট লোকে বলিয়া

থাকে, তাহাতেই বা তাহার কিসের কষ্ট। পাড়ার রামকিশোর চক্রবর্ত্তীর প্রথম পক্ষের অকালকুষ্মাণ্ড দ্বাবিংশতি বর্ষের নিষ্কর্ম্মা পুত্র রাত্রিতে কেবলার মার ঘরে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে। কেবলার মা বৈকাল বেলার খাদ্য একজনের স্থলে দুইজনের পরিমাণ লইয়া যায়। রাজলক্ষ্মীদেবী ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্বশ্রুমাতা জগদম্বা ঠাকুরাণীর গোচরে আনিলেন, জগদম্বা ঠাকুরাণী কেবলার মাকে এজন্য তীব্র ভৎর্সনা আরম্ভ করিলে কেবলার মা সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করিল "তা বৈকালবেলার ভাতের সঙ্গে কিছু বেশী ভাত না দিলে কি প্রকারে চলিবে মা? আমি ত আর সকালে কিছু জলখাবার পাই না। এই সকাল হইতে দুপুরবেলা পর্য্যন্ত কি কিছু না খাইয়া খাটা যায়? তাই বৈকাল বেলার ভাত হইতে কিছু পান্তা করে রাখি তাই সকালে খেয়ে আসি। আমার দুরদৃষ্ট আমার কেবলা নাই, সে থাক্‌লে কি এ মজুরী কর্‌তে আসতাম্? আমার পেটের জন্য এত কষ্ট কর্‌তে হ'ত? পেটের দায়েই ত এ মজুরীতে এসেছি।"

জগদম্বা ঠাকুরাণী ভাবিলেন কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তাই তিনি একটু নরম হইয়া বলিলেন্ "আজকাল যেরূপ বাজার একটু কম করিয়া ভাত নিলেও ত চলে বৃথা ভাত ফেলিয়া লাভ কি?"

কেবলার মা। না মা আমি বৃথা ভাত ফেলিয়া দিব কেন? যে দিন যেরূপ আবশ্যক তাহাই নিয়া যাই।

জগদম্বা ঠাকুরাণী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেবী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি স্বামীর নিকট অভিযোগ করিয়া কেবলার মাকে বরখাস্ত করিয়া অপর লোক নিযুক্ত করিতে বলিলেন।

শ্যামলাল চাটুয্যে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "তা মা যখন এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করলেন না, আমি আর কিছু করা সঙ্গত বোধ করি না। গরীব লোক খেয়ে বাঁচুক আমাদের ত অভাব নেই। অত ক্ষুদ্র দৃষ্টি করা ভাল নহে।

রাজলক্ষ্মী দেবী। তা নিজের খাওয়ার জন্য নিলেও বুঝিতাম যে সৎকাজই হইতেছে, কিন্তু পাড়ার লোকে বলে যে ওর ঘরে রাত্রিকালে লোক আসে তাই দুজনের ভাত নিয়া যায়। এরূপ দুষ্টা প্রকৃতির স্ত্রীলোক সংসারে রাখা ভাল নহে। অন্য লোক না পাওয়া যায় আমিই দুবেলা সমস্ত রাঁধার কাজ করব, এখনওত অধিকাংশই আমি ক'রে থাকি।

শ্যামলাল একটু ভাবিয়া দেখিলেন যে রাজলক্ষ্মী দেবীর কথা সত্য হইলে তাহার প্রার্থনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাহার মা যখন এ বিষয়ে কিছু বলেন না বা করিলেন না তখন তাহার পক্ষেও স্বেচ্ছায় কিছু করা সঙ্গত নহে। তাই তিনি স্ত্রীকে বলিলেন "কেবলার মার স্বভাব খারাপ হইলে আমাদের ক্ষতি কি আমাদের কাজ পাইলেই হইল। ভবিষ্যতে তাহার যদি গুরুতর কোন দোষ দেখ আমাকে জানাইও।"

রাজলক্ষ্মী দেবী কাজেই স্বামীর কথায় নিরস্ত হইলেন।

কেবলার মা কুচ্‌কুচে কালো বলিয়া তাহার বাপ মা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল কালিন্দী। কেবলা জন্মিবার পর তাহাকে অনেকে কেবলার মা বলিয়াই ডাকিত।

কানাই বলাই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেছিল এরূপ সময় কালিন্দী ওরফে কেবলার মা বাস্তভা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজলক্ষ্মী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ভাত লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেইত চলিয়া গিয়েছিলে এখন অসময়ে আবার আসিলে কেন?

কালিন্দী। কানাই বলাই ঘরে ফিরেছে ত? আমি তাই দেখ্‌তে এসেছি। এই যে ছেলেরা দুজনেই রয়েছে। এদিকে পাড়ায় সর্ব্বনাশ হয়েছে। রামতারণ ঘোষের ছেলে ভবতারণকে পাওয়া যাচ্ছে না, বোধ হয় ছেলেধরায় তাহাকে ধ'রে নিয়েছে।

রাজলক্ষ্মীদেবী ও জগদম্বা ঠাকুরাণী একথা শুনিয়া উভয়ে বলিয়া উঠিলেন "এ বলে কি? এ যে সর্ব্বনাশের কথা, বোধ হয় আজ যে সন্ন্যাসী দুজন এসেছিল তাহারাই ছেলে ধরার লোক!" কানাই বলাই উভয়ে বলিল "ভবতারণ ত এই মাত্র আমাদের সঙ্গে খেলা করিল। দুজন সন্ন্যাসী কিন্তু হাড়্‌গিলার মাঠে খেলার জায়গায় গিয়াছিল।"

রামতারণ ঘোষও স্বয়ং পুত্র ভবতারণের খোঁজে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাড়ার প্রায় সর্ব্ব বাড়ীতেই ভবতারণের খোজ করা হইল কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পাড়ায় মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

# প্রথম খণ্ড

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নিতাই ঠাকুর।

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য মলয়পুর গ্রামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ও আচার্য্য। তাঁহার একটি টোল আছে তাহাতে ১০।১২ জন ছাত্র তাঁহার নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তিনি সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ দেশ বিখ্যাত একজন বড় পণ্ডিত, সর্ব্বত্রই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। গুরুতা তাঁহার ব্যবসা। শাস্ত্রকারগণ গুরুর যে সব লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই তাহাতে বর্ত্তমান। তিনি শান্ত, সুশীল, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, দিব্যকান্তি, ও জিতেন্দ্রিয়, পুণ্যবান এবং গৃহী। তিনি জ্ঞানপূর্ণ সরল ও শঠতা বিহীন, বয়োঽধিক, শত্রুতাবিহীন; সহাস্যভাষী, তাঁহার অন্তর ও বাহির সমান এবং তিনি অনাসক্ত সংসারী। তিনি এইরূপ সত্বগুণ সম্পন্ন, শিবপূজায় আসক্ত, ধার্ম্মিক ও শিষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি কিরূপ গুরু?

"শান্তদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধ বেশবান্।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ শুচিদক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্
আশ্রমী ধ্যান নিরতশ্চ তন্ত্র মন্ত্র বিশারদঃ
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৬
উর্দ্ধর্ত্তুমেব সংহর্ত্তুঃ সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৭
গুরুগীতা।

তিনি সদ্বংশজাত বিনয়ী নির্ম্মলবেশধারী, সন্ধ্যাবন্দনাদি যথাচার সম্পন্ন, সুবুদ্ধিমান, পবিত্র, যোগাদি কার্য্যে নিপুণ, আশ্রমী, ঈশ্বর চিন্তায়রত, শাস্ত্র ও মন্ত্রের ভাবগ্রাহী, দণ্ডবিধানে ও উপকারে সমর্থ, তিনি ধর্ম্মোপদেশে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ও অভিশাপ দ্বারা অনিষ্ট করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপস্যা নিরত, সত্যবাদী ও গৃহী তিনি এইরূপ গুরু।

নিতাই ঠাকুর ঘরের বারাণ্ডায় একটি কুশাসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, ছাত্রগণ কেহ খেলিতে, কেহ বেড়াইতে গিয়াছে। তাঁহার করুণা মাসী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত, সদা চাকর পালিত-গাভী বৎস-সহ গোগৃহে রাখিতে উদ্যোগী, কন্যা মহামায়া নিতাই ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া একমনে পুতুল খেলা করিতেছে। মহামায়ার বয়স ৫ বৎসর মাত্র; গৌরবর্ণা দেখিতে সুশ্রী সুলক্ষণা। মহামায়া নিতাই ঠাকুরের নিজ কন্যা বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত কিন্তু সে তাঁহার পালিতা কন্যা মাত্র।

নিতাই ঠাকুরের বয়স ৫০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে, গৌর-বর্ণ, দিব্যকান্তি, বলিষ্ঠ দেহ। তাঁহার করুণা মাসীর বয়সও প্রায় ৫০ হইবে কিন্তু তাঁহারও শরীর বেশ দৃঢ় আছে। সদা চাকরের কেহই নাই, লোকটা একটু হাবা ধরণের এবং বোকা। বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে। কোনদিন বিবাহও করে নাই। তাহার প্রকৃত নাম সদানন্দ দাস, তাহাকে সকলে সদা বলিয়াই ডাকে।

নিতাই ঠাকুরের মালা জপ শেষ হইয়াছে, মালাটি ঘরের বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি ঘরের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কেননা

"প্রদক্ষিণাস্বশক্তোঽপিযঃস্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবং।
গচ্ছন্ সমুপবিষ্টোবা তস্যাভিষ্টং প্রযচ্ছতি॥"

শিবগীতা, প্রথম অধ্যায়।

"প্রদক্ষিণে অসমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি গমন কালে বা উপবেশন কালে সর্ব্বদা স্বহৃদয়ে শিব চিন্তা করে ভগবান তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করেন।"

"ন কাল নিয়মোযত্র ন দেশস্য স্থানস্য চ।
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলং॥" ৩২

শিবগীতা, প্রথমোধ্যায়।

"(শিবচিন্তায়) কাল নিয়ম, দেশ নিয়ম, বা স্থান নিয়ম নাই। যে স্থানে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে সেই স্থানে অবস্থিতি

পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিলেই শিব মাহাত্ম্য ও শিব সাযুজ্য লাভ হয়।”

তিনি মধ্যে মধ্যে কায়মনোবাক্যে অতি ভক্তিভরে নিম্নলিখিত রূপ শিব স্তোত্র বলিতে লাগিলেন।

“নমঃ সচ্চিদম্ভোধি হংসায় তুভ্যং
নমঃ কালকালায় কালাত্মকায়।
নমস্তে সমস্তাঘ সংহার কর্ত্রে
নমস্তে মৃষাচিত্তো বৃত্তৈকমোক্ত্রে॥ ৩৬
নমস্তে দেবদেবায় নমঃ পিনাক পাণয়ে।
ত্রাহিমাঞ্চ মহাদেব ভবদুঃখৈক সাগরাৎ॥ ৩৭

শিবগীতা, সপ্তমোধ্যায়।

“তুমি সচ্চিদ্রূপ সাগরের সূর্য্য স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কালের কাল স্বরূপ ও কালান্তক, তোমাকে নমস্কার। তুমি আসল পাতকের সংহর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি অলীক চিত্তবৃত্তির একমাত্র মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৬। তুমি দেব দেব পিনাকপাণি, তোমাকে নমস্কার। হে মহাদেব, আমাকে সংসার রূপ দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ কর।”

নিত্যানন্দ ঠাকুর এইরূপ দেবাদিদেব মহাদেবের নাম স্মরণ ও স্তব বলিতেছেন এইরূপ সময় সদা চাকর আসিয়া বলিল “বাবা ঠাকুর, শ্যামলাল চাটুর্য্যে দাদা ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন, তিনি বাহির বাড়ীর ঘরে বসেছেন।”

নিতাই ঠাকুর। তাঁহাকে এখানেই আসতে বল।

সদা চাকর ঢুলিতে ঢুলিতে বাহির বাড়ী যাইয়া শ্যামলাল চাটুয্যেকে বাড়ীর ভিতর আসিতে বলিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

শ্যামলাল চাটুয্যে বাড়ীর ভিতর আসিয়া নিত্যানন্দ ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। শ্যামলাল আসনে উপবেশন করিলে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

শ্যামলাল ঠাকুর বলিলেন "আপনার বিপদের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত, মর্ম্মাহত। এ দুর্দ্দৈব কি প্রকারে ঘটিল ?"

নিত্যানন্দ ঠাকুর। বাবা বিশ্বেশ্বরের যাহা বিধান তাহাই ঘটেছে, ইহা লইয়া আর আলোচনা করিয়া শোক করা বৃথা, মূর্খের কার্য্য। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন মনাঃ—অর্থাৎ শোক দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকা কর্ত্তব্য, শোক করায় কোন লাভ নাই। সংসারের সমস্তই অনিত্য আজ আছ ত কাল নাই, সেই দেবাদিদেব পরম পুরুষই সংসারের সার। তাঁহার ত আর ক্ষয় বা বিনাশ নাই। তাঁহার পদে মতি স্থির থাকিলেই চির সুখ ও শান্তি। তিনি ত সর্ব্বত্রই সর্ব্ব ঘটেই বিরাজিত আছেন। তন্ময় হইতে পারিলেত আর তাঁহার অভাব কোনদিনই বোধ হইবে না। সুতরাং কোন দুঃখও কখন

হইবে না। আজ পুত্র গিয়াছে বলিয়া যে দুঃখ বা শোক আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে বলিয়া তোমরা অনুমান করিতেছ তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু শোক করিয়াও কোন লাভ নাই বরং কেবল অশান্তি। তবে সে দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিতে চাও বলিতে পারি মাত্র কিন্তু পুত্রের উদ্ধার সাধনের কোন উপায় দেখিতেছি না।

শ্যামলাল। অবশ্য আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে শোক দুঃখ করা শোভা পায় না। তবে দুর্ঘটনার বিবরণ যথাসাধ্য বলুন, দেখা যাক্ কোন উপায় করা যায় কি না।

এইরূপ সময় সদা চাকরও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিতাই ঠাকুর। জানইত—আমি, করুণামাসী, ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র যোগানন্দ, পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা মহামায়া ও ভৃত্য সদানন্দ সাগরতীর্থে যাই। সে স্থানে যাইয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া করি। কুটীরখানি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার ও পরিপাটী। তৎসংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র রন্ধনশালাও ছিল। আমরা সেখানে কিছুদিন অতি সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। সাগর মেলায় লোক সমাগম যথেষ্ট হইল, কত সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী যে মেলায় ছিল তাহাদের সুবিস্তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। একদিন ভৃত্য সদানন্দ, মেলার ভিতর লোকে লোকারণ্যময় বাজার হইতে গৃহস্থালীর কি আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য প্রাতে বেলা ৮।৯ ঘটিকার সময় আমার পুত্র যোগানন্দের হাত ধরিয়া মেলার ভিতর যায়। ২।৩ ঘণ্টা পরে সে একাকী

ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে যোগানন্দকে পাওয়া যায় না, কোন এক দোকানের সম্মুখে তাহারা উভয়ে আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিতে ছিল যোগানন্দ তখন তাহার হাত ধরা ছিল না। সদা, ক্রীত জিনিষ হস্তে করিয়া দোকানদারকে মূল্য দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখে যোগানন্দ সেখানে নাই। তৎপর সে মেলার সর্ব্বত্র খুজিয়া তাহাকে পাইল না। আমি ইহা শুনিয়া স্বয়ং মেলাস্থানে যাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বত্র সন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও যোগানন্দকে দেখিতে পাইলাম না। যাহার দোকান হইতে জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছিল সেই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল যে লোকের এত ভীড় যে সে কোন ছেলে মেয়ে লক্ষ্য করে নাই। সুতরাং আমি অনন্যোপায় হইয়া থানায় যাইয়া পুলিসে এজাহার দিলাম। পুলিস দারোগা বাবু (সব্ ইনস্পেকটার) সমস্ত লিখিয়া লইলেন, আমার সেখানকার ঠিকানা, এখানকার ঠিকানা, যোগানন্দের বয়স ও চেহারা ইত্যাদি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া লইয়া বলিলেন ছেলের খোঁজ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবে। লেখক কনেষ্টবলটি আমার নিকট দর্শনী চাহিল এবং রুক্ষস্বরে বলিল্ দর্শনী না হলে ছেলে কি মিলিবে? আমি বলিলাম আমিত সঙ্গে কোন টাকা পয়সা নিয়া আসি নাই, ছেলে পাওয়া যায় না শুনিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে ছেলের খোঁজে মেলার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম। দারোগা তখন অধিকতর কর্কশস্বরে আমাকে বলিলেন যে ও সব ন্যাকামী এখানে চল্‌বে না, দর্শনী না পেলে মিথ্যা এজাহার অপরাধে

আমরা তোমাকে চালান দিব। আমি ভাবিলাম এসব লোকের নিকট না আসিলেই ভাল হইত, সরকার বাহাদুর এ সব পুলিসের লোকদিগকে তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন; সর্ব্বসাধারণের হিত ও দেশের শান্তির জন্য পুলিস নিয়োগ করা সরকার বাহাদুরের উদ্দেশ্য হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে উদ্দেশ্য সফল না হইয়া বরং বিপরীত ফল হইতেছে। যাহা হউক আমি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম কত দর্শনী দিতে হইবে? তখন লেখক কনেষ্টবলটি দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে উপলব্ধি করিয়া বলিল দারোগাবাবুর জন্য ৫৲ টাকা ও তাহার নিজের জন্য ২৲ টাকা দিতে হইবে। বোধ হয় আমি গরীব ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাহারা অনেক কম করিয়াই আমার উপর দায় ধরা করিল। অগত্যা আমি সদাকে বাসায় পাঠাইয়া টাকা আনাইয়া তাহাদের দাবী মত দর্শনী দিয়া তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তৎপর তাহারাও আর আমাকে দর্শন দেয় নাই আমিও তাদের দর্শনে যাই নাই। ছেলে নিরুদ্দেশের সাত দিন পর পর্য্যন্তও আমরা সেই সাগর তীর্থে ছিলাম। করুণা মাসী ও মহামায়ার আকুল ক্রন্দনে অস্থির হইয়া প্রত্যহই ছেলের খোঁজ করিতাম কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, প্রত্যহই হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই সময় সদা চাকর বলিল—"বাবা ঠাকুর যা বল্লেন সবই ঠিক কেবল একটা কথা অঠিক।"

নিতাই ঠাকুর। কোন কথাটা অঠিক রে সদা?

সদা। আজ্ঞে যোগকে আমি হাত ধরিয়া মেলায় নিয়া যাই নাই, যোগই নিজে আমার হাত ধরিয়া মেলায় গিয়েছিল।

শ্যাম লাল। তুই তাকে না নিয়া গেলে সে কি আর যেতে পারত? হাবা বেটা, নিয়েছিলি ত সদা সর্ব্বদা তাকে সাবধানে ধরে রাখা বা চখে চখে রাখা উচিত ছিল, মেলায় যে ভিড় হয় শিশু ছেলে মেয়ে ত হারাইয়া যাবারই কথা।

সদা। আমারত দুই হাত, দুই চক্ষু তাও সামনের দিকে এক হাতে জিনিষ লওয়া আর এক হাতে পয়সা দেওয়া, দুই চখ্‌ত সামনের ভাগে দোকানের দিকেই ছিল, পেছন ভাগে একটা চোখ থাকলেও দেখ্‌তে পেতাম ছেলে কি হ'ল, কোথায় গেল।

শ্যামলাল। বুদ্ধি ও যোগ্যতা থাক্‌লে সামনের দিকের দুই হাত, দুই চখেই সবকাজ করা যায়। আর সকলে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ নহে বা ত্রিনয়নও নহে। অনেকে একহাত এক চক্ষু লইয়াও ভাল কাজ করিয়া থাকে।

নিতাই ঠাকুর। উহার সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় কোন লাভ নাই যা হবার তা হয়েছে। যা রে সদা, এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়।

সদা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, আমার কোন দোষ নাই শ্যামলাল দাদা ঠাকুর মিছে মিছে আমার দোষ ধর্‌ছেন।

এইরূপ বলিয়া শ্যামঠাকুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া টলিতে টলিতে সদানন্দ ভৃত্য তামাক সাজিতে চলিয়া গেল।

শ্যাম ঠাকুর নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ত জ্যোতিষ জ্ঞান যথেষ্ট আছে তাহার বলে কিছু জেনেছেন কি ?

নিতাই ঠাকুর। হাঁ, ছেলে সাগর সমুদ্রের অপর পারে কোনও দ্বীপের ভিতর ভূমধ্যে অথচ নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে, সেখানে অবশ্য কোন লোক দ্বারায় নীত হইয়াছে, একথা আমি দারোগা বাবুকে একটী বন্ধু দ্বারা জানাইয়াছিলাম, দারোগা বাবু সকল দন্তপাটী বাহির করিয়া উচ্চহাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে এসব বিষয়ে বামুন পণ্ডিতের গণনার কাজ নহে।

শ্যামলাল ঠাকুরের মনে নিতাই ঠাকুরের গণনার ফল কিছু অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনার শত্রু কে আছে যে আপনার ছেলেকে লইয়া প্রতিশোধের জন্য ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবে, আর ভূগর্ভে কাহাকেও রাখিলে কি তাহার বেঁচে থাকা সম্ভব ?"

নিতাই ঠাকুর। আমার জ্ঞাতসারে শত্রু কেহই নাই। তবে আমি এজীবনে বহু লোকের উপকার করিয়াছি। আজ কালকার দিনানুসারে উপকৃত ব্যক্তিকে যদি শত্রু মনে কর তবে আমার বহু শত্রু থাকিতে পারে। আর সেই অসীম ক্ষমতাশালী বিশ্বস্রষ্টার এই সৃষ্ট রাজ্যে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। যিনি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন তাঁহার নিকট আবার অসম্ভব কি হইতে পারে? আমার শত্রুই যে একাজ করিয়াছে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যে করিয়াছে সে তাহার প্রয়োজন

সদা। আজ্ঞে যোগকে আমি হাত ধরিয়া মেলায় নিয়া যাই নাই, যোগই নিজে আমার হাত ধরিয়া মেলায় গিয়েছিল।

শ্যাম লাল। তুই তাকে না নিয়া গেলে সে কি আর যেতে পারত? হাবা বেটা, নিয়েছিলি ত সদা সর্ব্বদা তাকে সাবধানে ধরে রাখা বা চখে চখে রাখা উচিত ছিল, মেলায় যে ভিড় হয় শিশু ছেলে মেয়ে ত হারাইয়া যাবারই কথা।

সদা। আমারত দুই হাত, দুই চক্ষু তাও সামনের দিকে এক হাতে জিনিষ লওয়া আর এক হাতে পয়সা দেওয়া, দুই চখ্‌ত সামনের ভাগে দোকানের দিকেই ছিল, পেছন ভাগে একটা চোখ থাকলেও দেখ্‌তে পেতাম ছেলে কি হ'ল, কোথায় গেল।

শ্যামলাল। বুদ্ধি ও যোগ্যতা থাক্‌লে সামনের দিকের দুই হাত, দুই চখেই সবকাজ্‌ করা যায়। আর সকলে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ নহে বা ত্রিনয়নও নহে। অনেকে একহাত এক চক্ষু লইয়াও ভাল কাজ করিয়া থাকে।

নিতাই ঠাকুর। উহার সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় কোন লাভ নাই যা হবার তা হয়েছে। যা রে সদা, এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়।

সদা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, আমার কোন দোষ নাই শ্যামলাল দাদা ঠাকুর মিছে মিছে আমার দোষ ধরছেন।

এইরূপ বলিয়া শ্যামঠাকুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া টলিতে টলিতে সদানন্দ ভৃত্য তামাক সাজিতে চলিয়া গেল।

শ্যাম ঠাকুর নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ত জ্যোতিষ জ্ঞান যথেষ্ট আছে তাহার বলে কিছু জেনেছেন কি?

নিতাই ঠাকুর। হাঁ, ছেলে সাগর সমুদ্রের অপর পারে কোনও দ্বীপের ভিতর ভূমধ্যে অথচ নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে, সেখানে অবশ্য কোন লোক দ্বারায় নীত হইয়াছে, একথা আমি দারোগা বাবুকে একটী বন্ধু দ্বারা জানাইয়াছিলাম, দারোগা বাবু সকল দন্তপাটী বাহির করিয়া উচ্চহাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে এসব বিষয়ে বামুন পণ্ডিতের গণনার কাজ নহে।

শ্যামলাল ঠাকুরের মনে নিতাই ঠাকুরের গণনার ফল কিছু অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনার শত্রু কে আছে যে আপনার ছেলেকে লইয়া প্রতিশোধের জন্য ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবে, আর ভূগর্ভে কাহাকেও রাখিলে কি তাহার বেঁচে থাকা সম্ভব?"

নিতাই ঠাকুর। আমার জ্ঞাতসারে শত্রু কেহই নাই। তবে আমি এজীবনে বহু লোকের উপকার করিয়াছি। আজ কালকার দিনানুসারে উপকৃত ব্যক্তিকে যদি শত্রু মনে কর তবে আমার বহু শত্রু থাকিতে পারে। আর সেই অসীম ক্ষমতাশালী বিশ্বস্রষ্টার এই সৃষ্ট রাজ্যে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। যিনি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন তাঁহার নিকট আবার অসম্ভব কি হইতে পারে? আমার শত্রুই যে একাজ করিয়াছে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যে করিয়াছে সে তাহার প্রয়োজন

অনুসারে বা অন্য কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্যেও করিতে পারে।

শ্যামলাল ঠাকুর। শত্রু ভিন্ন ছেলেধরাগণ বা অপর লোকেও আপনার ছেলেকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে সত্য কিন্তু ভূগর্ভে রাখারই বা কি উদ্দেশ্য, এবং তাহাতেই বা ছেলে বেচে থাক্‌বে কিরূপে? ইহা সেই বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্ট সংসারিক প্রকৃতি ও নিয়ম বিরুদ্ধ।

নিতাই ঠাকুর। বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতি ও নিয়মের অধীন নহেন, প্রকৃতি ও নিয়ম তাঁহারই অধীন। তিনিই প্রকৃতির স্রষ্টা ও সর্ব্ব নিয়মের নিয়ন্তা। তাঁহার পক্ষে নূতন প্রকৃতি ও অভাবনীয় নিয়ম সৃষ্টির বাধা কি? নিত্যইত কত নূতন ও অভাবনীয় জিনিষ দেখিতেছ ও তদ্রূপ ঘটনা শুনিতেছ, ইহা সমস্তই কি সেই বিশ্ব নিয়ন্তা পরম পুরুষের নূতন সৃষ্ট ও প্রবর্ত্তিত নহে?

শ্যাম ঠাকুর কিন্তু তবু নিতাই ঠাকুরের এ বিষয়ের জ্যোতিষ গণনা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি অন্য কথা উপস্থিত করিলেন।

"সে যাহা হউক এ বিষয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দেখিলে হয়।"

নিতাই ঠাকুর। আমি দিব না। তোমরা দিয়া দেখিতে পার, আমার বিশ্বাস তাহাতে কোনই ফলোদয় হইবে না।

শ্যামলাল ঠাকুর মনে মনে স্থির করিলেন তিনি নিজ হইতে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করিবেন।

ভৃত্য সদানন্দ তামাক সাজিয়া হুক্কা হস্তে ফুৎকার দিতে দিতে ঢুলিতে ঢুলিতে তথায় উপস্থিত হইল। নিতাই ঠাকুর তাহার হস্ত হইতে হুক্কাটি গ্রহণ করিয়া দুই এক টান দিয়া বলিলেন "যা, তোকে দিয়ে কোন কাজই চল্‌ছে না। কয়লার আগুন ফু দিয়াই সমস্ত তামাক জ্বালাইয়া দিয়েছিস্, টিকা দিয়া আর এক ছিলুম তামাক ভাল করে সেজে নিয়ে আয়।"

সদা। আজ্ঞে কাঠের আগুন যে, কেবল ফু নাদিলে আগুন থাক্‌বে কেন ?

নিতাই ঠাকুর। তা বলে কি কেবল ফুৎকারে সমস্ত তামাক জ্বালিয়ে দিবি ? বুদ্ধি করে মাঝে মাঝে ফুৎকারে দিতে হয়, যেন আগুনও থাকে, তামাকও থাকে, সব জ্বলে না যায়।

সদা। এ দুকাজ কি একবারে হতে পারে বাবা ঠাকুর ? বড়ই মুস্কিল দেখ্‌ছি যে আগে হাট্‌লেও দোষ পরে হাট্‌লেও দোষ, যাই টিকে দিয়ে আর এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আসি।

ভৃত্য সদানন্দ এই বলিয়া হুক্কা হস্তে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল, তাহার হাঁটা চলা সদাই যেন টলায়মান।

এরূপ সময় মহামায়া ধীরে ধীরে আসিয়া নিতাই ঠাকুরের স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিল "বাবা, ভাত হয়েছে যে, তুমি আস্‌বে না আমার ঘুম পাচ্ছে যে, আজ ত শিবের গান শিখালে না ? বাস্তবিক তখন ৩।৪ দণ্ড রাত হইয়াছিল কিন্তু আঁধার সম্পূর্ণ রূপ নাই, যেন আধা জ্যোৎস্না আধা আঁধার।

নিতাই ঠাকুর। যাও মা, তুমি যেয়ে করুণা মাসীর সঙ্গে ঘুমাও আমি একটু পরে আস্‌ছি। আজ গান শেখান হবে না।

মহামায়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল আর শ্যামলাল ঠাকুর সেই গমনশীলা বিদ্যুৎ লতিকার প্রতি বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন এবং উহার সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে মধুর বীণাধ্বনির ন্যায় বাজিতে লাগিল।

ভৃত্য সদানন্দ পুনরায় হুক্কা হস্তে টিকা দিয়ে তামাক সেজে আসিয়া উপস্থিত হইল। হুক্কাটি নিতাই ঠাকুরের হস্তে দিয়া বলিল "আজ্ঞে এবার বোধ হয় ঠিক হয়েছে, দেখুন ত আবার।"

নিতাই ঠাকুর হুক্কাটি ধরিয়া নিচু করিয়া কলকের ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন "টিকা এখনও ভাল মত ধরাস নাই, যা এতেই চলবে।" এই বলিয়া তিনি টিকায় হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন।

সদা। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর, টিকেও প্রদীপের আগুণ দিয়ে ধরিয়েছি, আর ভাল মত ধরাব কিরূপ?

নিতাই ঠাকুর। চলে যা, এতে কাজ চল্‌বে।

সদা। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর সব কাজে দোষ ধর্‌লে আর কেমন করে কাজ করি বলুন। আচ্ছা, বাছুরটি এখন বাঁধব কি? এখন বাঁধলে বোধ হয় সকালে গাইর দুধ বেশী হবে।

নিতাই ঠাকুর। না, এখন নহে, আর একটু রাত্রি হউক। বাছুর গাভীর একটু দুধ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পর বাছুর বাঁধিস।

সদা। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর খেলেই যদি ঘুমিয়ে পড়ি, খেলেইত পেট ভার হয় আর ঘুম পায়।

নিতাই ঠাকুর। ঘুম চাপা রেখে দিয়ে গিয়ে আগে বাছুর বাঁধবি, পরে ঘুমাবি। যা এখন কাজে যা।

সদা। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর, ঘুম পেলে চখ ধরে, ঘুম চাপা রাখা কি সোজা? আচ্ছা যাই, তাই করব।

এইরূপ বলিয়া ভৃত্য সদানন্দ হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। নিতাই ঠাকুর নিজে তামাক খাইলেন শ্যামলালকেও খাইতে দিলেন। তখন করুণা মাসী আসিয়া নিতাই ঠাকুরকে বলিলেন "সন্ধ্যার সময় বয়ে গেল, আজ সন্ধ্যা আহ্নিক করবে না?"

নিতাই ঠাকুর। তাই ত কথায় কথায় রাত অনেক হয়েছে। শিব বিশ্বেশ্বর! আচ্ছা যাও আমি আস্‌ছি।

করুণা মাসী চলিয়া গেলে শ্যামলাল ঠাকুর বলিলেন। "রাত অনেক হয়েছে, আমিও এখন আসি। যাওয়ার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার পুত্র কানাই বলাইর এখন উপনয়ন, দীক্ষা ও শিক্ষা আপনারই কর্ত্তে হবে, কবে করিবেন?

নিতাই ঠাকুর। আচ্ছা পঞ্জিকা দেখে পরে তাহা স্থির করা যাবে।

শ্যামলাল নিতাই ঠাকুরকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজবাটী চলিয়া গেলেন, উভয়ের বাড়ী নিকটেই ছিল, আধ জ্যোৎস্নার ভাব থাকায় যাইতেও কোন কষ্ট হইল না।

নিতাই ঠাকুর হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তরে কুশাসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিলেন। পরে একটু বিশ্রাম করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সন্ধান করিয়া জানিলেন যে ভৃত্য সদানন্দ আদিষ্ট সময়েই বাছুর বান্ধিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তিনি যখন শয্যায় গেলেন তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে কেননা তাহার সন্ধ্যা আহ্নিকে ন্যূনপক্ষে দুই ঘণ্টা সময় যায়।

## প্রথম খণ্ড।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### উপনয়ন ও দীক্ষা।

শ্যামলাল চাটুয্যে বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন গ্রামস্থ রামতারণ ঘোষের পুত্র ভবতারণকে পাওয়া যাইতেছে না, হাড়গিলা মাঠ হইতে অপহৃত হইয়াছে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সন্ধান করিয়া জানিলেন ভবতারণকে পাওয়া যায় নাই। তিনি রামতারণ ঘোষের বাড়ী যাইয়া ভবতারণের অনুসন্ধানের যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিলেন, তৎপর নিতাই ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া কানাই বলাইর উপনয়ন দীক্ষার শুভ শুদ্ধ দিন স্থির করিলেন, বাড়ী ফিরিয়া কানাই বলাইর হাড়গিলা মাঠে খেলিতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বাড়ীতেই খেলা করিবে এইরূপ আদেশ দিলেন। দুপ্রহরে বসিয়া তিনি নিতাই ঠাকুরের পুত্রের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, সেই সময়ে প্রধান সংবাদ পত্র ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর পত্রের স্তম্ভে ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন পাঠাইলেন।

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য মলয়পুরধাম,<br>
বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত দেশ বিখ্যাত নাম॥<br>
তার পুত্র যোগানন্দ দশ বছরের ছেলে।<br>
গৌরবর্ণ চেহারা তার চখ্‌ বড় টল টলে॥

নাতিস্থূল নাতি কৃশ নাতি খর্ব্ব হয়,<br>
দেখিতে সুন্দর অতি রুগ্ন দেহ নয় ॥<br>
পিতা সহ গেল সে সাগর মেলায়,<br>
একদিন ভৃত্য সহ মেলার ভিতর যায় ॥<br>
দু তিন ঘণ্টা পর ভৃত্য একা ফিরে আসে,<br>
কাঁদিয়া কাদিয়া বলে দুঃখ ভয় ত্রাসে ॥<br>
গৌর মুদির দোকানেতে জিনিষ খরিদ কালে,<br>
তাহার পেছনেতে দাঁড়িয়ে সে ছেলে ॥<br>
জিনিষ খরিদ্ করি ভৃত্য ছেলে নাহি দেখে,<br>
লোকের ভিড়ের ভিতর তার নাম ধরে ডাকে ॥<br>
সর্ব্ব স্থলে খুঁজি তার দেখা নাহি পায়,<br>
নিতাই ঠাকুর নিজে সে ছেলের খোজে যায় ॥<br>
পুলিসেতে এত্‌লা দেয় নাহি পেয়ে ছেলে,<br>
হাজার টাকা বক্‌শিস হবে তারে খুঁজে পেলে ॥

শ্রীশ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়,<br>
মলয়পুর, জিঃ হুগলি ।

সেকালে অধিকাংশ পত্রেই সাধারণ কথাও পদ্যে লিখিত হইত সুতরাং এ বিজ্ঞাপনটিও পদ্যে প্রকাশিত হইল ।

তৎপর কানাই বলাইর উপনয়ন ও দীক্ষার দিন উপস্থিত হইল, দীক্ষাগুরু নিতাই ঠাকুরই হইলেন, শ্যামলাল চাটুয্যের বাড়ীতে তদুপলক্ষে বিশেষ সমারোহ । মঙ্গলবাদ্য বাজিল, আত্মীয় কুটম্ব

স্ত্রী, পুরুষে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, বাড়ীর প্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের সমাবেশে দিব্য শোভা ধারণ করিল।

দীক্ষাকালে নির্জ্জনে নিত্যানন্দ ঠাকুর কানাই বলাইকে দুইটি গুরুতর প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিলেন।

তিনি কানাই বলাইকে বলিলেন, তোমরা এখন অবোধ নহ, সুতরাং পূর্ব্বেই তোমাদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি, অদ্যাবধি আমি তোমাদের দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু হইলাম সুতরাং তোমরা উভয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার আদেশানুরূপ তোমাদের সব কাজ করিতে ও চলিতে হইবে কখনও আমার কথার অন্যথা চরণ করিতে পারিবে না, শাস্ত্রে বলিতেছে।

"সচশিষ্য সচজ্ঞানী যশ্চাজ্ঞাং পালয়েৎগুরোঃ।
নক্ষেমং তস্য মূঢ়স্য যো গুরোরবচস্করঃ॥"

গুরুগীতা—শিষ্যকর্ত্তব্যম।

"যে ব্যক্তি কোন বিচার না করিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে সেই প্রকৃত শিষ্য ও প্রকৃত জ্ঞানী, আর যে ব্যক্তি গুরু-কার্য্যে অবজ্ঞা করে সেই মূঢ় ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হয় না।" কানাই বলাই উভয়েই প্রতিশ্রুত হইল যে তাহারা কখনও গুরুর কথার অন্যথাচরণ করিবে না।

তৎপর নিতাই ঠাকুর অপর প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন।

"তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তোমাদের স্বয়ং আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে। তোমাদের পিতা মাতা বা অভিভাবক,

প্রদত্ত কোন আর্থিক গুরুদক্ষিণা নহে। অবশ্য আমি আমার কর্ত্তব্যানুরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিব কিন্তু আমি তোমাদের নিকট যেরূপ দক্ষিণা চাহিব তাহাই দিতে হইবে এমন কি স্বীয় স্বীয় জীবনান্তকরকার্য্য বা কাহাকেও হত্যা করিতে হইলেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

কানাই বলাই উভয়ে বলিল "এ যে বিষম কথা, এ বিষয়ে পিতামাতার নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয় না কি?

নিতাই ঠাকুর। না, তাঁহারা হয়ত এ বিষয়ে নিষেধ করিতে পারেন এবং কিছু গোলযোগ বাধাইতে পারেন কেননা তাঁহারা বিষয়-লিপ্ত লোক। তোমরা এখনও বিষয়ে নির্লিপ্ত, তোমরা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হও তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না বরং উপকার ও খ্যাতি হইবে। জানইত মহাবীর একলব্য স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন।

কানাই বলাই উভয়েই এক মত হইয়া এই প্রতিজ্ঞাটিতে আবদ্ধ হইল। তাহারা উভয়েই নির্ভীক, উভয়েরই তুল্য অসীম সাহস, সুতরাং এ কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে কুণ্ঠিত হইল না।

এ উৎসবের দিনে ভৃত্য কিঙ্করের বড়ই আন্তরিক আনন্দ। তাহার একান্ত ভালবাসার পাত্র দাদা ঠাকুরদের পৈতা হইতেছে তাহার আনন্দ ধরে না। এই যে দিন রাত্রি কঠোর পরিশ্রম তাহার আন্তরিক আনন্দের উচ্ছাসে তাহাতে বিশেষ ক্লান্তি বোধও

হইতেছে না। আর নিতাই ঠাকুরের ভৃত্য সদানন্দেরও আনন্দ ধরে না। তাহার আনন্দ এই যে সে পেট ভরিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাইতেছে এবং যথেষ্ট খাদ্যের উপকরণ তাহার মনির বাড়ী লইয়া যাইতেছে কেননা গুরুদেব নিত্যানন্দ যথেষ্ট উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। এ উৎসবে কালিন্দি ওরফে কেবলার মারও বিশেষ আনন্দ। যদিও তাহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইতেছিল তাহার বিশেষ আনন্দ এই যে; এই উপলক্ষে সে যথেষ্ট জিনিস আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতেছে। যখনই সুবিধা হইতেছে তখনই কোন সময় ঘৃত, কোন সময় লবণ, কোন সময় তৈল, কোন সময় ডাইল, কোন সময় চাউল, কোন সময় ময়দা, কোন সময় দধি, কোন সময় ক্ষীর, কোন সময় চিনি, সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি যখন যাহা পাইতেছে তাহাই চুরি করিতেছে। চাটুয্যে বাড়ীর সকল উৎসব উপলক্ষে সে এইরূপই করিয়া থাকে। এই সকল অপহৃত জিনিষ সে এবং তাহার প্রিয় পাত্র ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী আহার করিত। এই উৎসব ব্যাপারে সে কোন সময় এই সুযোগে এক হাঁড়ী দধি লইয়া নিজ বাটী অভিমুখে যাইতেছে। মুখ দেখা না যায় এজন্য মাথায় সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে। দূর হইতে ভৃত্য কিঙ্কর লক্ষ্য করিতেছিল একটি বিধবা স্ত্রীলোক ঘোমটা মাথায় দধির পাতিল হস্তে দ্রুত গতিতে যাইতেছে, তাহার গমনের ভাব কেবলার মার মত। কিঙ্কর ভাবিল, "মা ঠাকরুণগণ অন্য স্ত্রীলোককে কি এই

দধির হাঁড়ী দিয়াছেন, এ ব্যক্তি কেবলার মা. হইলে ঘোমটা দিবে কেন? কেবলার মা ত কাহারও সাম্‌নে ঘোমটা ব্যবহার করে না, আচ্ছা দেখি এ ব্যক্তি কে?" কিঙ্কর এই চিন্তা করিয়া দৌড়িয়া যাইয়া স্ত্রী লোকটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল যে পূর্ণ এক হাঁড়ী দধি লইয়া স্ত্রীলোকটি যাইতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা, এ দধির হাঁড়ী কোথায় পেলে, কে তোমাকে দিয়েছে?"

কেবলার মা ত নিশ্চল, নির্ব্বাক; ঘোমটাটি আরও বেশী করিয়া টানিয়া দিল, ভাবে প্রকাশ করিল পথ ছাড়িয়া দাও চলিয়া যাই। কিঙ্কর কিন্তু নাছোরবান্দা, তাহার সন্দেহ হইল। সে একটু রুক্ষ স্বরে বলিল "বল, কে তুমি এ দধির হাঁড়ী কোথা পেলে? নতুবা পথ ছাড়ব না।" কিঙ্করের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘোমটার ভিতরে স্ত্রীলোকটির উজ্জ্বল চক্ষু দুটি দেখিতে পাইয়াই চিনিতে পারিল যে এ কেবলার মা ব্যতীত আর কেহই নহে। অমনি ঘোমটা তুলিয়া বলিল "কেবলার মা, একাণ্ড কেন?" কেবলার মাও ঘোমটা ভালরূপ গুটাইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলিল "দেখ কিঙ্কর, আমার সঙ্গে এরূপ দুর্ব্ব্যবহার কর্‌ছ কেন? পথ ছেড়ে দেও নতুবা আমি মা ঠাকুরণদের ও কর্ত্তাকে বলে তোমাকে সাজা দিব।"

কিঙ্কর। দোষ করেছ তুমি আর উল্‌টে ধমকাচ্ছ আমাকে? দধি চুরি করেছ তুমি, আমি তোমার চুরি ধরেছি এই আমার অপরাধ? আচ্ছা আমি কর্ত্তাকে বলে ভালরূপ সাজা দিচ্ছি।

দূর হইতে কর্ত্তা শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় এ গোলমাল দেখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কর্ত্তাকে আসিতে দেখিয়া দূরে থাকিতেই কেবলার মা দধির হাড়ী মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দধি কতক তাহার নিজের পায় কতক কিঙ্করের পায়ের উপর এবং বাকি দধি মাটির উপর ছড়াইয়া পড়িল। কর্ত্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ রে কিঙ্কর, এ গোলমাল কিসের জন্য?"

কিঙ্কর উত্তর করিবার পূর্ব্বেই কেবলার মা চক্ষের জলে ভাসিয়া ক্রন্দন কণ্ঠে বলিল—

"দেখুন বাবু, আমি ও ঘরে মেয়ে ছেলেদের দধি দিতে যাচ্ছিলুম আর এই কিঙ্কর আমাকে পথে অশ্লীল কথা বল্‌ছিল। হা আমার অদৃষ্ট, আমার কেবলা থাক্‌লে কি আমি পেটের দায়ে এ অধম চাকুরি কর্‌তে আসি?

কিঙ্কর। দেখুন, এ ঘোমটা দিয়ে দধির হাঁড়ী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল আমি উহাকে ধরায় দধির হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ও ঘরে দধি দিতে কি এ রাস্তায় যেতে হয়? ইনি এখন ধরা পড়েছেন আর চক্ষের জলে মাটি ভেজাচ্ছেন, এত ন্যাকামীও জানেন। একটু কিছু হলেই সকল সময়ই কেবলার দোহাই যেন কেবলা বেঁচে থাক্‌লে ওকে সে স্বর্গে রাখ্‌ত। কেবলা ত ৩।৪ বৎসরের সময় মরেছে, বেঁচে থাকলেই যে একে খাওয়াতে পরাতে পারত বা খাওয়াত পরাত তারই বা ঠিক কি?

শ্যামলাল বুঝিলেন, যে কেবলার মা বাস্তবিকই দধি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল আর কিঙ্কর তাকে পথে ধরেছে। কিঙ্করের চরিত্র তিনি ভালরূপই জানিতেন। তিনি বলিলেন, "এ শুভকাজের দিনে এ সব গোলমাল ভাল নহে। যা, কিঙ্কর তোর নিজের কাজে চলে যা। যাও কেবলার মা কাজে যাও, এ বিষয় আমি পরে দেখ্‌ব।"

কিঙ্কর স্বকার্য্যে চলিয়া গেল আর কেবলার মাও চখের জল মুছিতে মুছিতে ও নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিজ কাজে চলিয়া যাইতেছিল পথে জগদম্বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি তাহার পাদদেশের সর্ব্বত্র দধি লিপ্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হাঁ গা, কেবলার মা, তোমার পা দধিমাখা কেন?"

কেবলার মার তখন নিজ মূর্ত্তি, যেন কিছুই বিশেষ ঘটে নাই; বলিল "ও ঘরে দধি দিতে যাচ্ছিলুম আর দধির হাঁড়ী হাত থেকে হঠাৎ পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় দধি কতক পায়ের উপরও পড়েছে আর বাকিটা মাটীতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

জগদম্বা ঠাকুরাণী। তুমি ত এত অসাবধান নও, কেন এমন হল। যাও, হাত পা ভালকরে ধুয়ে মুছে ফেল।

কেবলার মা। তাড়াতাড়িতে হঠাৎ হয়ে গেছে।

যাহা হউক কেবলার মা নিষ্কৃতি পাইয়া নিজ কাজে চলিয়া গেল। তাহার আনন্দের ভিতর একটু বিষাদ ঘটিল।

এ উৎসব ব্যাপারে এয়োগণের ও বালক বালিকাগণের আনন্দ অপার ও অবর্ণনীয়।

এয়োগণের বিশেষ আনন্দ এই যে তাহারা কদাচিৎ এইরূপ উৎসব ব্যাপারে যোগদান করার সুবিধা পায়। কোন সুন্দরী যুবতী বারানসী সাড়ী পরিয়া বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নিমন্ত্রণ বাটীর এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে মনের আনন্দে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে এবং সঙ্গিনী অপরা রমণী সহ বিবিধ কৌতুকপূর্ণ আলাপন করিতেছে, কোন কৃশাঙ্গী যুবতী দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অর্থ গৌরব প্রদর্শনজনিত বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, কোন বর্ষিয়সী রমণী ছেলে কোলে করিয়া বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছেলেকে মধুর সানাই ও ফ্লুট সংযুক্ত মঙ্গল বাদ্য শ্রবণ করাইয়া বিপুল আমোদ উপভোগ করিতেছে. কোন বৃদ্ধারমণী অর্দ্ধস্খলিত বসনে গবাক্ষে দাড়াইয়া লোকশোভা ও শুভ উপবীত ক্রিয়া দর্শনে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছে, অথচ বামহস্তে স্বীয় স্খলিত কটিবসন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কৌতুহল পূর্ণ বামাগণের মুখরাজি শতদলের ন্যায় গবাক্ষে শোভা পাইতেছিল এবং তাহাদের চঞ্চল সুনীল কৃষ্ণতার নেত্ররাশি বিপুল আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া অলিদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে কোন যুবতী রমণী আনন্দে হাস্য করিতেছে, তাহার রক্তাভ গণ্ডদেশ খাত হইয়া দিব্য শোভা প্রদর্শন করিতেছে আর লম্পট চরিত্রা কুলটা যুবতী রমণীগণ তাহাদের স্বীয় স্বীয় নাগরকে দেখিতে পাইয়া সানন্দ হৃদয়ে

সহাস্য কটাক্ষপূর্ণ বদনে শ্রীফলসন্নিভ পীনোন্নত পয়োধর শোভিত বক্ষ বিস্তৃত করিয়া স্বকীয় রূপ শোভা প্রদর্শন করিতেছে এবং কটাক্ষ ঈঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, নাগরগণও সতৃষ্ণ অতৃপ্তনয়নে তৎপ্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। দিব্য বসন ভূষণে ভূষিত অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ মরাল গমনে সলাজনয়নে এখানে সেখানে উকি ঝুকি মারিয়া বিবিধ শোভা সন্দর্শনজনিত বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। কোন বৃদ্ধা রমণী হরিনামের মালা হস্তে অপরা বৃদ্ধা রমণীসহ গ্রামস্থ গৃহস্থাদির সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া আনন্দ পাইতেছে অথচ হরিনামের মালা ঘুরাইতেছে।

নিমন্ত্রিত যুবকগণ কোথাও তাস খেলায় মত্ত রহিয়াছে কোথাও কোন কোন যুবকগণ এখানে সেখানে ঘুরা ফিরি করিতেছে এবং বিবিধ কৌতুকপূর্ণ কথায় আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেছে। প্রৌঢ়গণ মধ্যে কেহ কেহ পাশা খেলায় মত্ত, কেহ কেহ দাবা খেলার কিস্তিমাতে বিশেষ আনন্দিত, কেহ কেহ তদ্দর্শনজনিত আমোদে আমোদিত। পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ মধ্যে কেহ কেহ ঘোর শাস্ত্রতর্কজনিত আনন্দে বিভোর, কেহ কেহ নাকে নস্য দিয়া ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শনে আনন্দিত। সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে কেহ কেহ বৈষয়িক কথোপকথনের বিবিধ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, নিন্দুক নিন্দা করিয়া আমোদ পাইতেছে, খোসামুদে

প্রসংশা করিয়া সুখভোগ করিতেছে এবং উদার প্রকৃতির লোক সর্ব্ব কথায় সম্মতি দিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। বাদ্যপ্রিয় ব্যক্তি উদ্‌গ্রীব হইয়া সুমধুর বাদ্য শ্রবণে তৃপ্ত হইতেছে আর পেটুক ব্যক্তি সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন, ডাল, মাংস, পোলাও, কেলে, কোর্ম্মা ও বিবিধ মিষ্টি সামগ্রী আহারে পরম পরিতোষ লাভ করিতেছে আর পেট রোগা ব্যক্তিগণও সামান্য রূপ আহার করিলেও ঘন ঘন উদ্‌গার দিয়া শান্তি লাভ করিতেছে এবং সুহৃদ ও লোক সমাগম জনিত আনন্দ অনুভব করিতেছে। দীন দরিদ্র প্রার্থী ভিক্ষুক অনাহূত রবাহূত মালাকর বাদ্যকর প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ আনন্দ, সকলেই পেট ভরিয়া খাইতেছে এবং আশানুরূপ অর্থ পাইতেছে। বাড়ীর কর্ত্তা শ্যামলাল, তাহার বৃদ্ধা মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণী ও গৃহিণী রাজলক্ষ্মী দেবীর আনন্দ অবর্ণনীয়। যদিও তাঁহারা সকলেই সদাই কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত কিন্তু সেই ব্যস্ততার মধ্যে মূহুর্ত্তে মূহুর্ত্তে তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় বিবিধ রূপ আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

এ হেন আনন্দের দিনে আনন্দপূর্ণ জনসমাগমে আনন্দময় বাড়ীতে প্রাঙ্গনের এক কোণে নিরানন্দ বদনে, বিষণ্ণ হৃদয়ে, ম্লান মুখ কান্তিতে আর এক ব্যক্তি বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে? আর মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অশ্রুবারি মোচন করিতেছে। এব্যক্তি আর কেহ নহে, ছেলে হারা রামতারণ ঘোষ। রামতারণ ঘোষ দারশূন্য, এক মাত্র ছেলে ভবতারণই তাহার অঙ্কেরমণি ও হৃদয়ের

আলোস্বরূপ ছিল। সে বার বছরের ছেলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আনন্দের দিনে স্বভাবতঃ এইরূপ দুঃখ বিদগ্ধ রামতারণ ঘোষের শোকোচ্ছাস উচ্ছসিত হইয়াছে, সে মনে করিতেছে তাহার বালক ছেলে এ আনন্দস্থলে উপস্থিত থাকিলে কতই না জানি আনন্দ উপভোগ করিত। কানাই বলাইর সঙ্গে তাহার বড়ই সদ্ভাব ছিল, তাহারা সকলেই সমবয়সী এবং খেলার সাথী ছিল। কানাই বলাইর আজ এক অভূতপূর্ব্ব নব জীবন লাভ জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আর তাহাদের প্রিয়সাথী ভবতারণ কি ভাবে কি দুঃখে কষ্টে কোথায় সময় কাটাইতেছে কে বলিতে পারে? ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামতারণ ঘোষের দুঃখ ক্লিষ্ট হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

সেই সময় নিতাই ঠাকুর আসিয়া শান্তিদাতা দেবতার ন্যায় রামতারণ ঘোষের সম্মুখীন হইয়া গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কিহে তারণ, এত বিষণ্ণ চিত্তে কি ভাব্‌ছ? ছেলের জন্য একেবারে আত্মহারা হইও না, আমিও ত তোমার ন্যায় একমাত্র ছেলে হারিয়েছি, তবুওত সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতেছি না, তোমার ন্যায় বিরস বদনে বসিয়া ভাবিতেছি না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছ ভালই করেছ, এখন সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, নীরবে একস্থলে বসিয়া ভাবা কর্ত্তব্য বিরুদ্ধ সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ।"

রামতারণ ঘোষ উঠিয়া দাড়াইয়া ভক্তিভরে নিতাই ঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল "না ভাব্‌ছি আর কই কি আর ভাব্‌ব?

উপযুক্ত দর্শনী দিয়া পুলিসে এত্‌লা দিলাম অথচ ছেলে মিলিল না। ইহা কি কম দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ? ইহা কি আমার দুর্ভাগ্য নহে? ক্ষমতাশালী এই ইংরেজ রাজত্বেও কোন অরাজকতা নাই, কোন দোষীর বিনাশাসনে অব্যাহতি নাই, তবে আমার অদৃষ্টে কেন এমন হইল?"

নিতাই ঠাকুর। আমার অদৃস্টেও ত সেইরূপ ঘটেছে আমিত কিছুমাত্র আপশোষ করি না, ইহাতে লাভ নাই কেননা এ সমস্ত দৈবাধীন বা বিধাতার বিধান। তুমি মুখে বলছ কিছু ভাবছ না অথচ তোমার আকৃতি ও ভাবদৃস্টে বুঝা যাচ্ছে তুমি নিরুদ্দিস্ট ছেলের ভাবনায় আকুল। এ সব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সংসারের কর্ত্তব্য করে যাও দেখিবে তাহাতেই ধর্ম্ম শান্তি ও চির সুখ।

রামতারণ। আজ্ঞে আর কার জন্য সংসারের কাজ কর্‌ব? যার জন্য এ পর্য্যন্ত করিতাম সেত চলেই গেল তবে আর কেন? একলা নিজের পেটটি, এক খানে পড়ে থাকলেও চলে যাবে।

তাহাদের এরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় বহুলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত কেননা প্রায় সকলেই রামতারণের ছেলে হারান বিষয়ে কিছু শুনিবার ও জানিবার জন্য উৎসুক ছিল।

নিতাই ঠাকুর। কার জন্য সংসারের কাজ করবে বলছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁর জন্য কাজ কর্‌বে, তাঁর জন্য সংসার কর্‌বে। তিনি তোমাকে এ সংসারে আনিয়াছেন তাঁর কাজের জন্য, তোমার নিজের কাজের জন্য নহে।

রামতারণ। সে কিরূপ? তাঁর আমি কি কাজ কর্ত্তে পারি?

নিতাই ঠাকুর। তাঁর কাজের জন্যই তোমার আমার সকলের সৃষ্টি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মানি ময়ি সংণ্টস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তে উপাসতে
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তী মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ॥৬॥

ভাগবৎগীতা ২১ অধ্যায়।

"মৎপর আমাতে যারা সর্ব্ব কর্ম্ম করি দান।
অনন্ত যোগেতে করে মম উপাসনা ধ্যান,
আমাতে অর্পণচিত্ত, তাহাদের করি পার
অচিরেতে মৃত্যু যুক্ত সংসারের পারাবার ॥"

৺ নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ।

স্বয়ং মা ভগবতীও বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজু হোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বা সমর্পণং কৃত্বা মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৩৬ ॥

ভগবতী গীতা।

"কর্ম্মানুষ্ঠান, ভোজন, হোমদান সমুদয় কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে।"

কবিপ্রধান কালিদাসও তাহার রঘুবংশে ভগবান বিষ্ণুর স্তোত্রে সেইরূপ ধ্বনি দিয়াছেন যথা —

"ত্ব য্যো বেশিতং চিত্তানং তৎসমর্পিত কর্ম্মণ।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণাম ভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে॥ ২৩

রঘুবংশ দশম স্বর্গ।

"বিষয়-বিরাগ-মতি যেই যতিগণ
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়
সর্ব্ব কর্ম্ম তব প্রতি করে সমর্পণ
মোক্ষ পায় তারা তোমার কৃপায়॥"

৺ নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

আর শিবগীতায়ও তাহাই আছে—

"কোটি জন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবেভক্তি প্রজায়তে
ইষ্টা পূর্ত্তাদি কর্ম্মাণি তেনাচরতি মানবঃ॥ ১৬॥
শিবার্পণধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি॥ ১৭॥

শিবগীতা।

কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে শিব ভক্তির উদয় হয় এই জন্যই দেবী সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তই শিবকে অর্পণ করিতেছি "এই জ্ঞানে যথাবিধি ইষ্টপূজাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।"

এ সব বাক্যের অর্থ কি? অর্থ এই, ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে আমাদের সাংসারিক কর্ত্তব্য কাজ করিতে

পারিলেই আমাদের মুক্তি তাহা না পারিলে জন্ম জন্মান্তর লাভ ও তদানুসঙ্গিক অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের কাজের জন্যই আমাদের সৃষ্টি। যে নিষ্কাম ভাবে তাঁহার কার্য্য করিতে পারিবে তাহারই মুক্তি। তোমার আমার সকলেরই সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার অভিপ্রেত কোন না কোন কার্য্য করবার জন্য, যে তাহা নাপারিবে তাহার মুক্তি নাই। ছেলে মেয়ে সন্তানাদি নশ্বর অচিরস্থায়ী, একদিন লয়প্রাপ্ত হবেই, তাদের জন্য শোক কেন? কেবল যতদিন তাহারা এখানে আছে ততদিন তাহাদের প্রতি নিষ্কামভাবে নিয়মিত কর্ত্তব্য করিতে হইবে, যেই তাহারা চলিয়া যাইবে তৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজ ফুরাইবে সত্য কিন্তু অন্য কাজ রহিবে তাহা নিষ্কাম ভাবে করিয়া যাইতে হইবে। শান্তির জন্য মুক্তির জন্য তাহাই কর।

রামতারণ। কিন্তু সন্তানাদির লয়প্রাপ্তির কি সময় অসময় নাই? অসময়ে তাহাদের লয় প্রাপ্তি হইলে কি আমাদের দুঃখ কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নহে?

নিতাই ঠাকুর। কেন দুঃখ কষ্ট হইবে? মনে কর তোমার আমার পক্ষে সন্তানের অসময় লয়প্রাপ্তিই ভগদ্বিধান।

রামতারণ। তা বটেইত। আচ্ছা আমার একটী প্রশ্ন, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উত্তর দেন তবে বড় সুখী হব।

নিতাই ঠাকুর। কি প্রশ্ন বল, যথোচিত উত্তর দিবার ক্ষমতা থাকিলে উত্তর দিব।

রামতারণ। আপনিত সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। আপনি জ্যোতিষ গণনা করিয়া বলিতে পারেন আমার ছেলে কোথায় কি ভাবে আছে, না তাহার মৃত্যু হইয়াছে?

নিতাই ঠাকুর। তুমি এ বিষয়ে আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি না জানি না তবে যে দিন তোমার ছেলে হারানের কথা শুনিয়াছি তাহার ৭।৮ দিন পর পর্য্যন্ত ও যখন শুনিলাম তোমার ছেলে পাওয়া যায় নাই তখন উপযুক্ত সময়ে খড়ি পাতিয়া গণনায় যাহা জানিয়াছি তাহাই বলিতেছি:-শুন। তোমার ছেলে সাগরের অপর পারস্থ কোন দ্বীপের ভিতর ভূগর্ভে নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছে, কোনও মনুষ্যদ্বারা তথায় নীত হইয়াছে, আমার ছেলেও তথায় আছে তাহাদের উভয়কে ৫।৭ বৎসর পরে অন্যের সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই উভয়েই দীর্ঘায়ু।

রামতারণ (সানন্দে) তবে আমার ছেলে বেচে আছেত তাহার জীবনের কোন ভয় নাই তাহাকে ফিরে পাওয়া যাবে, কিন্তু কথাটা কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মাটীর নীচে কি মানুষের বেচে থাকা সম্ভব?

নিতাই ঠাকুর। এ সংসারে অসম্ভব কি আছে, কি হতে পারে রামতারণ? আজ আমরা যাহা অসম্ভব মনে করি দুদিন পরে দেখিতে বা জানিতে পারবে ভগবানের কৃপায় তাহা ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

রামতারণ। তা বটেইত ভগবানের লীলা বোঝা ভার।

শ্রোতাগণ মধ্যে অনেকেই মনে ভাবিল নিতাই ঠাকুর ও রামতারণ উভয় ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে মাটীর নীচে মানুষ বেঁচে থাকাই অসম্ভব। দুজনের ছেলে ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে অথচ উভয় এক জায়গায় আছে আবার উভয়কে ৫।৭ বৎসর পরে ফিরে পাওয়া যাবে এও কি সম্ভব? আর কেহ কেহ অর্দ্ধ সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবিল এরূপ ঘটনা হলেও হতে পারে। যাহা হউক রামতারণ ঘোষ কথঞ্চিৎ হর্ষ মনে আহারাদি করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেল। উৎসব নিমন্ত্রণ ফুরাইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ শ্যামলাল চাটুয্যের, তাহার মাতা ও গৃহিনীর বদান্যতা ও অমায়িকতার বিবিধরূপ প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টমনে স্বগৃহে প্রত্যবর্ত্তন করিল।

নিতাই ঠাকুর কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক স্বগৃহে যাইবার উপক্রম করিলেন। সদা চাকর অতি ব্যস্ততার সহিত বলিল "বাবা ঠাকুর এ উৎসবে এত জিনিষ পেয়েছ এ সব জিনিষ আমি একা নেব কি করে।

নিতাই ঠাকুর। ও সব থাক। শ্যামলাল মুটে দিয়ে সমস্ত জিনিষই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবে।

সদা। সন্দেশের হাড়িটা আমি নিয়ে যাব না, কি জানি সন্দেশ কেহ খেয়ে ফেলে।

নিতাই ঠাকুর। [একটু হাসিয়া] তা তুই না হয় নিজেই সন্দেশের হাড়িটা নিয়ে চল্।

সদা। (আনন্দে) তাই করি।

এই বলিয়া প্রকাণ্ড সন্দেশের হাঁড়ী মস্তকে করিয়া সদা নিতাই ঠাকুরের পেছনে পেছনে চলিতে লাগিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, সন্ধ্যার ঈষৎ আঁধার আসিয়া জগৎ আবৃত করিয়াছে। পথে যাইতে যাইতে সদা চাকরের দক্ষিণ পদে আঘাত লাগায় সে পড়িয়া গেলে সমস্ত সন্দেশ ভূমিতে গড়াইতে লাগিল। নিতাই ঠাকুর চমকিত চিত্তে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রে, কি হল রে"?

সদা। (ক্রন্দন করিয়া) বাবা ঠাকুর, পড়ে গিয়েছি, আহা সন্দেশ সব নষ্ট হল, কি হবে বাবা ঠাকুর।

এই বলিয়া হাতের কাছে দুই একটি সন্দেশের টুক্‌রা যাহা পাইল তাহা গলাধঃকরণ করিল এবং ক্রন্দনস্বরে বলিতে লাগিল "হা সন্দেশ, বাবা ঠাকুর কি হবে?"

নিতাই ঠাকুর শিবচিন্তায় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন তাই তিনি প্রথম সন্দেশের পতন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন "থাক্ ও সন্দেশ তোকে স্বর্গে নিবেনা, যা হবার তা হয়েছে তুই চলে আয়, আমি শ্যামলালকে বলে আর এক হাঁড়ী সন্দেশ এনে দেব। তখন সদানন্দ "হা সন্দেশ, কি হবে বাবা ঠাকুর" এরূপ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিতাই ঠাকুরের অনুগমন করিতে লাগিল।

# প্রথম খণ্ড।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### ঘোষেরবাড়ী।

মলয় পুরের ঘোষেরা পূর্ব্বে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, বাড়ীতে বহুলোক ছিল, বিষয় বৈভবও যথেষ্ট ছিল, এখন প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই নাই। বহু লোকের মধ্যে রামতারণ ঘোষ একমাত্র বংশধর বর্ত্তমান। ঘোষের বাড়ীর অধিকাংশ জমি জমা ও তালুক ইত্যাদি নিলাম হইয়া গিয়াছে এখন যাহা কিছু আছে তাহার বাৎসরিক আয় হাজার বারশত টাকা হইবে। তাহাতে সাংসারিক খরচ ও নিয়মিত দেবার্চ্চনাদির খরচ হইয়া যৎসামান্য উদ্বৃত্ত হইত। সেকালে সমস্তই সস্তা ছিল, আজ কাল সমস্তই অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য প্রায় তাহার ৭।৮ গুণ দাম, বিশেষ ঘোষ পরিবারের লোক সংখ্যা তখন অধিক ছিলনা কাজেই খরচও কম ছিল। রামতারণ ঘোষের স্ত্রী, পুত্র ভবতারণকে প্রসব করিয়া দারুণ সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন। তখন হাওয়া পরিবর্ত্তনের বড় প্রথা ছিলনা বিশেষ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়াও তত সহজ ছিলনা। সেকালের

লোক সাধারণতঃ ভগবৎ বিধানের উপর অধিক নির্ভর করিত। তথাপি রামতারণ ঘোষ প্রথমে ডাক্তার পরে প্রসিদ্ধ কবিরাজ দ্বারা স্ত্রীর চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় করিল কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না; ৩।৪ বৎসর রোগ যন্ত্রণা ভোগিয়া তাহার স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। সুতরাং তাহার মৃত্যুকালে পুত্র ভবতারণের মাত্র ৩।৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। রামতারণ ঘোষ কতকটা সাত্বিক ও শান্ত প্রকৃতির লোক, বয়স ৩৪।৩৫ হইলেও চরিত্রে গাম্ভির্য্য রহিয়াছে কিন্তু এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক বা পূজা অর্চ্চনাদির ধার ধারে না। সে কিছু বৈষয়িক লোক। স্ত্রীবিয়োগের পর আর দারপরিগ্রহ করে নাই তাহার কারণ এই যে তাহাদের সম্পত্তির আয় সামান্য, আবার বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিলে সম্পত্তির আয়দ্বারা সাংসারিক নিয়মিত খরচ কুলাইবে না বংশ রক্ষার হেতু ভবতারণই ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। রামতারণ ঘোষের এমন যোগ্যতা নাই যে, সে চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। বিশেষ ইংরাজী জানিতনা। রাজভাষা ইংরাজী না জানায় তাহার চাকুরীরও কোন সুবিধা হয় নাই। জমিদারের সরকারে বা ব্যবসায়ীর ঘরে সামান্য বেতনের চাকুরী সে একেবারেই পছন্দ করিতনা। বিশেষ সংসারে সে একা মানুষ, চাকুরী করিতে গেলে তাহার সামান্য বিষয় সম্পত্তি টুকু কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? এই সব কারণে সে কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাহার সংসারে সে, তাহার স্ত্রী, এক বৃদ্ধা পিসি নাম নয়নতারা, পুত্র ভবতারণ ও চাকর রামমোহন ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। রামমোহন বৃদ্ধ, পঞ্চাশের অধিক বয়স, নিকটেই বাড়ী, সে এই বাড়ীতে কাজ করিয়া নিজের গৃহস্থালীরও তত্ত্বাবধান করে সুতরাং এ বাড়ীর উপর তাহার অধিক টান নাই। নয়নতারার বয়সও ৫০ পঞ্চাশের অধিক হইবে। সুতরাং তাহার দ্বারা সমস্ত পাককার্য্য চলিয়া উঠেনা। সে পুনঃ পুনঃ রামতারণের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহাকে দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও রামতারণ তাহা করে নাই সুতরাং পাক ক্রিয়ার জন্য কৃষ্ণকান্ত নামক একটি পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে হইয়াছে।

রামতারণ শ্যামলাল চাটুয্যের বাড়ী হইতে কথঞ্চিৎ শান্তহৃদয়ে স্বীয় বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সত্য কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "এও কি সম্ভব? মাটীর নীচে কি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? যদি তাই প্রকৃত হয় তবে যাহারা আমাদের ছেলে চুরি করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পাতাল পুরীর দানব লোক। তাদের হাত হ'তে কি ছেলে উদ্ধার করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্য? নিতাই ঠাকুর বোধহয় এরূপ অন্ধবিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া সংসারে কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। আমি সেরূপ করিনা কেন? ছেলে পাওয়া যাক্ আর না যাক্ আমি সংসারের কাজ করে যাই। নিতাই ঠাকুর যে বলিয়াছেন, ভগবান আমাদিগকে

সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার কাজ করার জন্য তাহাই বোধহয় সত্য, তার মনের মত কাজ যথাসাধ্য করে যাই তিনি যে বিধান করিবেন তাহাই হবে। যে কয়দিন বেঁচে থাকি তাঁর কাজেই কাল কাটিয়ে দেই। এখন আর ছেলে নাই অর্থ লিপ্সা নাই। অর্থ সঞ্চয় কর্‌ব কার জন্য ? অর্থ ভগবানের কাজেই লাগাই। ভগবান আবার ছেলে যদি ফিরিয়ে দেন তিনিই তার জীবন যাত্রার উপায় কর্‌বেন বা করাবেন। ছেলে নিজেই হয়ত ভগবানের কৃপায় স্বীয় জীবনযাত্রার সংস্থান কর্‌চে।”

সেদিন রাত্রিতে রামতারণের গভীর শান্তিপূর্ণ নিদ্রা হইল। ছেলে হারার পর হইতে এরূপ অনাবিল নিদ্রা-সুখ আর কপালে ঘটে নাই। সে প্রত্যুষে শান্তচিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রামতারণ জমা খরচ প্রজাদের আদায় তহশীলের কাগজ ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন এরূপ সময় হঠাৎ চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহাদের গ্রামের গোলক মণ্ডল ম্লানমুখে তাহার বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তা দিয়া যাইতেছে সঙ্গে জমিদারের পাইক। সে মনে করিল গোলক নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র রাখিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কিরে গোলক, কি হয়েছে, কোথা যাচ্ছিস ?

গোলক। আজ্ঞে কর্ত্তা, খাজানা বাকীর জন্য এই জমিদারের পাইক ধরে নিয়ে যাচ্ছে, বলে মজুর খাটিয়ে খাজনা আদায় কর্‌বে।

পাইক। দেখুন ত মশায় এই তিন বছরের খাজনা বাকী অথচ কিছুই দেবেনা। সব প্রজা এরূপ কর্‌লে জমিদারের সদর খাজনা চালানইত ভার, তার উপরত জমিদারের সরকারে কত রকম কত খরচ রয়েছে। আমি বলি কি অন্ততঃ কিছু খাজনা দে, বেটা এমন বদমায়েস কিছুই দেবেনা। শেষে আমি এরূপ পর্য্যন্ত বল্লেম যে না হয় আমাকে কিছু বক্‌শিস্ দে আমি গিয়ে তহশিলদারকে বলি যে গোলককে বাড়ী পাওয়া গেলনা। তাহলে হয়ত এখন এড়াতে পারত, তাও কর্‌বেনা। কি করি আমার কাজ আমাকে কর্‌তেই হবে।

গোলক। দেখুনত কর্ত্তা, ধান, পাট না উঠ্‌লে জমিদারের খাজনাই বা দেই কি করে ওকেই বা কিছু বক্‌শিস দেই কি করে? তিল, সরষে কি অন্য ফসলত এবার মারাই গিয়েছে।

রামতারণ। তিন বছরের খাজনা বাকী। হাল সন বাদ আগের দু সনের খাজনা দিস্ নাই কেন?

গোলক। আজ্ঞে, হালসনের আগের সনেত ঘোর আকাল গিয়েছে। ধারে কর্জ্জে হাওলাতে বরাতে ছেলে মেয়ে পরিবারদের খাইয়ে রাখা গিয়েছিল, এ বছর জমি হ'তে কিছু ফসল পাওয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু গত বছরের ধার কর্জ্জ, হাওলাত বরাত

এ বৎসর শোধ দিতে হয়েছে। পাওনাদারের যে তাগাদা, তার উপর সংসারের খরচ রয়েছে। সেরূপ তৃতীয় সনে কিছু পাওয়া গিয়াছিল তাহা তাহার আগের সনের আকালের গতিকে খরচ হয়ে গিয়েছে।

পাইক। ও সব বদমায়েসী কথা রেখে দাও বাপু। নাখেয়ে আগে জমিদারের খাজানা দিতে হয় তারপর অন্য কাজ অন্য খরচ। ইচ্ছা করে খাজানা দিবেনা, তার আমরা কি করব বল।

রামতারণ। এ ভাবে চল্লেত কোন দিনই জমিদারের খাজনা দিতে পারবিনা লাঞ্ছনা ভুগতে হবে, জমি জমা সব নিলেম হয়ে যাবে।

গোলক। আজ্ঞে যেরূপ দিন কাল, কি করি। বড় ছেলে রামচরণ একটু সেয়ানা হয়েছে মজুরী করে দুপয়সা আনতে পারছে সামনের সন হতে যদি একটু সুবিধা হতে পারে আশা করি।

রামতারণ। তোর বৎসর কত টাকা খাজানা দিতে হয়?

গোলক। আজ্ঞে সন সন পাঁচ টাকা খাজানা তার উপর সেস, ক্ষতি, খরচ। এখন বোধহয় মোট পচিশ টাকা হলেই জমিদারের দাবী সমস্ত চুকাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু টাকা কোথা পাব?

রামতারণ। আচ্ছা আমি সব টাকাই দিয়েদিচ্ছি, তোর যখন সুবিধা হয় শোধ করিস্।

রামতারণ এই বলিয়া ঘর হইতে ২৫৲ পচিশটি টাকা আনিয়া দিল। জমিদারের পাইক তহশীলদারের দস্তখতি শিলমোহর করা দাখিলা কাটিয়া দিল এবং তাহার নিজ প্রাপ্য বকশিশও বুঝিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল "গোলক বেটা সুদখোড়ের পাল্লায় পড়েছে, বেটাকে চুষে খাবে।"

গোলক মণ্ডল ত হাতে আকাশ পাইল, সে আহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিল "আজ্ঞে কর্ত্তা আপনার ধার আমার সকল দিন মনে থাকবে। টাকাটা কবে দিতে হবে, সুদ কি দিতে হবে, কি দলিল লিখে দিতে হবে?"

রামতারণ। কোন দলিল লিখে দিতে হবেনা কোন সুদ টুদ চাইনা, ধান পাট উঠলে যখন সুবিধা হয় টাকাটা দিয়ে দিস্।

গোলক অবাক্ হইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে রামতারণ ঘোষের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে ভাবিল "কিছু কুমতলব আছে কি? তাহা বোধহয় না। ঘোষ মশায় ছেলে হারা হয়ে টাকা পয়সার মায়া ছেড়ে দিয়েছে, এম্নিই পরের উপকার কচ্ছে।"

সে এই মনে করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাভরে রামতারণ ঘোষকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "আজ্ঞে কর্ত্তা, তবে এখন আসি" এই বলিয়া ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞহৃদয়ে সদানন্দচিত্তে তথা হইতে স্বগৃহে চলিয়া গেল। রামতারণও তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল। জীবনের মধ্যে রামতারণ ঘোষের

এই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত পরোপকার। ইহার সুফল ইহজন্মেই পরে বুঝিতে পারিবে ; সৎকর্ম্মের সুফল যে পরলোকে হয় তাহা নহে. ইহলোকেই কতক সুফল মিলে। রামতারণ ঘোষ তৎপর গৃহে যাইয়া পুনরায় খাতা পত্র দেখিতেছে এরূপ সময় নিতাই ঠাকুরের ভৃত্য সদানন্দ হেলিতে দুলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায়ই সে ঘোষের বাড়ী আসিয়া বিবিধ কথা বার্ত্তায় সময় কাটাইত তাই আজও আসিয়াছে, কিন্তু আজ মনে বড় গ্লানি, মুখ চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ ; তখন বেলা প্রায় ৪।৬ দণ্ড হইবে। রামতারণ ঘোষ তাহাকে দেখিয়া বসিতে বলিয়া তাহার মুখ দেখিয়া বলিল "কিরে সদা, তোকে এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন ? কাল্‌কার নিমন্ত্রণ খেয়ে অসুখ করেছে বুঝি ?

মেজে একখানা মাদুর পাতা ছিল। রামতারণ ঘোষ চৌকির উপর বসিয়া কাজ করিতেছিল সদানন্দ মাদুরের উপর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসিয়া বলিল "আজ্ঞে না, শরীরে কোন অসুখ করে নাই মনে অসুখ করেছে"।

রামতারণ। তোর আবার মনে কি অসুখ হতে পারে রে ? বিয়ে কর্‌লি না ছেলে পিলে নাই, তোর আবার মনে কি অসুখ হবে ?

সদা। শ্যামলাল ঠাকুরের নিমন্ত্রণ বাড়ী হতে কাল এক হাঁড়ী সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছিলুম পথে আমি পড়ে যাই সন্দেশের হাঁড়ী ভেঙ্গে চুরমার, সন্দেশগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। আমি ত সন্দেশ সন্দেশ করে কেঁদে ফেল্লুম।

রামতারণ। তা সামান্য সন্দেশের জন্য কি এত কাঁদতে হয়? বড় ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের বাড়ী আছিস্, হামেসা উৎসব বা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কত ভাল ভাল সন্দেশ তোদের বাড়ীতে আসে, আর সামান্য পয়সায় বাজার হতেও ত কত সন্দেশ আনা যেতে পারে। সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হয় আচ্ছা আমি বাজার হতে সন্দেশ আনিয়ে দিচ্ছি।

সদানন্দ। থাক্, সন্দেশের আর দরকার নাই। বাবা ঠাকুর নিমন্ত্রণ বাড়ী হতে আজ আর এক হাড়ী সন্দেশ আনিয়ে দিবেন। কিন্তু বাবা ঠাকুরের একটিক থা আমার মনে বড় লেগেছে সে কথাটি কাল বাড়ীতে গিয়ে খেয়াল হল। সে কথাটি সারারাত্রি মনের ভিতর তোলপাড় করল কাজেই সারারাত্রি জেগেই কাটিয়েছিলুম।

রামতারণ। সে কথাটা কি?

সদা। যখন সন্দেশগুলি পড়ে গেল আমি সন্দেশ বলে কাঁদতে লাগলুম তখন বাবা ঠাকুর বল্লেন "সন্দেশ তোকে স্বর্গে নিবে?" কথাটা তখন বড় খেয়াল হয় নাই এক কাণ দিয়ে শুনলুম আর এক কাণ দিয়ে বের হয়ে গেল, সন্দেশের ঝোকই মনে রইল। বাড়ীতে যেয়ে রাত্রিতে শুয়েছি তখন সন্দেশের ঝোক একরূপ গিয়েছে কেননা বাবা ঠাকুর বলেছিলেন তিনি আর এক হাড়ী সন্দেশ আনিয়ে দেবেন, তখন ঘুরে ফিরে কেবল মনে আসতে লাগল সন্দেশ কি আমাকে স্বর্গে নেবে? সারা

রাত্রি ভেবে দেখলাম সন্দেশ ত আমাকে স্বর্গে নিতে পারে না। কি হলে স্বর্গে যাওয়া যায়, স্বর্গে ত কোন দিন কোন কষ্ট দুঃখ নাই ও হবে না। তাই এখন আমাকে সন্দেশের নেশা ছেড়ে স্বর্গের নেশায় ধরেছে। সারারাত্রি ঘুম হয় নাই বিছানায় উলট পালট করেছি। কি কর্‌লে স্বর্গে যেতে পারা যায়?

সদানন্দের নিকট এরূপ কথা শুনিয়া রামতারণের মুখ গম্ভীর হইল। সে ভাবিল সাধারণ মুর্খ ব্যক্তিও চির সুখ-শান্তিময় স্বর্গধামে যাইবার জন্য ব্যস্ত ও লালায়িত আর সে নিজে নশ্বর ছেলের জন্য উন্মত্ত হতে যাচ্ছিল। মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিয়ে বলিল "স্বর্গ ত সকলেরই পেতে চাওয়া উচিত কিন্তু সকলে স্বর্গ চায় কই, যে চায় সে পায় কই। অনেকে এম্নি মুর্খ ও অবোধ যে স্বর্গের নাম গন্ধ চায় না নরকের বা মর্ত্তের তুচ্ছ জিনিস নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ও ঘৃণিত বিষয়েই মগ্ন থাকতে ভালবাসে। তা তুই নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করিস্ কি কর্‌লে স্বর্গে যেতে পারা যায়। তিনি ত বড় পণ্ডিত লোক তিনি সহজে বলে দিতে পার্‌বেন কি কর্‌লে স্বর্গে যেতে পারা যায়।

সদা। আমি মুর্খ লোক, তাকে কি ও কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি? এই ত দেখে আস্‌লেম তিনি সন্ধ্যে আহ্নিক করে শিবপূজা কর্‌ছেন। তারপর টোলের ছাত্র নিয়ে বস্‌বেন তারপর সেই দুপুর বেলায় স্নান করে দুটী আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কত কি লিখবেন পড়বেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু হাটা চলা

করবেন, তার পব সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা আহ্নিক করে নিজে শিবের গান করবেন, মেয়েকে শিবের গান শিখাবেন তারপর কত কি শাস্ত্র পড়বেন পরে অনেক বেশী রাত্রে শুয়ে ঘুমাবেন। তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করব কোন সময় ?

রামতারণ। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে যেতে পারবেন, তাঁর মত কাজ কর্ তুইও স্বর্গে যেতে পারবি।

সদা। তাকি হয় ? আমি যে মুর্খ মানুষ আমি ত আর শিবপূজা কর্ত্তে পারব না। আমি স্বর্গে যাবার সোজা পথ চাই। বাবা ঠাকুর পণ্ডিত মানুষ তিনি পণ্ডিতের মত কত শাস্ত্রের কথা বলবেন সে সব কথা আমি বুঝব না। তুমি দাদা আমাকে সোজা পথ বলে দাও কি করলে স্বর্গে যেতে পারা যায়। তোমরা কি স্বর্গে যাবার সোজা পথ ধর নাই ? আমার মত মুর্খের জন্য কি সোজা পথ নাই ? আমাকে সোজা পথ বলে দিতে হবে; দাদা, তোমার পায় পড়ি নাহলে আমার দিন রাত্রি ঘুম হবে না।

রামতারণ দেখিল বড়ই বিপদ একটা কিছু বলে না দিলে সদানন্দ ছাড়বে না। নিতাই ঠাকুরের শিবপূজা শিবের গানের কথা মনে পড়িল। সে তাই বলিল "আচ্ছা একটি বিষয় বলে দিচ্ছি তাই ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত করিস তবেই মরণের পর স্বর্গে যেতে পারবি। সদা সর্ব্বদা শুইতে, উঠিতে, বসিতে ওঁ শিব বিশ্বেশ্বর মনে মনে, কখনও বা মুখে, কখন বা মনে ভক্তি, শ্রদ্ধার সহিত বল্‌বি তা হলেই মরণের পর স্বর্গে যেতে পারবি। শিবের

চেলাকে যমদূত কখন নরকে নিতে পাবে না। মুখে ও নাম বেশী বলিস না তা বললে লোকে পাগল বল্‌তে পারে। মনে মনেই বেশী বল্‌বি। সাবধান, আমি যে একথা বলে দিলাম তাহা কাহাকেও জানতে দিবি না জানালে ফল হবে না। খেতে হলে খাবি, শুতে হলে শুবি কিন্তু ও নাম কখনও ভুল্‌বি না।

কথাটা নিতান্ত সোজা নিয়ম বা পথও সোজা। কাজেই উহা সদানন্দের মনে বেশ লাগিল। সে বলিল "দাদা আমার বড়ই উপকার কর্‌লে আজ হতে তোমার কথা মত চল্‌ব। দেখি স্বর্গে যেতে পারি কি না?"

এইরূপ বলিয়া ওঁ শিব বিশ্বেশ্বর নাম জপিতে জপিতে সদানন্দ তথা হইতে হৃষ্ট মনে প্রস্থান করিল। বাড়ী গেলে পর নিতাই ঠাকুর বলিলেন—

"কাল এক হাড়ী সন্দেশ ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে কেঁদেছিলি আজ আর এক হাড়ী সন্দেশ এসেছে যে। এখন যত সন্দেশ খেতে ইচ্ছা যায়, খানা? সন্দেশ তোকে স্বর্গে নেবে না।"

"সন্দেশ তোকে স্বর্গে নিবে না "আবার সেই কথা এবার কথাটা যেন বজ্রের ন্যায় সদানন্দের কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল।

সে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল "যখন খেতে হয় খাব এখন খাব না।" এই বলিয়া মনে মনে ভক্তিভরে ওঁ শিব-বিশ্বেশ্বর নাম জপিতে লাগিল। নিতাই ঠাকুর বুঝিলেন

সদানন্দকে ঔষধে ধরিয়াছে, তাহার সন্দেশের উপর বীতস্পৃহা হয়েছে এবং চিত্তবৃত্তি ঊর্দ্ধগামী হইতে উদ্যত হইয়াছে।

সদানন্দের প্রস্থানের পর রামতারণ ঘোষের হিসাব পত্র দেখিতে বেলা অনেক বাড়িয়া গেল, স্নানাহারের সময় হইয়াছে। রামতারণ ঘোষ স্নানাহার পর একটু বিশ্রামার্থ শয়ন করিল বেশ শান্তিপ্রদ।নিদ্রাও হইল, প্রায় প্রহরেক বেলা থাকিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুনিতে পাইল ভিতর বাড়ীতে তাহার পিসী নয়নতারা অপর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ক্ষণ পরেই সে নিদ্রার অলসতা ভঙ্গ হইলে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল। তৎপর চাকর রামমোহনকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য রামমোহন তামাক সাজিয়া আনিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—

"গাইটা কোথায় বেঁধেছিস্, ঘাস পাচ্ছে ত ?"

রামমোহন প্রথমতঃ অবাক। ছেলে হারার পর অবধি রামতারণ ছেলের জন্য ও ছেলের খোজেই ব্যতিব্যস্ত, এখানে সেখানে ছেলে খুঁজিয়াছে আর বসে বসে ছেলের জন্য ভাবিয়াছে, সাংসারিক বিষয়ের খোজ খবর কিছুই রাখে নাই নেয় নাই। তাহার পালিত একটী গাভী আছে প্রায় দুই সের পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকে, তাহার খবরও ছেলেহারার পর অবধি এ পর্য্যন্ত

রামতারণ ঘোষ লয় নাই। ছেলে হারার পূর্ব্বে সব বিষয়েরই খবর লইত। ভৃত্য রামমোহন তাহার প্রভুর একটু সুপরিবর্ত্তন অদ্য সকাল হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ গাই সম্বন্ধের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়াছিল মাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া সে উত্তর করিল

"গাইটা হাড়গিলার মাঠের কাছে গাছ তলায় ছায়াতেই বেঁধিছি সেখানে ঘাস খাচ্ছে।"

হাড়গিলা মাঠের নাম শুনিয়াই রামতারণ শিহরিয়া উঠিল সেখান হইতেই তাহার একমাত্র ১২ বছরের ছেলে ভবতারণ নিরুদ্দেশ হয়। অমনি ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক পুত্রের বিষয় ভূলিতে চেষ্টা করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই বলিল

"গাই বাছুর সেখান হতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ীতে নিয়ে আসিস্।"

রামমোহন। আচ্ছা তাই করব। যেখানেই থাক না কেন প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গাই বাছুর বাড়ীতে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে স্বকাজে প্রস্থান করিল রামতারণ ধীরে ধীরে হুক্কায় তামাক টানিতে লাগিল আর ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার পিসিমাতা নয়নতারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাত্রে কি খাবে আজ ত পূর্ণিমার নিশি পালন।"

রামতারণ। কিছু খৈ আর দুধ ও চিনি আমার শোবার ঘরে রেখে দিবেন। তাই শোবার পূর্ব্বে খাব।

রামতারণ অমাবস্যা পূর্ণিমার নিশিপালন করিতেন একাদশীর উপবাস, রবিবারে একসন্ধ্যা ভাতে ভাত নিরামিশ আহার করিতেন। ইহাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই উপকার। রামতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ার ভিতর কার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?"

নয়নতারা। ওই আমাদের পাড়ার হাবার মা এসেছিল হাবার বড় অসুখ, সর্দ্দি, জ্বর. কাশি তাই বুকে মালিসের জন্য একটু পুরান ঘি নিয়ে গেল। এই হাবার মা নিতান্ত গরীব শূদ্রের বিধবা। সংসারে ৭।৮ বছরের ছেলে হাবাই তাহার একমাত্র সম্বল। ছেলের অসুখে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে পারে এরূপ সংগতি নাই। সে অন্যের ধান কুটিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

রামতারণের তামাক সেবন শেষ হইয়াছে, বেলাও পড়িয়া আসিয়াছে। সে হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল নয়নতারাও স্বকার্য্যে চলিয়া গেল, রামতারণ একটি পিরাণ গায় দিয়া চটিজুতা পায় দিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে একখানি যষ্ঠি হস্তে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বাহির হইল। সে কালের পিরাণ কিন্তু আজ কালকার সার্ট নহে তাহার হস্তে বোতাম নাই কেবল গলদেশে বোতাম।

রামতারণ ধীরে ধীরে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে হাবার মার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। হাবার মা ঘোষজাকে দেখিয়াই অবাক্ ও বিস্মিত। ঘোষজার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের

তাহার বাড়ীতে পদার্পণ কখনও হয় নাই। হাবার মা ঘোষজাকে বসিতে কি আসন দিবে তাহা ভাবিয়াই আকুল। "আসুন বসুন" এই বলিয়া একখানা জীর্ণ ক্ষুদ্র জলচৌকী ছিল তাহাই বসিতে দিল।

রামতারণ। (না বসিয়া) থাক্ থাক্ আমার বস্‌বার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই, তোমার ছেলে হাবার নাকি কি অসুখ হয়েছে?

হাবার মা। আজ্ঞে হা, এ তিন দিন যাবৎ সে জ্বর, কাশী, ও সর্দ্দিতে, বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

রামতারণ। কিরূপ জ্বর কাসী আমাকে দেখ্‌তে দেওত একবার।

হাবার মা ঘোষজাকে হাবার বিছানার নিকট লইয়া গেল। রামতারণ দেখিল হাবা জ্বরের গ্লানিতে বিছানার উপর ছট্ ফট্ করিতেছে এবং ঘন ঘন কাসিতেছে। রামতারণ রোগীর অবস্থাও সাধারণ রূপ একটু বুঝিত। সে বলিল "চিন্তা ক'রনা, শীঘ্রই সেরে যাবে। তোমার যখন যাহা দরকার হয় তাই আমাকে জানাইও।" এই বলিয়া সরকারি ডাক্তারখানায় গেল। সেখানে রোগীর অবস্থা শুনিয়া ডাক্তার বাবু একশিশি ঔষধ দিলেন। রামতারণ ঔষধ শিশি আনিয়া হাবার মার হস্তে দিয়া বলিল "ইহা তিন ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া তোমার ছেলেকে খাওয়াইও, এ ডাক্তার খানার ভাল ঔষধ এতেই ছেলে সেরে যাবে।"

হাবার মা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঘোষজাকে কি বলিতে কি বলিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইবে তাহা ঠিক পাইল না। গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি স্বরূপ তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। হাবার মা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত হাত পাতিয়া ঔষধের শিশিটী লইয়া কেবল মাত্র বলিল "আজ্ঞে আচ্ছা, এ ঔষধ নিয়ম মতই খাওয়াব।"

রামতারণ। ছেলে কিরূপ থাকে কাল আমাকে জানাইও। এই বলিয়া ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যাও আগত প্রায়

হাবার মার বয়স ২৫।২৬ হইবে, অল্পবয়সে বিধবা হইলেও চরিত্রটি সে ভালই রাখিয়াছে। তাহার প্রকৃতনাম যমুনা কিন্তু সকলে তাহাকে হাবার মা বলিয়াই ডাকে এবং হাবার মা বলিয়াই সে সাধারণের নিকট পরিচিত। হাবার মা রামতারণ ঘোষের উপরোক্ত রূপ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সদ্ব্যবহারের কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয় তৎপ্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া রহিল। রামতারণের পিসী মাতা নয়নতারার প্রতিও তাহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিল কেননা তাহার ধারণা হইল যে রামতারণ ঘোষ তাহার বৃদ্ধা পিসীমাতা নয়নতারাকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে।

রামতারণ ঘোষ বাড়ী ফিরিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল। সন্ধ্যা হইয়াছে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে দীপ জ্বলিয়াছে। রামতারণ

ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত দিন কি কি কাজ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিল যে, যে কাজ করা হইয়াছে তাহা ভগবানের অভিপ্রেত সৎকাজই হইয়াছে। সন্ধান লইয়া জানিল যে গাভীটি বৎসসহ যথা সময়ে আনীত হইয়া গোয়ালে বাঁধা হইয়াছে। তৎপর ভৃত্য রামমোহন প্রদত্ত এক ছিলিম তামাক সেবন করিয়া বেহালাটি লইয়া বসিল। সে বেহালা বাজাইতে পারিত একটু গান করবারও অভ্যাস ছিল, তাই বেহালায় সুর বাঁধিয়া গান ধরিল।

রাগিণী বাগেশ্রী তাল—আড়াঠেকা।

হে প্রভো তব পদে মতি রেখো
তব নাম গান যেন কখনও না ভুলি দেখো।
সংসার ঝঞ্কাটে বিপদ সঙ্কটে
সদা রয়েছ হে তুমি মোদের নিকটে
চাহি তোমারে হেরিতে সুখেতে দুঃখেতে
হৃদয়েতে মোর সতত থেকো।

এইরূপ ঐশ্বরিক ভক্তি বিষয়ক কয়েকটি গান করিল এবং বেহালায় বিবিধ গৎ বাজাইল, এই ভাবে রাত্রি প্রায় প্রহরেক হইলে খই, দুধ আহার করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। তাহার সে রাত্রি বেশ শান্তিপূর্ণ সুনিদ্রা হইল। তার পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিল যে তৎপূর্ব্ব দিন তাহার পক্ষে সুখ শান্তিতেই

গিয়াছে অন্য দিনের ন্যায় দীর্ঘ দুঃখময় ও ভারবহ বলিয়া মনে হয় নাই। ছেলেহারা হইয়া তমোগুণে তাহার মন ও হৃদয় এতদিন আচ্ছন্ন ছিল এখন তাহার সত্ত্ব গুণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে সত্য ধর্ম্ম ভাবের উদয় হইয়াছে এখন তাহার জীবন সুদীর্ঘ ও ভারবহ বোধ হয় না। তাই বুদ্ধ শাস্ত্রকার প্রকৃতই লিখিয়াছেন।

"দীঘা জাগরতোরত্তি দীর্ঘংসন্তপ্সাযোজনং।
দীঘো বালানং সংসারোসদ্ধর্ম্মং অবিজনত॥"

[ ধর্ম্মপদ। ]

"জাগ্রত জনের রাত্রি দীর্ঘ বোধ হয়।
যোজনেক পথ শ্রান্তের দীর্ঘ মনে লয়॥
সেরূপ সকল মূর্খ ধর্ম্মহীন জন।
মনে করে দীর্ঘ অতি তাহার জীবন॥"

ভৃত্য রামমোহন গাভীটি দোহন করিয়া গাভীকে যথারীতি আহার দিল কিনা তাহার খবর লইয়া সে এক ছিলুম তামাক সেবন করিল। দেখিতে দেখিতে বেলাও কিছু পড়িয়া গেল। এই সময় হাবার মা আসিয়া সংবাদ দিল যে হাবার রাত্রিতে ঘামদিয়া জ্বর ছেড়েছে। রামতারণ বলিয়া দিল সে যাইয়া হাবাকে দেখার পর যাহা হয় ব্যবস্থা করিবে। একটু পরেই হাবার মার বাড়ী সে যাইয়া দেখিল যে হাবা ভালই আছে জ্বর একেবারেই নাই তাহার ক্ষুধাও যথেষ্ট হয়েছে। রামতারণ ডাক্তার বাবুকে যাইয়া

সমস্ত অবস্থা বলায় ডাক্তার বাবু আর এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিলেন আর বোধ হয় ঔষধ খেতে হবে না দিন দুই লঘুপথ্য দিয়া ভাত দিবেন। রামতারণ ঔষধ আনিয়া দিল। বাস্তবিকই হাবা ২।৩ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। হাবার মার আনন্দ অপার। সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রায়ই রামতারণের পিসীমাতা নয়নতারার নিকট যাওয়া আসা করিয়া থাকে, শাক সবজি যখন যা পায় তাহাই তাহাকে আনিয়া দেয়। নয়নতারাও বৃদ্ধা বিধবা মানুষ, সেই শাক পাতা রান্ধিয়া অতি তৃপ্তির সহিত আহার করে।

রামতারণও এইরূপ দিনের পর দিন কাজ খুজিয়া কাজ করিয়া এক প্রকার সুখ শান্তিতেই কাল কাটাইতে লাগিল। সংসারে খুঁজিলে কাজের অন্ত নাই, নিজের কাজ ব্যতীত পরের কাজেই সমস্ত দিন রাত্রি ব্যাপৃত থাকা যায়। যাহাদের হৃদয় প্রশস্ত, আত্মা ধর্ম্মশীল তাহাদের পরের কাজ করিয়াও সুখ শান্তি ও পরমানন্দ। সুতরাং রামতারণেরও সেইভাবে সুখ শান্তি ও আনন্দেই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

# প্রথম খণ্ড।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### গুরুগৃহে।

কানাই বলাই গুরু নিতাই ঠাকুরের গৃহে আসিয়াছে, মাসের অধিক দিনই গুরুগৃহে থাকিতে হয় কেবল প্রত্যেক রবিবার রাত্রি নিজ বাড়ীতে থাকিতে পায়। গুরুগৃহে তাহাদের সর্ব্ব প্রকার শিক্ষা চলিতেছে, কেবল যে শাস্ত্র চর্চ্চা হয় তাহা নহে। শ্যামলাল দুই ভাইয়ের জন্য দুটি ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছেন। ঘোড়াচড়া অভ্যাস হচ্ছে, ঢাল তরোয়াল চালান অভ্যাস হচ্ছে, বন্দুক চালান অভ্যাস হচ্ছে এবং ব্যায়ামের নানাবিধ কল কৌশলও শিক্ষা হচ্ছে। এ সমস্তই নিতাই ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে হইতেছে। সেকালে বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল রাখার এখনকার মত এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। মাঝে মাঝে উভয় ভ্রাতা বন্দুক লইয়া শিকারে যাইত সঙ্গে থাকিত কিঙ্কর। উভয় ভ্রাতা বড় বড় হিংস্র জন্তু অনায়াসে শিকার করিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রিতে অধ্যয়ন ও শাস্ত্র চর্চ্চার সময়, প্রত্যুষে ও বৈকাল বেলা ব্যায়াম ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রমের সময়।

এক দিনের বিবরণ বলিলেই কানাই বলাইর শিক্ষা কিরূপ হইতেছিল বুঝা যাইবে। প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্যায়াম, তৎপর কিঞ্চিৎ জলযোগ, তৎপর টোলে বসিয়া অধ্যয়ন ও শাস্ত্র চর্চ্চা, তৎপর স্নানাহার, তৎপর ক্ষণেক বিশ্রাম, তৎপর অধ্যয়ন,

বৈকালে ব্যায়াম বা ঘোড়াচড়া কোন দিন সকাল বেলাও কিছুক্ষণ ঘোড়ায় চড়া হয়। রাত্রিতে আবার কিছুক্ষণ অধ্যয়ন হয়।

নিতাই ঠাকুরের টোলে ছাত্র সংখ্যা ২৪।২৫ জন হইবে। তিনি টোলে যখন বসেন তখন সকল ছাত্রই মনোযোগী হইয়া স্বীয় স্বীয় পাঠ্যগ্রন্থ একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতে থাকে, অবোধ্য স্থান নিতাই ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লয়। নিতাই ঠাকুর একখানা আসনে বসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে থাকেন। কোন ছাত্র পাণিণি, কলাপ বা মুগ্ধবোধ কেহ কালিদাসের রঘুবংশ কেহ কুমারসম্ভব বা ভবভূতির উত্তর রামচরিত কেহ মাঘের শিশুপালবধ, কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্র কেহ বা বেদান্ত ন্যায় বা দর্শনের আলোচনা করিতেছে। ছাত্রে ছাত্রে তর্ক বিতর্ক প্রশ্নোত্তরও চলিতেছে, এইভাবে কানাই বলাইর শিক্ষাও ভালরূপ চলিতেছিল। একদিন একটি ছাত্র কানাইকে প্রশ্ন করিল বলত, "ব্রহ্ম কে? শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কাহাকে বলে?"

কানাই অমনি উত্তর করিল "জন্মাদস্য যতঃ" (২ বেদান্ত সূত্র) "যাহা হইতে জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম।"

পরন্তু "যতোবা ইমানি ভুতানি
যায়ন্তে যেন জাতানি জিবন্তি যৎ
প্রয়ন্ত্যভি সংবিসন্তি তদ্বি
জিজ্ঞাস্ব স্ব তদ ব্রহ্মেতি।
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ।)

যাহা হইতে এই ভূতগণ জন্ম গ্রহণ করে, যাহা হইতে জাত জীবগণ রক্ষিত হয় এবং পরিশেষে যাহাতে সংহৃত হইয়া প্রবিষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

প্রশ্ন হইল "ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ কিরূপে হয়?"

কানাই। "তত্তু সমন্বয়াৎ" (৪ বেদান্ত সূত্র।)
ব্রহ্ম শাস্ত্রদ্বারা গমনীয় উহা সমন্বয়দ্বারা উপপন্ন হয় অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্যাবধারণ দ্বারা; তদ্দারা আত্মজ্ঞান জন্মে। আত্মজ্ঞান বা জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদাভেদ জ্ঞান হইতেই ব্রহ্ম ভাবের উদ্ভব হয় এবং তাহাই মোক্ষ।

বলাইকে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, ওঁকার শব্দের অর্থ কি?

বলাই অমনি উত্তর করিল

"ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌব্রহ্মণঃপূরাঃ।
কণ্ঠভিত্বাধিনির্থা তৌতস্মাত্মাঙ্গালিকা বুভৌঃ॥

ওঁকার ও অথ শব্দ ইহারা উভয়ে ব্রহ্মের কণ্ঠভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল এজন্য ইহারা মাঙ্গলিক ও মঙ্গল সূচক শব্দ।

প্রশ্ন হইল "সাধারণ লোকের ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ কিরূপে হয়"।

বলাই। তাঁর নাম গান ও ধ্যানে।

"প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতাউত
শাস্ত্র স্বাংতে বিধাতারা মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাং॥
(শ্রুতি।)

কানাই বলাই উভয়েই বিশেষ মেধাবী ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন সুতরাং উভয়েই নিতাই ঠাকুরের শিক্ষাগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় উভয় ভ্রাতাকে নিতাই ঠাকুর বিবিধ ধর্ম্ম বিষয়ক গানও শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যান্য ছাত্রকে তিনি এরূপ গান শিক্ষা দেন না। কন্যা মহামায়া ও কানাই বলাই একই সময় তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করে, তিনি তানপুরা বাজান ও মধ্যে মধ্যে স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কখন বা তাহাদের শিক্ষার্থ কখন বা ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া গান করিয়া থাকেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় কানাই বলাই ও মহামায়া এইরূপ গান গাইতেছে ও তিনি তানপুরা বাজাইতেছেন নিকটে তাঁহার করুণা মাসী মালা হস্তে বসিয়া শুনিতেছে। বালকণ্ঠে সে গান বড়ই মধুর শুনাইতেছে।

রাগিণী কেদারা তাল একতালা।

ওঁ শিব বিশ্বেশ্বর জগত ঈশ্বর
শশাঙ্ক শেখর নমস্তুতে।
ওঁ বৃষভবাহন ভূজঙ্গ ভূষণ
ত্রিলোচন বিশ্বপতে॥
তুমি পরাৎপর অব্যয় শঙ্কর
অজর অমর উমাপতে।
তুমি সৃজন কারক, সজ্জন পালক
দুর্জ্জন নাশক ত্রিশূলপতে॥

তুমি স্বয়ম্ভু স্বাধীন, ভক্তে কর অধীন

অনাথ শরণ মোক্ষ দিতে।

সাধন ভজন না জানে অধম

ত্রাহি মাং শরণাগতে॥

এইভাবে পারমার্থিক একটি গান হইল তৎপর কানাই বলাই অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল।

যখন এইরূপ সুমধুর সঙ্গীত হইতেছিল তখন এক ব্যক্তি ঘরের বারাণ্ডার এক কোণে বসিয়া একাগ্রমনে গান শুনিতেছিল আর ও শিব বিশ্বেশ্বর নাম অতি ভক্তিভাবে জপ করিতেছিল। করুণাদেবী বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিতে পাইল কে আধারে বারাণ্ডায় বসিয়া রহিয়াছে, তিনি চমকিয়া ভাবিলেন চোর নাকি? জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে? ওখানে কি কচ্ছিস্?"

"আজ্ঞে আমি সদা"।

ইহা শুনিয়া নিতাই ঠাকুরও বাহিরে বারণ্ডায় আসিলেন। সদানন্দ ভৃত্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মস্তক হেট করিয়া উত্তর করিল "আজ্ঞে এখানে চুপ করে বসে গান শুনতেছিলাম।"

করুণা। কই তুই আর কোন দিন ত এরূপ বসে গান শুনিস্ না? তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

সদা। আজ্ঞে না। গান শুনতে ইচ্ছা হল তাই আজই গান শুনছি। আমার মাথা খারাপ হয় নাই, হুজুরের কাছে দিব্যি

করুণা। হৃদরোগ যে বড় কঠিন ব্যারাম, একবার গোবিন্দ কবিরাজকে দেখাস্‌নে।

সদা। আজ্ঞে ডাক্তারি কবিরাজিতে সব হৃদ্‌রোগের ঔষধ নাই, আমার হৃদরোগেরও ঔষধ নাই।

সদার জন্য করুণামাসী আন্তরিক বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন সদাকে বাস্তবিক বড় কঠিন রোগ ধরেছে। নিত্যানন্দ ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বুঝিলেন যে সদাকে ঔষধে ভালরূপই ধরেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "আরও সন্দেশ খাবি?" সদানন্দ হাত নাড়িয়া বলিল "সন্দেশের আর পিপাসা নেই বাবা ঠাকুর" এই বলিয়া সলজ্জভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

## প্রথম খণ্ড।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### কেবলার মার গৃহ।

কেবলার মার গৃহখানি ক্ষুদ্র হইলেও পরিস্কার পরিপাটী। গৃহসজ্জাদিও সাধারণ রূপ রহিয়াছে, আয়না আছে, চিরুণী আছে, দু এক খানি অশ্লীলভাব প্রকাশক ছবি আছে। শয্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উহাতে একটি সূচ পড়িলেও অনায়াসে উঠান যায়।

চাটুয্যে বাড়ীর উৎসবের পর একদিন রাত্রি দু চারি দণ্ড হইয়াছে, কেবলার মা পরিস্কার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক চুলগুলি ভাল মত সাজাইয়া মাথায় কিছু সুগন্ধি তৈল দিয়া খোপায় বিবিধ ফুল গুজিয়া দিয়া তাহার নাগর ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। চাটুয্যে বাড়ী হইতে আনীত দুজনের উপযোগী আহার্য্য ঢাকা রহিয়াছে, কেবলার মা ঘরের ভিতর একটি মেটে প্রদীপ সাম্নে করিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডালা বুনিতেছে আর কাহারও পদ শব্দ পাইলেই কেহ আসিতেছে কি না উৎকর্ণ হইয়া লক্ষ্য করিতেছে। তাহার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি গ্রাম্য রাস্তার পার্শ্বেই ছিল সুতরাং প্রায়ই তাহার ঘর হইতে পথিকের

পদশব্দ শ্রুত হইত। যতই তাহার নাগরের আসিবার গৌণ হইতেছে ততই সে উৎকণ্ঠিত হইতেছে, ভাবিতেছে "কেন এখনও আসিতেছে না? কোন অসুখ করেছে কি? না অন্য কোথাও আড্ডা মারিতেছে?" যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে তাহার ব্রজকিশোর মদের নেশায় বিভোর হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গান—রামপ্রসাদী।

আরে মদ মাতালের বেজায় নেশা
যে খেয়েছে মদ টল্‌ছে তার পদ,
দিবানিশি নাইকো দিশা।
মদ খেয়ে কেহ নাচে হাসে,
কেউবা বমনকরে কাসে,
তাধিন তাধিন তাধিন তাধা হায় কি মজা দিবানিশা॥
( সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য )
মদ খেয়ে কেউ ধ্যানীর মত কেউবা মুখটি গুজে
কেউবা মুখে বাবা ব'লে ডাকে যে তার হয় গো পিসা।
মদের ঘোরে কেউবা গড়ে মণ্ডপ ভেঙ্গে শুঁড়ির বাসা,
আবার, কেউবা ডাকে কালী তারা যীশুখৃষ্ট কিম্বা ইশা!
মদের তুল্য বিষ নাই মদ খেওনা ওহে ভাই
আমার মদ না হলে পরে একেবারে বিদিশা॥

এই গানটি করিয়া ব্রজকিশোর ঘরের দুয়ারে ঠেলিয়া ঠুলিয়া ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "ওগো নাগরী বাড়ী এসেচ ? দুয়ার খোল তোমার নাগর এসেছে আর ষাঁড়ের মত চেচাচ্ছে।"

কেবলার মা মনে ভাবিল ?

"আজ যে দেখ্‌ছি মদের ঘোরে একেবারে বিভোর হয়ে এসেছে, নেশা একটু পড়ুক তারপর দুয়ার খুলব। না হলে মদের গন্ধে ও বকাবকির জন্য টেকা যাবে না।"

'ঘরের দুয়ার খুলিল না কোন সাড়া শব্দও নাই। ব্রজ-কিশোর বলিতে লাগিল "ও নাগরী বোধ হয় এখনও চাটুয্যে বাড়ী হতে ফিরে নাই। আজ এত রাত হয়েছে এখনও বেটি ফেরেনি কেন? আজ তাকে ভাল করে শাসিয়ে দেব। এই আঙ্গিনায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক। কি সুন্দর ফুট ফুটে চাঁদ উঠেছে।"

এই বলিয়া আঙ্গিনায় দুর্ব্বাদলের উপর বসিয়া নিজ মনে মনে বলিতে লাগিল "মদ খেয়ে কতক দিশাহারা হই সত্য, কিন্তু বাবা মদের এমনি নেশা, মনে হয় যে না খেলে বোধ হয় একেবারেই দিশাহারা হব। আজ মদটা বেশী চালিয়েছি, নেশাটা কিছু বেশী মাত্রায় হয়েছে, হাটতে যেন পড়ে পড়ে যাচ্ছি। ছি, এমন নেশাও মানুষে করে? কি করি নিজ হাতে কুড়াল মেরেছি, অভ্যাস করে ফেলেছি এখন ছাড়াও কষ্ট! কিন্তু একটা কিছু চাই

তা না হলে যে চলে না। মদ ছেড়ে আফিং ধরব কি? বাবা আফিং এর যে ঝিমুনি শুনেছি ও দেখেছি।

গান ভৈরবী—তাল আদ্ধা।

আফিং তোমায় ধরব কিনা ভাবছি আমি
মনে মনে।
ওগো তোমার গুণের ব্যাখ্যা নিয়ে কমলাকান্ত
মলো প্রাণে।
যার ঘাড়ে চেপেছ তুমি উঠিয়েছ তার বাস্তু ভূমি,
চোখ বুজে সে স্বপ্নে গড়ে দালান কোঠা স্বর্গধামে।
তোমার অভাব হলে পরে বেহুস প্রাণটা হু হু করে,
শান্ত তখন হয় না বিনা নীলকণ্ঠের কণ্ঠপানে।
চাই না তোমায় হে দয়াময় শনির মত হওগো সদয়,
হবে নাকো এ দাসের পূজা সরে পড় মানে মানে।
ঘুমিয়ে মোরা আছি পড়ে আর ঝিমুটি নাচাই ফিরে,
যাও হে তুমি তাদের ঘরে আছে যারা জাগরণে।

গান থামিল, ব্রজকিশোর মনে মনে বলিতে লাগিল "বেটী বোধ হয় আজ আসবে না আর কেউ কোথাও তাকে আটক করেছে। যাই, চলে যাই, আর একদিন বেটীকে আচ্ছা শিক্ষা দিব।" এইরূপ বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল অমনি ঝনাৎ করিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। কেবলার মা বলিল "ঘরের ভিতর এস, এত চেচাচ্ছ কেন? পাড়া শুদ্ধ লোক কি বলবে?"

ব্রজকিশোর। একি? তুমি ঘরের ভিতর ছিলে, আর এতক্ষণ দুয়ার খোলনি? আমি এতক্ষণ গলা বাজিয়েছি অথচ তুমি চুপ করে ঘরের ভিতর ছিলে? তোমাকে নমস্কার, আমি আর তোমার ঘরে আস্‌ব না।

কেবলার মা। তুমি নমস্কারই কর আর তিরস্কারই কর আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়বনা। এই বলিয়া খপ্‌ করিয়া তাহার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বলিল "এস, ঘরের ভিতর এস খাবার রয়েছে, সেদিনকার মণিব বাড়ীর নিমন্ত্রণ দিনেরও অনেক মিষ্টি সামগ্রী এনে রেখেছি।

ব্রজকিশোর। সে ত চুরী করে এনেছ।

কেবলার মা। চুরি আবার কিসে হল? আমাদের ঘরের কাজ, কাজের দিনের উদ্বৃত্ত জিনিস এনেছি মাত্র।

ব্রজকিশোর। কর্ত্তা কি মাঠাকুরুণরা টের পেলে ও সব জিনিস আনতে পারতে চাঁদ? যাক্‌ ও সব কথা। এক কথা দিয়ে অন্য কথা চাপা দিতে যাচ্ছ, তাতে কিন্তু ভুল্‌ছি না। আচ্ছা এতক্ষণ দুয়ার খুল্‌ছিলেনা কেন?

কেবলার মা। ঘুমিয়েছিলাম।

ব্রজকিশোর। ন্যাকামি রেখে দাও। ঘুমিয়ে থাক্‌লে আর আমার চেচানি ও গলাবাজি শুন্‌তে পার্‌তে না। ঐ যে একটু আগে বল্লে আমি চেচাচ্ছিলুম কেন?

কেবলার মা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল "এস ঘরের

ভিতর এস কিছু খাও এসে।”

ব্রজকিশোর। না, আমি যথা ইচ্ছা চলে যাই তোমার ঘরে আর আস্‌ব না।

কেবলার মা। এস, ঘরের ভিতর এস, আমি তোমাকে ভাল গান শুনাব।

ব্রজকিশোর। হাঁ, হাঁ, তুমিত ভাল গান গাইতে পার, আমি গান্ শুন্‌তে বড় ভালবাসি, বিশেষ মেয়ে লোকের গান শুন্‌তে ভাল বাসি, আর গায়িকা যদি সুন্দরী মেয়েলোক হয় তা হলেত কথাই নাই, সোণায় সোহাগা। আর তুমিত নিতান্ত কুৎসিতা নও, তোমাকে সুন্দরীই বলা যেতে পারে, অন্ততঃ আমার চক্ষে সুন্দরী বটে।

কেবলার মার পীণোন্নত পয়োধর শোভিত বক্ষ আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল, হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সে ব্রজকিশোরের হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেল এবং উভয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শয্যাশোভিত পালঙ্কে উপবেশন করিল। ব্রজকিশোর বলিল “গাও মাইডিয়ার ( my dear ) এখন একটা ভাল গান শুনাও।”

কেবলার মা। রাত বেশী হয়েছে এখন আর অপর কে শুন্‌বে, এখন গেতে পারি।

গান

ভৈরবী—কাওয়ালি।

এত দেরী করে কেন এসেছ নাগর।
( দেখ ) তোমার তরে আঁখি জলে হয়েছে সাগর ॥
ভেবে ভেবে শুয়ে থাকি তোমাকে স্বপনে দেখি
জেগে উঠে না দেখে নাথ হই হে কাতর ॥
তোমায় দেখাব বলে ভরেছি খোপায় ফুলে,
বিরহে শুকাল সেই চামেলি টগর।
এই কি পীড়িতি রীতি এই কি রগড় ॥

ব্রজকিশোর। সুরটা ভালই বটে কিন্তু গানটি পছন্দসই নহে। একটি ভাল গান গাও।

কেবলার মা। আচ্ছা আর একটি গান গাই এটি কেমন লাগে দেখ।

গান—ভুপালী।

সখা প্রেমের জ্বালায় আমি জ্বালাতন।
বুঝে কি সে দুঃখ প্রেমের প্রেমিক নয় যে জন ॥
প্রেম চায় ভালবাসা নাগরের নাচা হাসা।
নিরাশায় হয় প্রেমিকের জীবন মরণ ॥
প্রেমের কথা রাত্রি দিবা হৃদয়ে জল্‌ছে সদা।
যতই ভাবি ততই ভুবি হয় না নিবারণ ॥

ব্রজকিশোর। এ গানটি মন্দ নহে, গাওনা ও মন্দ হয় নাই। আচ্ছা দেখ আমার বুড়ো বাপ আর যুবতী বিমাতার গতিকে বাড়ী টেকাই ভার হয়েছে, আমার একটা পথ দেখতে হচ্ছে। তুমিও তোমার পথ দেখ না?

কেবলার মা। তুমি কি পথ দেখ্‌বে?

ব্রজকিশোর। আমি যাত্রার দল করব যাত্রার দলে থাক্‌ব। এখানে সেখানে ঘুরব আর ফুলে ফুলে মধু পান কর্‌ব।

কেবলার মা। আমি ত পেটের জন্য চাকুরী নিয়েছি প্রেমের জন্য আমাকে কি কর্‌তে বল?

ব্রজকিশোর। তোমার মনিব শ্যামলালকে গ্রেপ্তার কর সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে। নতুবা রাস্তা দিয়া হামেসা কত মানুষ আসে যায় যাকে পার গ্রেপ্তার করে ধরে ঘরে পুর্‌বে।

কেবলার মা ভাবিল "ব্রজকিশোর ত উড়ো পাখী গোছ হয়েছে শীঘ্রই পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া যাইবে। মনিব শ্যামলালকে হাত করিতে পারিলে ত বড়ই সৌভাগ্য।" তাই জিজ্ঞাসা করিল—

"মনিব শ্যামলালকে হাত করা কি সোজা? সে সেরূপ পাত্রই নহে। আর তার গিন্নি স্ত্রী আছে, মা রয়েছে, এক একটি যেন রায় বাঘিনী, চাকর কিঙ্করটি যেন একটি বড় শীকারী বাঘ। এদের যন্ত্রণায় সেখানে কি কিছু করার সুবিধা আছে?"

ব্রজকিশোর। মানুষের অসাধ্য কি আছে? এই বলিয়া পকেট হইতে সে একটি ঔষধ বাহির করিয়া বলিল "ধর এই মন্ত্রপূতঃ সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধটি নেও ইহা শনি মঙ্গলবার বেগুণ পাতায় করিয়া শ্যামলালের ভাতের থালার নীচে লাগাইয়া দিবে। ইহার ভিতর এক প্রকার আশ্চর্য্য তাড়িত রয়েছে। ঐ তাড়িত ভাতের থালার মধ্য দিয়া আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে সেই সব আহার্য্য বস্তু শ্যামলাল খাইলে আর তোমাকে ছ.ড়া সে কাহাকেও চাবে না। তুমি ত জান না, তুমি যখন আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিলে তখন এই প্রণালীতে তোমাকে আমি বশ করি। সে দিন শনিবারও ছিল।

কেবলার মা আগ্রহের সহিত ঔষধটি লইয়া সাবধানে এক স্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল "বটে তা যা হউক এখন কিছু খাও।"

ব্রজকিশোর। না, আজ কিছুই খাব না, মদ খেয়ে খেয়ে আজ পেটটাই খারাপ হয়েছে।

কেবলার মা। মদ খাও কেন? আমি বলি মদ ছাড়ুন দিয়ে কোন চাকুরীর চেষ্টা দেখ।

ব্রজকিশোর। মদ না খেলে যে আমার চলে না মদ না খেয়ে কি থাব?

কেবলার মা। ইহা অপেক্ষা গাঁজাও ভাল, গাঁজা খাও এবং চাকুরী কর। মদের মাতলামীও বেশী, টাকা খরচও বেশী।

ব্রজকিশোর। কি আমায় গাঁজা খেতে বল্লে?

গান।

বাগেশ্রী রাগিণী—একতালা।

গাঁজা খেয়ে রাজা হওয়া আমার ত তা সইবে না।
চাষার ছেলে গাঁজা খেলে কেউত কিছু কইবে না॥
গাঁজাতে দিলে দম্ মুখে কেবল ববম্ বম্।
আটকে আসবে প্রাণের দম শ্বাস প্রশ্বাস আর বইবে না॥
গাঁজার গন্ধে নাড়ীভূড়ি পেট করে হুরা হুরি;
বাচি কিম্বা মরি মরি কিছুই ভাবনা রইবে না।
গাজা খেলে রাগ বাড়ে ধর্ম্মভাব যায় উড়ে;
সকলকে মেরে ধরে করে বিড়ম্বনা॥
প্রাতে পান্তা ভাত খেয়ে কসে গাঁজায় দম্ দিয়ে
চাষায় খাসা চষে মাটি ভদ্দর লোক তা পার্বে না॥

"আমাকে গাঁজা খেতে বল্লে, না প্রকারান্তে চাষা বল্লে। আমি তোমার ঘরে আর আস্‌বও না থাকবও না।" এই বলিয়া উঠিয়া বেগে প্রস্থান করিল। কেবলার মা ডাকিল "এস কথা শুন।" কিন্তু কার কথা কে শুনে? ব্রজকিশোর আর ফিরিল না। সে যাইতে যাইতে রাস্তায় মনে মনে ভাবিল এখানকার বন্ধন ত এক কৌশলে কাটালুম এখন নিজের পথ দেখি, বাপ মার যন্ত্রণায় ত আর ঘরে টিকৃতে পাচ্ছিনে। একে ত বিমাতা তাতে আবার বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, কাজেই তার প্রতাপ কত। ছল করে কেবলার মাকে কেমন ঔষধ দিয়ে এসেছি, সে আশায়

বুক বেঁধে সে দিকে কি অন্য পথ খুঁজবে। তার জন্য ভাবনা নাই, ভাবনা আমার নিজের জন্য। একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়তে হবে দেখছি, আমার আর কোন কাজের যোগাড়ও আছে বলে বোধ হয় না।

এদিকে কেবলার মা অনেকক্ষণ তাহার নাগর ব্রজকিশোরের জন্য অপেক্ষা করিল কিন্তু সে ফিরিল না দেখিয়া নিরাশ চিত্তে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু তাহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না কেবল ভাবিল "শ্যামলালকে হাত করতে পারলে ভালই হয়। তা কি সম্ভব? সন্ন্যাসীর ঔষধ ব্যবহার করে দেখি কিরূপ ঘটনা দাঁড়ায়। এ মদখোর ব্রজকিশোরকে আর ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে নাই বা বলি কেমন করে? মদ খাক্, তবু ত আমার প্রাণের যোল আনা টান তারই উপরই আছে এখন যুবা বয়স, সুন্দর সুগোল চেহারা। এইরূপ যৌবনভরা সুন্দর যুবক কি সহজে মিলে? রামতারণ ঘোষের বয়সও বেশী নহে, ৩০।৩৫ বৎসর হলেও হতে পারে, তাহারত পরিবার নাই এখন ছেলেও নাই। তাহার বর্ণ কালো হইলেও চেহারা ভাল। তাহাকে ধরতে পারলে মন্দ কি? ব্রজকিশোর আবার ফিরেও আসতে পারে, হয় ত নেশার ঝোঁকে রাগ করে চলে গেছে আবার ফিরে আসবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ভোর হইয়া গেল তাহার নিদ্রা একেবারেই হইল না।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### চাটুর্য্যে বাড়ী।

চাটুর্য্যে বাড়ীতে এখন কানাই বলাই হামেসা থাকে না বলিয়া বাড়ীখানি সময় সময় কিছু নির্জ্জন বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ ভৃত্য কিঙ্করের কানাই বলাই অভাবে সে বাড়ীতে সময় কাটিতে নিতান্ত ভারবহ বলিয়া বোধ হয়। একদিন কিঙ্কর বিরস বদনে বারাণ্ডায় বসিয়া আছে শ্যামলাল তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিরে কিঙ্কর এ ভাবে বসে আছিস কেন?"

কিঙ্কর। কি করব? কাজ ত সব সেরে ফেলেছি।

শ্যামলাল। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাক্। একেবারে বিনা কাজে বসে থাকাটা ভাল নহে। তোর কি করতে ইচ্ছে হয়?

কিঙ্কর। তা বল্লে আর কি হবে?

শ্যামলাল। বলে ফেল্না, দেখি আমার দ্বারা এ বিষয়ে কিছু হতে পারে কিনা।

কিঙ্কর। দাদাঠাকুরদের মত আমার ঘোড়ায় চড়তে ও বন্দুক নিয়ে শীকার করতে ইচ্ছে করে।

শ্যামলাল। বটে আচ্ছা, আমি তোর চড়িবার একটি ভাল ঘোড়া ও শীকারের জন্য একটি বন্দুক এনে দিচ্ছি। আর কিছু চাই কি?

কিঙ্কর। দাদাঠাকুরদের মত ঢাল তরোয়াল হলেও ভাল হয়।

শ্যামলাল। ঢাল তরোয়াল তুই কার সঙ্গে খেলবি ?

কিঙ্কর। কেন ? দাদাঠাকুরদের সঙ্গেই খেলব।

শ্যামলাল। আচ্ছা, তাও দেওয়া যাবে।

পরদিনই শ্যামলাল একটি ভাল ঘোড়া, ঢাল তরোয়াল ও বন্দুক আনাইয়া দিলেন কিঙ্কর তাহা লইয়া যথেচ্ছা বিচরণ ও খেলা করিতে লাগিল। বড় বড় হিংস্র জন্তুও শীকার করিতে ত্রুটি করিল না।

শ্যামলালের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী শ্যামলালকে ধরিয়া বসিল যে কেবলার মাকে চাকুরী হইতে সরাইয়া দিতেই হবে। তিনি স্বামীকে বলিলেন—

"কেবলার মার বিরুদ্ধে নানা রকম খারাপ কথা শুনা যায়, জিনিস পত্র যে কত চুরি করে তাহার নির্ণয় নাই, লোকে বলে রাত্রিতে সে পরপুরুষ লইয়া ঘর করে এবং গান বাজনা করে। এ সব স্ত্রীলোক সংসারে থাকিলে পাপের সংসার হয়ে যায়। ইহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই, কোন সময় কি করে তাহারও ঠিক নাই। এরূপ প্রকৃতির লোক সংসারে না রাখাই ভাল।"

শ্যামলাল। কেবলার মা জিনিস পত্র চুরি করে নিয়ে যায় তোমাদের সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই বলিয়া। তোমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিলে জিনিস পত্র কেহ চুরী করতে পারে না। চাকর

চাকরাণীর এ দোষ সাধারণ, চরিত্র দোষও সাধারণতঃ বেশী। তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি? আমাদের কাজ পেলেই হল। আর মার অনুমতি ব্যতীত ওকে বরখাস্ত করি কিরূপে?

রাজলক্ষ্মী দেবী। মা বুড়ো হয়েছেন তাঁর হয়ত এ সব বিষয়ে এখন আর খেয়াল হয় না।

শ্যামলাল। আচ্ছা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখি তিনি এ বিষয়ে কি বলেন।

শ্যামলাল তাহার মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন

জগদম্বা ঠাকুরাণী বলিলেন "এতদিন লোকটা সংসারে আছে তার উপর মায়া মমতা জন্মে গেছে। আমাদের কাজ পেলেই হল। সে আর আমাদের কি অনিষ্ট করবে? বউমাকে ও কিঙ্করকে উহার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ্তে বলে দিও।

শ্যামলাল সদাই মাতার আদেশের অনুবর্ত্তী। তিনি মাতার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

একদিন শনিবার রাজলক্ষ্মী দেবীর অসুস্থতাবশতঃ সেদিন রন্ধনের সব কাজই কেবলার মা করিয়াছে, সুতরাং শ্যামলালের ভাতের থালাও সেই লইয়া যাইতেছে। কিঙ্কর দূর হইতে দেখিতে পাইল যে কেবলার মার হস্তস্থিত ভাতের থালার নীচে একটি বেগুন পাতা ঝুলিতেছে, বেগুন পাতাটি না পড়িয়া যায় এজন্য কেবলার মা হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া ধরিয়াছে। কিঙ্কর

মনে করিল এরূপ ত কোন দিন হয় না। ভাতের থালার নীচে বেগুন পাতা আস্‌বে কেন? কিঙ্করের সন্দেহ হইল। শ্যামলাল আহার করিতে বসিয়াছেন মাত্র, ভাতে তখনও হাত দেন নাই, তাঁহার মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণী সম্মুখে বসিয়া আছেন। তখন কিঙ্কর দৌড়াইয়া বলিল "দেখুন ত ভাতের থালার নীচে কি রহিয়াছে? আমি দূর হ'তে বেগুন পাতার মত কি দেখ্‌লুম।"

কেবলার মা তখন কেবল মাত্র ভাতের থালা রাখিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইয়াছিল। শ্যামলাল থালা উঠাইয়া দেখিলেন যে তাহার নীচে একটি বেগুন পাতা আর ঔষধের মত কি রহিয়াছে। জগদম্বা ঠাকুরাণী ইহা দেখিয়া কেবলার মাকে ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেবলার মা এ সব কি?"

কেবলার মা সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিল "আমি ত এ সব কিছু দেখিনি, এ সবের কিছুই জানি না।"

কিঙ্কর তৎক্ষণাৎ বলিল "কেবলার মা ঐ বেগুন পাতা হাতের আঙ্গুলের দ্বারা ইচ্ছা করে টিপে রেখেছিল আমি তাহা স্বচক্ষে দেখেছি।"

জগদম্বা ঠাকুরাণীর কেবলার মার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইল। আড়াল থেকে সমস্ত দেখিয়া রাজলক্ষ্মী দেবীরও তাহার প্রতি বিশেষ সন্দেহ জন্মিল। জগদম্বা ঠাকুরাণীর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ কেবলার মাকে কাজ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল, জগদম্বা ঠাকুরাণী শ্যামলালের জন্য পৃথক রন্ধন করিয়া দিলেন।

## প্রথম খণ্ড।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

### নৌকা খেলা।

রামতারণ ঘোষের পিসিমাতা নয়নতারার বড়ই অসুখ; ঘরে আর অন্য স্ত্রীলোক কেহই নাই যে তাহার সেবা শুশ্রূষা করে। হাবার মা পরম্পর জানিতে পারিল যে নয়নতারার বড়ই অসুখ। সে আপনা হইতেই ঘোষের বাড়ী আসিল এবং স্বইচ্ছায় নয়নতারার তত্ত্বাবধান ও শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। তাহার পুত্র হাবা এখন কিছু বড় হইয়াছে, খেলিয়া বেড়ায় সুতরাং হাবার জন্য এখন আর তাহার সদাসর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় না। সে ঘোষজার ও তাহার ভগ্নীর উপকার বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শুশ্রূষার এবং সুচিকিৎসা গুণে নয়নতারা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল। নয়নতারার অসুখের জন্য রামতারণ কয়েক দিন উদ্বিগ্ন ছিলেন।

একদিন সকাল বেলা রামতারণ ঘরের বারেণ্ডায় বসিয়া কি কাজ করিতেছেন এমন সময় গোলক মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলক মণ্ডলের অবস্থা এখন কিছু ফিরিয়াছে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচরণ দু এক পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। অনেক দিন হয় গোলক ঘোষজার ঋণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পরিশোধ করিয়াছে। গোলককে দেখিয়া রামতারণ জিজ্ঞাসা করিল।

"কিরে গোলক, কি মনে করে? কেমন আছিস্?"

গোলক। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। আপনি যদি সাহস দেন তবে বল্‌তে পারি কি কাজে এসেছি।

রামতারণ। আমার যদি উপকার করবার সাধ্য থাকে তবে আমি তোর উপকার কর্‌তে ত্রুটী কর্‌ব না। বলে ফেল্ কি দরকার।

গোলক। আজ্ঞা নৌকার কারবার কর্‌ব মনে করেছি, তাতে খুব লাভ। একখানা নৌকা কিন্‌তে চাই। সব টাকা আমার কাছে নাই, আপনি যদি কিছু টাকা ধার দেন তবে একখানা নৌকা কিন্‌তে পারি।

রামতারণ। তোর কত টাকার দরকার।

গোলক। একখানা ভাল নৌকা কিনতে একশত টাকার দরকার। আমার কাছে কিছু টাকা আছে, আপনি যদি দয়া করে পঞ্চাশটি টাকা ধার দেন তবে একখানা ভাল নৌকা কিন্‌তে পারি।

রামতারণ। আচ্ছা, আমি দিচ্ছি, তোর যখন সুবিধা হয় টাকাটা পরিশোধ করিস্। সুদ কিছুই লাগবে না।

এই বলিয়া রামতারণ ঘোষ পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া দিল। গোলক বলিল "বারে বারে টাকা দিচ্ছেন, সুদ কিছু নেবেন না কেন?"

রামতারণ। না আমি সুদ নেব না। সুদ খাওয়া বা টাকা ধার দেওয়া ত আমার ব্যবসা নহে।

গোলক। শ্রদ্ধাপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রামতারণ ঘোষকে প্রণাম পূর্ব্বক টাকা লইয়া চলিয়া গেল এবং যথা সময়ে একশত টাকায় একখানা ভাল নৌকা খরিদ করিয়া ধান চাউল ও অন্যান্য জিনিসের চালানি কারবার আরম্ভ করিল। যখন কারবার বন্ধ থাকিত নৌকা ঘাটে বসিয়া থাকিত; গ্রামস্থ লোক অনেকে গ্রামের নিকটস্থ সেই নদীতে নৌকার বাচ (জল ক্রীড়া) খেলিত। নদীটি ক্ষুদ্র হইলেও একটু বাতাস হইলেই তরঙ্গময় হইত।

একদিন কিঙ্কর কানাই বলাইকে লইয়া সেই নৌকায় চড়িয়া বাচ্ খেলিতে গিয়াছে। কানাই বলাই এখন বড় হইয়াছে, কানাইর বয়স ১৬ ষোল বৎসর এবং বলাইর বয়স ১৮ আঠার বৎসর হইয়াছে। উভয়েই দিব্যকান্তি, ভুবনমোহন মূর্ত্তি, উজ্জ্বল আয়ত কৃষ্ণ তার চক্ষু। উভয়ের কেবল বর্ণে পার্থক্য, কানাই শ্যামবর্ণ, বলাই গৌরবর্ণ।

নদীটি ক্ষুদ্র হইলেও প্রবল বাতাসের জন্য উহাতে অত্যন্ত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস হইয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যেন একটি তরঙ্গ অপরটির মস্তকোপরি উঠিয়া ঊর্দ্ধগামী হইবার প্রয়াস পাইতেছে। আবার তৎক্ষণাৎ উভয়ে জড়িত হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। গোলক হাল ধরিয়াছিল, কিঙ্কর দাঁড় টানিতেছিল, আর উভয় ভ্রাতা নৌকায় ছইর সাম্‌নের দিকে বসিয়া পুলকিত চিত্তে নদীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতেছিল। নৌকা তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নাচিয়া নাচিয়া দ্রুতগতি যাইতেছে, আর শেষ

হইতেছে যেন সঙ্গে সঙ্গে তীরস্থিত বিটপীশ্রেণী নৌকার পশ্চাৎ দিকে দ্রুতগতি সরিয়া পড়িতেছে এবং নৌকার গন্তব্য পথ খুলিয়া দিতেছে। কানাই ভাবিতেছিল, মানুষের কি অসাধারণ ক্ষমতা এই তরঙ্গায়িত নদীর উপর দিয়া মানুষ অনায়াসে কাষ্ঠনির্ম্মিত তরণীদ্বারা কৌশলে চলিয়া যাইতেছে, আর বলাই ভাবিতেছিল, ভগবানের কি অপূর্ব্ব লীলা তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠাইয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি আরোহীসহ অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত করিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের সেরূপ ইচ্ছা নহে তাই তাহারা নির্ব্বিঘ্নে ক্ষুদ্র মানব প্রস্তুত তরণীদ্বারা তরঙ্গ উচ্ছসিত নদীর উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। আর কিঙ্করের হৃদয় তরঙ্গবিক্ষেপিত তরণীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। প্রিয়দর্শন কানাই বলাই নৌকায় আরোহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, ইহাই অসীম আনন্দ। গোলকের ছেলে রামচরণ এখন কানাই বলাইদের বাড়ী চাকুরী করে বলিয়াই গোলকের তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বেলা শেষ হইয়াছে সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হইতেছেন। এ সময়ের নদীসৈকতের দৃশ্য মনোহর, সূর্য্যকিরণ সম্পাতে নদী সৈকত স্বুবর্ণ খচিত পটের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছিল। এইরূপ স্বুন্দর দৃশ্য দর্শনে কিঙ্কর হৃদয়ের আনন্দে গোলককে বলিল "গোলক একটা গান করনা নৌকায় গান বড় ভাল লাগে। গোলকও মনের আনন্দে গান ধরিল

গান।

ভাটিয়াল সুর।

"আমি ধর্‌তে নারি হাল,
ঐ ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যাকাল।"

কিঙ্কর। এত বেশ গান গাচ্ছিস্‌রে, হাল ধর্‌তে জানিস্‌ না তবে নৌকা কিন্‌লি কেন?

গোলক গায়িল—

"ভব পারাবার নাই পারাপার
নৌকা ভিন্ন চলে না,
ঢেউর তলে কুমীর খেলে
পড়লে জলে করবে ঘাল॥"

কিঙ্কর। তবে হাল ধর্‌তে শিখে ফেল্‌না।

গোলক গায়িল—

"হালের কর্ত্তা আছেন যে জন
দেখ্‌তে তাঁরে পাইনা,
হেথা সেথা খুজি তাঁরে
ভেবে তাঁরে হই বেহাল॥"

কিঙ্কর। কি মজার কথারে, হাল ধরা শিখাবার লোক খুঁজে আন্‌তে পারবি না তবে নৌকা রাখবি কি করে, দরিয়াই বা পার হবি কি করে?

গোলক গায়িল—

"ভাক্তিসনে যুক্তি করে
আন্‌ব তাঁরে বাসনা,
হাল ধর্‌তে শিখাবে সে
সেই যে আমার পরকাল ॥"

গান থামিল, কিঙ্কর বলিল—

গেয়েছিস মন্দ না, কিন্তু গানটি আমার পছন্দ সই হয় নাই।

বলাই। কেন, এটাত বেশ গান, এরূপ পারমার্থিক গান ত অতি বিরল।

কিঙ্কর। বটে, আচ্ছা দাদামণিরা এখন তোমরা দুজনে মিলে একটা ভাল গান গাও ত।

কানাই। আমাদের গান ত হামেসাই শুন্‌ছিস আমরা আবার এখানে কি গান গাহিব।

কিঙ্কর। এখানেইত গান গাইবার ভাল জায়গা আর এখন গান গাইবারও ভাল সময়। দাদামণিরা, ভাল দেখে একটা গান করত শুনি।

বলাই। কিঙ্কর যখন আমাদের এখানে গান শুন্‌তে চাচ্ছে তখন গাইনা কেন?

গোলক। আমিও তোমাদের গান শুনতে চাচ্ছি।

কানাই। তবে গাই।

কানাই বলাই একসঙ্গে গান ধরিল—

গান।

রাগিণী পূরবী—

তাল—আড়াঠেকা।

ও পারেতে চলেছি মোরা গোলক মাঝির নায়।
গোলক চন্দ্র ধরেছে হাল,
তরী কি আর হয় বেহাল ?
ততই জোরে চলবে তরী যতই জোরে আসুক বায়।
দাঁড় ধরেচে ভৃত্য কিঙ্কর, ভবভোলার ভক্ত প্রবর,
ভক্তির জোরে ভেঙ্গে যাবে তরঙ্গের এ হুঙ্কায়।
হৃদয়ে যার শিব রয়েছেন তারে কি অশিবে পায়॥

গানও থামিল আর কিঙ্কর দাঁড়ের দাড়ি ছিঁড়িয়া হঠাৎ তরঙ্গ বিক্ষোভিত নদীতে দাঁড় সহ পড়িয়া গেল। গোলক হাল ধরিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। সে হাল ঠিক মত ধরিয়া রাখায় নৌকা বিচলিত হইতে পারিল না। কিঙ্কর গান শুনিতে শুনিতে কিছু অন্যমনস্ক হইয়াছিল তাই দাঁড় বন্ধন ছিঁড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিল। কানাই বলাই নৌকার উপর দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে দেখিতে লাগিল কিঙ্কর উঠে কিনা। কিন্তু কিঙ্করকে দেখিতে না পাওয়ায় বলাই উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল—

“হায় হায় কিঙ্কর যে উঠে না, কি হবে ? দাঁড় ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে।” এই বলিয়া হৃদয়ের আবেগে, কিঙ্করের অন্বেষণে

নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তখন কানাই ভীতি বিস্ফারিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল "একি? দাদা নদীতে ঝাঁপ দিল? দাদা, দাদা ও দাদা একি করলে?" এই বলিয়া বলাইকে টানিয়া উঠাইবার উদ্দেশ্যে সেও নদীতে ঝাঁপ দিল। উভয় ভ্রাতাই বিশেষ সন্তরণ পটু ও নির্ভীক চিত্ত। উভয়ে ঢেউর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরাইয়া যাইতে লাগিল। কানাই বলিল "দাদা, নৌকায় উঠ, এ ভাবে অনেকক্ষণ থাকলে যে ডুবে যাবে।" বলাই বলিল "তুই নৌকায় ওঠ, তুই ছেলে মানুষ তুই আস্‌লি কেন? ডুবে যাবি যে। আমি কিঙ্করকে খুজে আন্‌ছি।"

ওদিকে গোলক চীৎকার করিয়া বলিল "দাদা ঠাকুরগণ তোমরা নৌকায় ওঠ, কোন ভয় নাই কিঙ্করকে পাওয়া যাবে।" কার কথা কে শুনে, গোলকের কথায় ভ্রাতাদ্বয় কর্ণপাত করিল না। তখন গোলক তাড়াতাড়ি নৌকা তীরে বাঁধিয়া উভয় ভ্রাতাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য নিজে সাঁতরাইয়া গিয়া তাহাদিগকে তীরে লইয়া পৌছিল। উভয় ভ্রাতাই তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, গোলক সেই সময় তাহাদিগকে না উঠাইলে হয়ত তাহারা ডুবিয়াই মরিত। সে তৎপর কিঙ্করের খোঁজে আবার নদীতে সাঁতার দিল। কিন্তু দূর পেছন দিকে যাইয়া দেখিতে পাইল, কিঙ্কর নদীগর্ভস্থিত এক মৃত বৃক্ষ শাখায় দাঁড় ও পরিধান বস্ত্রসহ এমন ভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, সে আর তাহা ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেছে না। স্রোতে তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে।

গোলক তাহাকে সহজেই মুক্ত করিল। তৎপর উভয়ে সাঁতরাইয়া দাঁড়সহ তীরে আসিল। ঘটনা দেখিবার জন্য নদীর উভয় তীরে লোকে লোকারণ্য। তন্মধ্য হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল।

কানাই, বলাই, কিঙ্কর, গোলক সকলেই আবার নৌকায় উঠিল এবং নৌকা ফিরিয়া ঘাটে গেল। কিঙ্কর তখন বলিল—

"দাদা ঠাকুরগণ দেখ্‌লে? ও পারে যাওয়া যত সহজ মনে করেছ তত সহজ নহে। নানা বাধা বিঘ্ন আছে।

কানাই বলাই উভয়ে উত্তর করিল—

"দেখলুম ত তাই বটে।"

সন্ধ্যা হইয়াছে, সকলে বাড়ী আসিল। অদ্যকার নৌকা খেলার ঘটনা বাড়ীর অপর কাহাকেও বিন্দুমাত্র জানান হইল না। কেহ জানিতেও পারিল না, কেননা তথাকার ঘটনা মলয়পুর গ্রাম হইতে দূরে অন্য গ্রামের নিকট হইয়াছিল। কিঙ্কর কৌশলে ও গোপনে সিক্তবস্ত্র সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

## প্রথম খণ্ড।

### নবম পরিচ্ছেদ।

---

### গুরুদক্ষিণার সূচনা।

---

কানাই বলাই উভয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। নিতাই ঠাকুরের শিক্ষাগুণে তাহাদের উভয়েই ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি ও কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, শ্যামলাল পৃথক শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে ইংরেজীও বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। উভয় ভ্রাতা গুরুর নিকট বিদায় লইতে গেল। গুরু নিতাই ঠাকুর বলিলেন "তোমরা যে মনোযোগের সহিত আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছ ইহাই অতি আহ্লাদের বিষয়। তবে আমি তোমাদের নিকট কিছু গুরুদক্ষিণা চাই।

কানাই বলাই। আমরাত দীক্ষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনাকে গুরুদক্ষিণা দিব। আপনি যেরূপ দক্ষিণা চান তাহাই দিব।

নিতাই ঠাকুর। তোমাদের পূর্ব্বকথা সব স্মরণ আছে দেখছি। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে

আমার ছেলে যোগানন্দ সাগর মেলায় হারাইয়া যায়। সে তোমাদের সমবয়সী হইবে। তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতে হইবে। যে প্রকারেই হউক আমি জানিতে পারিয়াছি সে কোথায় আবদ্ধ আছে এবং তোমাদিগকেও তাহা জানাইতেছি। সংসারে ছেলে মেয়ে কেহ কাহারও নয়, আজ আছে ত কাল নাই। তবে সন্তানকে রক্ষা ও পালন করা পিতার একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা না করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কোন অলৌকিক পথাবলম্বনে ছেলে উদ্ধার করিলে ধর্ম্ম ও তপস্যার হানি হইবে। তাই তোমাদের নিকট এরূপ দক্ষিণা চাহিতেছি। পুত্রোদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, তাই তোমাদের সাহায্য চাহিতেছি, আমার নিজের স্বার্থ সুখের জন্য নহে।

কানাই বলাই নির্ভীকচিত্তে বলিল "আচ্ছা, আপনি স্থান নির্দ্দেশ করে দিন, কোথায় সে আবদ্ধ আছে আমরা তাকে মুক্ত করে এনে দিচ্ছি।"

নিতাই ঠাকুর একটি মানচিত্র বাহির করিয়া বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিগস্থিত ইষ্টইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভিতরের একটা সুবৃহৎ দ্বীপ দেখাইয়া বলিলেন "এই দ্বীপের ভিতর ভূগর্ভে আমার ছেলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।" দ্বীপটি মলয় দ্বীপ নামে খ্যাত। সাগর মেলা হ'তে ঐ দ্বীপের ভিতর অন্য লোকে তাহাকে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কানাই বলাই। তাকে কি জন্য সেখানে লইয়া গিয়াছে ?

নিতাই ঠাকুর। তাদের নিজের কাজের জন্য।

কানাই বলাই নির্ভীক চিত্তে বলিল—

"যে প্রকারে হউক আমরা তাকে উদ্ধার করে এনে দিব।"

নিতাই ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "দুস্তর সাগর পার হবে কিরূপে।"

কানাই বলাই। কেন, গোরক ও কিঙ্করকে সঙ্গে নিব, তাহারা নৌকায় করে সাগর পার করবে।

নিতাই ঠাকুর। আমার বিশ্বাস তোমরা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় যে প্রকারেই হউক অনায়াসে সাগর পার হয়ে কার্য্য সাধন করতে পারবে। এখন তোমরা সে কার্য্যোদ্দেশে যেতে পার কিন্তু মনে রেখো বিপদে আপদে আমার প্রদত্ত মূলমন্ত্র কখনও জপ করিতে ভুলো না। *

উভয় ভ্রাতা গুরুদেবকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক করুণা দেবীর নিকট বিদায় লইতে গেল। করুণা দেবী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন, তাহার পার্শ্বে বসিয়া মহামায়া গৃহকার্য্যের সাহায্য করিতেছিল, তখন কানাই বলাই সে স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

* তত্ত্বদর্শী যোগীগণ চারি প্রকারের যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ।

"মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

মহামায়া এখন একটু সেয়ানা হইয়াছে, বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে। করুণাদেবী কানাই বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি আজই যাবে ?"

কানাই বলাই। আজ্ঞে হাঁ, আমরা আজই যোগানন্দের সন্ধান করতে যাব।

করুণা। পারবে ?

কানাই বলাই। পারব বইকি ?

মহামায়া। এরা আর এখানে আসবে না ?

করুণা। আসবে বৈকি ? তোমরা দুটী ভাই যেন কৃষ্ণ বলরাম, তোমাদের দেখতে বড় ভাল লাগে।

মহামায়ার সুন্দর আয়ত চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে যেন দুই এ বিন্দু অশ্রু নির্গত হইল। কি জন্য ? কানাইর শ্যামজলধর মূর্ত্তিটি যেন তাহার বড় ভাল লাগে। তাহার কথাগুলি যেন হৃদয়ে মধুবর্ষণ করে। তাহারা কথার সঙ্গী ছিল, গানের সঙ্গী ছিল, সুতরাং তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হইবে। কানাইর দিকে একবার মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক চাহিল যেন চাহিতে পারিল না, চক্ষু যেন আপনিই নত হইয়া আসিল। আর কানাইরও কেমন একটু বিচলিত ভাব। সে যে মহামায়াকে দেখিতে পাবে না, তার মধুরপ্রাণস্পর্শী বালিকাসুলভ কথা শুনিতে পাবে না, তাহার হৃদয়োন্মাদকারী সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাবে না, ইহা

মনে করিয়া যেন বড়ই কষ্ট বোধ করিল। তাই কানাই কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বলাই বলিল—

"আস্‌ব বৈকি, মাঝে মাঝে আস্‌ব ; কিন্তু আমরা যেখানেই থাকি সাগর মেলার ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লেই আমরা পাব। গুরুদেবের নিকট আমরা সদাসর্ব্বদা চিঠি লিখ্‌ব।"

কানাই এক দৃষ্টিতে যেন বহুদিনের জন্য মহামায়ার অলৌকিক রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া লইল। বলাইও মহামায়ার রূপ লাবণ্য দৃষ্টে মুগ্ধ কিন্তু তাহার চিত্তের ভাব যেন অতিশয় স্নেহযুক্ত। ভগ্নির প্রতি স্নেহের তুল্য সে স্নেহ। সে মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল " কি মহামায়া ভাবছ্ কি ? আমাদের জন্য কি কষ্ট হবে ? " মহামায়া কিছুই উত্তর করিতে পারিল না কেবল সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিল।

এমন সময় সদা চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল " কি দাদাঠাকুরগণ, তোমরা আজই যাবে ? তা মধ্যে মধ্যে এস, তোমাদের দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। আচ্ছা তোমাদের লেখা পড়ি সব শেষ হ'ল তা দিয়ে কি তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে ? " বলাই হাসিয়া উত্তর করিল "স্বর্গে যাওয়া কি সহজ ? কেবল কি লেখা পড়া জান্‌লেই স্বর্গে যেতে পারে ?"

সদা। এত বৎসর পড়লে, বলত কি হলে স্বর্গে যেতে পারা যায়।

বলাই। ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস থাক্‌লেই স্বর্গে যেতে পারে।

করুণা। যা যা, তোর কাজে যা, তোর ওসব বড় কথায় কাজ কি ?

সদা। আজ্ঞে, আমার মত মূখ্যু মানুষের কি এসব কথা জিজ্ঞাসা করাও দোষ ?

এই বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কানাই বলাইও করুণা দেবীকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

আর মহামায়ার অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। সেরাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না কেবল কানাইর দিব্যমূর্ত্তি ও মধুর হাসি যেন তাহার নিদ্রাশূন্য চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্ন দেখিল যেন কোথায় যাইতেছে, যেন কোথায় গিয়া কত অচেনা লোকের মধ্যে পড়িয়াছে, যেন সে পথ হারা হইয়াছে, তখন কানাই যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া আসিল। অমনি তাহার ঘুম ও স্বপ্ন ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### সাগরযাত্রা।

কানাই বলাই বাড়ী আসিল। কানাইর একটু অন্যমনস্কভাব, কেন সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। বলাইর মনে গুরুদক্ষিণার চিন্তা প্রতিনিয়ত ঘুরিতে লাগিল। সে মনে করিল তাহার ঠাকুরমা জগদম্বা ঠাকুরাণীর অনুমতি না পাইলে তাহারা কখনও গুরুদক্ষিণার কার্য্যে যাইতে পারিবে না। তাহার অনুমতি হইলেই পিতামাতার সম্মতি হইবে। সে ধীরে ধীরে ঠাকুরমার কাছে গিয়া ঠাকুরমার গলা ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, আমাদের পড়া শেষ হইয়াছে গুরুদেব আমাদিগকে বিদায় দিয়াছেন।"

জগদম্বা ঠাকুরাণী। সুখের কথা, এখন ইংরেজিটা ভাল ক'রে শিখে ফেল।

বলাই। কিন্তু আমাদের একটী আব্দার আছে, তা রাখ্তে হবে।

জগদম্বা। তোমাদের আব্দার কবে না রয়েছে? কি আব্দার বল।

বলাই। আমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।

জগদম্বা। সেত ভাল কথা, যাহা ইচ্ছা হয় গুরুদক্ষিণা দিও।

বলাই। আমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হ'বে, তোমরা দিবে না।

জগদম্বা। সে কিরূপ?

বলাই। আমরা তাঁহার হারান ছেলে যোগানন্দকে খুঁজে এনে দিব ইহাই আমাদের গুরুদক্ষিণা।

জগদম্বা। সেকি কথা? সে ছেলেত আজ ৫।৬ বৎসর হ'ল হারিয়েছে এতদিন পরে তাকে কোথায় পাবি?

বলাই। গুরুদেব বলে দিয়েছেন সে সাগরের এক দ্বীপের ভিতর ভূগর্ভে আবদ্ধ আছে, সেখান হতে তাকে উদ্ধার করে আন্‌তে হবে।

জগদম্বা। তোদের গুরুদেবের একথা বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় কি?

বলাই। বিশ্বাসযোগ্যই বোধহয়, আর সেখানে না পেলে অন্যত্রও খুঁজে দেখ্‌ব।

জগদম্বা। সেখানে কি করে যাবি? সেখানে হয়ত অসভ্য বুনো জাতির বাস, তাদের হাত থেকে সে ছেলেকে কি করে উদ্ধার করে আন্‌বি?

বলাই। কিঙ্কর ও গোলককে সঙ্গে নেব। এক রকম করে সেখানে যেতে পারলে কার্য্যও সাধন কর্ত্তে পারব।

জগদম্বাঠাকুরাণীর হাতে মালা ঘুরিতেছিল। তিনি একদৃষ্টিতে বলাইরদিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, ভাবিয়া

দেখিলেন, ছেলেদের গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস, অপার ভক্তি-শ্রদ্ধা; তাহাদের অদম্য সাহস, অসীম নির্ভীকতা, বুদ্ধি প্রাখর্য্য এবং তৎসঙ্গে কার্য্যপটুতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। এরূপ স্থলে ঈশ্বরের কৃপায় ইহাদের কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কার্য্যটি বড় বিপজ্জনক। সেখানে গেলে ইহাদের সশরীরে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা অতি কম। তবে কি না মরা, বাঁচা সমস্ত সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের হাত। তিনি এইরূপ ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "দেখ্, তোর মা বাপকে জিজ্ঞেস কর, তারা কি বলে।"

জগদম্বা ঠাকুরাণীর মালা ঘুরিতে লাগিল। বলাই সেস্থান হইতে পিতার নিকটে গেল। বলাই শ্যামলালকে গুরুদক্ষিণার কথা বলিল, শ্যামলাল বলিল "ওসব কথা কি বিশ্বাস করতে হয়? সে হারাণ ছেলে কোন দ্বীপের ভিতর মাটীর নীচে এখনও বেঁচে রয়েচে—এও কি একটা সম্ভব?

বলাই। সংসারে অসম্ভব কি আছে?

শ্যামলাল। সম্ভব হলেই বা তোরা সেখানে যাবি কি করে এবং ছেলে উদ্ধার করেই বা আন্‌বি কি করে?

এমন সময় রাজলক্ষ্মী দেবীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "তাকি হয়? আমিত কোন প্রকারেই তোমাদিগকে এরূপ কাজে যেতে দিব না। তোমাদের গুরুদেবকে টাকা, কাপড়াদি যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা দেওয়া যাবে"।

বলাই। শাস্ত্রানুসারে—

"গুরু ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ ॥১

কেননা তাঁহার দ্বারাই সেই চিন্ময় বিষ্ণুপদ দর্শিত হইয়া থাকে। কাজেই জীবনান্ত করিয়াও তাঁহার আদেশ পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

এমন সময় জগদম্বা ঠাকুরাণী কানাইকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কানাই এতক্ষণ শুইয়াছিল, শুইয়া শুইয়া মহামায়ার সুন্দর মুখখানি ও আয়ত ছল ছল নেত্র মনে মনে চিন্তা করিতেছিল কিন্তু যেই গুরুদক্ষিণার কথা তাহার মনে পড়িল অমনি সেই চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া ঠাকুরমার সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

জগদম্বা ঠাকুরাণী বলিলেন—

"তোমরা এদের গুরুদক্ষিণার বিষয়ে কি বল্‌ছ?"

শ্যামলাল। এদের মায়েরত কোন প্রকারেই মত হচ্ছে না।

জগদম্বা ঠাকুরাণী। বউমা, ঈশ্বর এ ছেলে দুটিকে দিয়েছেন, নেওয়ার কর্ত্তাও তিনি। এখানে থাক্‌লেও নিতে পারেন, তুমি আমি ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ব না। সেখানে গেলেই যে নিবেন তাহারই বা ঠিক কি? তবে ইহাদিগকে তাঁর হাতে সপে দিয়ে যেতে দাও না কেন? এদের ইচ্ছামত গুরুদক্ষিণা দিতে পারেত ভাল কথা।

কানাই। হা মা, আমরা যাবই, আমাদের যেতে দাও। আমরা শপথ করে এসেছি, এই গুরুদক্ষিণা দিব। রাজলক্ষ্মী দেবী কিছু না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামলাল চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাহার মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণীই প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। ছেলেদের রক্ষা কর্ত্তা প্রকৃত পক্ষে তাহারা কেহ নহে। বিশেষতঃ তাহার মাতৃ আজ্ঞা তাহাদের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। তিনি সম্মতি দিলেন। রাজলক্ষ্মী দেবী শ্বশ্রু ও স্বামীর মতের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিতে পারিল না কিন্তু অবিরল চক্ষুর জল পাতও সহজে নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

পরদিন শুভক্ষণে কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলককে নিয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রাদিও নিল। শ্যামলাল তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট টাকা পয়সাও দিলেন।

শ্যামলালের সংসার হইতে কেবলার মার জবাব হইয়াছে, তাহার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সংসারে আর কোন গোলমাল রহিল না। শ্যামলালের বৈষয়িক কার্য্যে আরও অধিক মনোযোগ হইল। জগদম্বা ঠাকুরাণীর নীরব মালা ঘোরা আরও বৃদ্ধি হইল—আর রাজলক্ষ্মী দেবীর অশ্রুজলও থামিল; সে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পাঠে বিশেষ মনোযোগী হইল।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---

### সাগর লঙ্ঘন।

কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে সাগর সঙ্গমে পৌঁছিল। তাহারা প্রথমতঃ তথাকার থানায় গেল। সেখানে পূর্ব্বের দারোগা বাবু নাই তাহার স্থলে অন্য দারোগা আসিয়াছে। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করায় সে পূর্ব্বের ডাইরি খুজিয়া বলিল, "না, সে হারান ছেলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।" সুতরাং সেখানে নিস্ফল হইয়া তাহারা সাগর লঙ্ঘনের চেষ্টায় রহিল। সে দুস্তর সাগর দৃষ্টি করিয়া কানাই বলাই ভীত হইল না, তাহাদের স্বাভাবিক নির্ভীকতা তখনও রহিয়াছে। কিঙ্কর ও গোলক কিছু শঙ্কিত হইল। কি প্রকারে এই দুস্তর সাগর পার হইবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সাধারণ নৌকাদ্বারা এ সাগর পার হওয়া যাবে না। তাই কিরূপ নৌকায় এ সাগর পার হইতে পারা যায় তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহারা দেখিতে পাইল যে চট্টগ্রাম প্রদেশের ক্ষুদ্র সাম্পান নৌকাগুলি সমুদ্রের ঢেউর উপর দিয়া অনায়াসে যাওয়া আসা করিতেছে।

এক সাম্পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে ঐসব নৌকায় তাহারা ব্রহ্ম প্রদেশ, চীন প্রদেশ, সিঙ্গাপুর, লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিয়া থাকে। সুতরাং কানাই বলাই প্রভৃতিও ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে এক সাম্পানওয়ালা হইতে একখানা সাম্পান ক্রয় করিল। গোলক ও কিঙ্কর সেই সাম্পান নৌকা চালান অভ্যাস করিতে লাগিল।

মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি কানাইর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিলেও ঘটনাস্রোতে সে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল না। মহামায়ার স্মৃতি তাহার মনে অনেক সময়েই জাগিয়া উঠিত।

গোলক ও কিঙ্কর সাম্পান নৌকা চালনা অভ্যাস করিত আর কানাই বলাই এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিত, কখন বা সমুদ্রতীরে বসিয়া পর্ব্বততুল্য তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের শোভা সন্দর্শনে ভগবৎভক্তিতে উচ্ছসিত হইত এবং তখন কালিদাসের রঘুবংশের সাগরবর্ণনার সত্যতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিত। বায়ু সেবন লালসায় ভুজঙ্গনিচয় তরঙ্গের রেখার ন্যায় তীরে বিচরণ করিতেছে, সূর্য্যকিরণ সম্পাতে তাহাদের মস্তকস্থিত মণি ঝকমক করিতেছে তাহাতেই কেবল উহাদিগকে সর্প বলিয়া উপলব্ধি করা যাইতেছে। তাহাদের নিকট তমাল তাল বনরাজি শোভিত তীর ভূমি বড়ই মনোহর বোধ হইতে লাগিল। দিগন্তব্যাপী ফেনিল অম্বুরাশি তাহাদের নিকট ভগবানের একাধারে সত্বঃ, রজঃ, তমোগুণের পরিচায়ক প্রধান বিভূতি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন

তখন মাঘের সমুদ্র বর্ণনাও তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইল যথা—

" পারেজলংনীরনিধেরপশ্যন।
মুরারিঃ আনীল পলাশরাশীঃ।
বনাবলীরুৎকলিকা সহস্র
প্রতিক্ষণোৎফুলিত শৈবলাভাং ॥৭০

শিশুপালবধ।

হেরিলা মুরারি দূর সিন্ধুপারে
শ্যামপত্রজালে পূর্ণ বনরাজি।
কূলে ক্ষিপ্ত কোটি তরঙ্গ প্রহারে
শৈবালমালায় আভায় পরাজি ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

কোন কোন দিন গোলক ও কিঙ্কর, কানাই বলাইকে সঙ্গে লইয়া নৌকা চালানি অভ্যাস করিত। এইরূপে কিছুদিন অভ্যাসের পর বিবিধ প্রচুর খাদ্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদ্রলঙ্ঘন উদ্দেশ্যে সেই সাম্পান নৌকায় তাহারা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিল।

নৌকাখানি সমুদ্রের পর্ব্বততুল্য বিচীমালার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিল কিন্তু নৌকার নাচনি এত অধিক যে কানাই বলাইর প্রায় সর্ব্বদাই নৌকার কাঠ ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। তাহারা দেখিতে পাইল কোথাও ভীমকায় তিমি মৎস্য সকল ফুৎকারে মৎস্যসহ জল উদ্গীরণ করিতেছে, কোথাও মত্ত হস্তীর ন্যায় কুম্ভীরকুল ফেনিল তরঙ্গরাশি দ্বিভাগ করিয়া চলিতেছে এবং ক্ষণকালের জন্য তৎকপোলসংলগ্ন ফেনরাশি শ্বেত চামর সদৃশ শোভা পাইতেছে। কোথাও শ্বেত শঙ্খকূল প্রবল তরঙ্গাঘাতে একবার উঠিতেছে আবার পরমুহূর্ত্তেই লয় পাইতেছে। কোথাও প্রবল জলস্তম্ভ উথলিয়া সমুদ্র মন্থনের আভাস প্রকাশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি জাহাজ সেই ফেনিল অম্বুরাশি ভেদ করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অপর কোন নৌযান তাহারা দেখিতে পাইতেছে না এজন্য তাহারা সকলেই কিছু শঙ্কিত হইল, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভরপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া রহিল। কানাই বলাই গুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্র মনে মনে জপ করিতে ক্রুটী করিতেছিল না।

গোলক হাল ধরিয়াছে, কিঙ্কর নৌকার দাঁড় টানিতেছে, নৌকা নৃত্যশীল তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া চলিল। গোলকেরও ভাবের আবেশ হইল—সে গান ধরিল—

গান।

রাগিনী ইমন—তাল একতালা।

সাধের তরী মরি জলধি বুকে।
নাহি হেরি পারাপার কূল কোন দিকে॥

কিঙ্কর বলিল "কোন চিন্তা নাই" এই বলিয়া জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল।

গোলক গায়িল—

"চিন্তা ভাব্না কি জানিনে তাকি
(তাই) পিছনে না চেয়ে তরী চালাই সমুখে॥"

কিঙ্কর বলিল, "তবে আর ভয় কি? তোর গানের যে অর্থ পাচ্ছিনে।"

গোলক আবার গায়িল—

"ওপারেতে যেতে চাই
মাঝ্ সাগরে ঢেউর জোরে যদি ডুবে যাই
কূলের কোলে উঠ্বার আশা সব যাবে চুকে॥"

কিঙ্কর বলিল—

"জন্মিলে যখন মরণ আছে তখন মাঝ্ সাগরে মর্লেই বা দোষ কি?"

গোলক গায়িল—

"সাগরের অতল জলে
পথের মাঝে বাজে কাজে অকালে মলে
পারের কাজত প'ড়ে থাক্‌বে
পার হব আর কোন্ মুখে ॥"

কিঙ্কর। সেত ঠিক কথা, তাতে তোর চিন্তা কি?

গোলক গায়িল—

"যার কাজ তার মাথা ব্যথা
তোমার কাজ আমার কাজ সবারি কাজ আছে সেথা।
তার কাজেরই সবাই কাজি,
সবারই সুখ তার সুখে ॥"

কিঙ্কর বলিল "তোর গানত হল, এখন দাদাঠাকুরদের একটা গান হোক।"

কানাই বলিল "নৌকায় নাচুনির চোটেই ঠিক্ থাকতে পাচ্ছিনে।"

কিঙ্কর বলিল "এ নৌকা টলার সঙ্গে একটা গান গেয়ে ফেল, তাহলে কষ্ট অনেকটা কম বোধ হবে।"

কানাই বলাই গান ধরিল—

ইমন কল্যান। তাল—ধামার।

সুন্দর সাগর তরঙ্গে দুলিছ।
বাড়বাগ্নি জ্বালা হৃদয়ে ধরেছ ॥
নদী নাগর সাগর রত্নপ্রবালাকর,
সৌরকরমালা বক্ষে করেছ ॥
(তুমি) তরল তরঙ্গিত দিগন্ত ব্যাপৃত
সত্ব রজ তমগুণ ক্ষরিছ ॥
যুগান্তে যোগঘন নারায়ণ শয়ন,
দেবগণে মন্থনে ধন দিয়েছ।
এ অজ্ঞ অধম জনে দয়া কর নিজ গুণে,
সবার প্রতি দয়ার মতি যেমন সদা রেখেছ ॥

এইরূপে তাহারা পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি সাগর বক্ষে নির্ভীক চিত্তে সেই নৌকায় কাটাইল। ষষ্ঠ দিন সকাল বেলা অদূরে একটী দ্বীপের কূলভূমি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা বাড়িলে ঝড় উঠিল। তাহাদের নৌকা ঝড়ের বেগে ও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে একেবারে গিয়া সেই দ্বীপের উপর উঠিল। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল সে দ্বীপটির নাম জম্বুদ্বীপ। তথা হইতে মলয়দ্বীপ নৌকা পথে পূর্ব্বদিকের দুদিনের পথ ব্যবধান। জম্বুদ্বীপের লোকগুলি অসভ্য এবং স্ত্রীপুরুষ সকলেই অসভ্যজাতীয় বেশভূষায় ভূষিত। তাহাদের ভাষা না বাঙ্গলা না হিন্দি এক প্রকার মিশ্রিত ভাষা।

কানাই বলাই প্রভৃতি এতদিন পরে ভূমি পাইয়া তীরে সানন্দে অবতরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় সাগরতীরস্থ দুই একটী লোকের নিকট পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া, কতকগুলি দ্বীপবাসী স্ত্রীপুরুষ নৃত্য ও গান করিতে করিতে তাহাদেরদিকে আসিতে লাগিল। পুরুষদিগের হাতে ছোড়ার ন্যায় ছোট ছোট ছোড়া, স্ত্রীলোকগুলির হাতে ছোট এক এক খানি লাঠি। সেই লাঠির একধার এরূপ ক্ষুদ্র লৌহাস্ত্র সম্বলিত যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কাজ করে।

তাহাদের গানটি এরূপ—

গজল—কাহার্ব্বা।

আরেরে ভাইয়া রতন মেলায়া
সোহি রতন কোহি নেই।
এইছা রতন মরি যতন করিয়া লে
গায়িয়ে নাচিয়ে লে তাধেই তাধেই।
ধর লিজিয়ে হাত মুখে মিটি বাত
চল মোর সাথ ধিনি ধিটি ধেই॥
হৃদি রাখ্‌ব সুখে থাক্‌ব
ঝেমন চাইবি তেমনি আনি দেই॥
ছাওয়াল পাইব মেয়া দেখব
দুধ খাওয়াব তা সবেই
তেই হাসবে কাস্‌বে সুখ ফেরবে
কখন চলবে ধেই ধেই॥

এইরূপ গান করিয়া তন্মধ্যের দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক একটি কানাইর অপরটি বলাইর হাত ধরিল। আর মধ্যবয়সী দুইটি স্ত্রীলোক একটি কিঙ্করের অপরটি গোলকের হাত ধরিল।

কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক সকলেই ঐই ব্যাপার দেখিয়া অবাক। কিছুক্ষণ পরে বলাই বলিল—

"আমাদের ছেড়ে দাও আমরা মলয়দ্বীপে যাব।"

যে যুবতী বলাইর হাত ধরিয়াছিল সে বলিল "সেথা মানুছ (মানুষ) পাতাল মে রতা, তোকে যাইতে না দেবে।"

বলাই সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল। কানাই, কিঙ্কর ও গোলক তদনুরূপ করিল। তখন সকল স্ত্রী পুরুষ তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলে কিঙ্কর বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। বন্দুকের ধূমপূর্ণ আওয়াজ শুনিয়া ঐ অসভ্য নরনারীগণ কিল বিল করিয়া পলায়ন করিল। ঝড় থামিয়াছে। তখনই কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া সাগরে পুনর্ব্বার নৌকা ভাসাইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে জম্বুদ্বীপবাসীদিগের নিয়ম এই যে আগন্তুক ব্যক্তি আসিলে তাহাকে যাহার পছন্দ হয় তাহাকে পুরুষ হইলে স্বামী ও রমণী হইলে স্ত্রীস্বরূপ স্বগৃহে গ্রহণ করে। ইহারা বন্দুককে বড় ভয় করে।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### দ্বীপে বাস।

কানাই, বলাই প্রভৃতি তার পরদিন মলয়দ্বীপে পঁহুছিল। নৌকাখানি এক ঝোপের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া তাহারা দ্বীপের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল দ্বীপটি প্রকাণ্ড ও অতি পুরাতন, বিবিধ লতা গুল্ম ও বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহারা সর্ব্বত্র ঘুড়িয়া দেখিল কোথাও জনমানব বা জনমানবের বাসের চিহ্ন মাত্রও নাই। তাহারা জঙ্গলের ভিতর এক পুরাতন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারা জম্বুদ্বীপে শুনিয়াছে এখানকার লোক পাতালে বাস করে। তাহাদের অনুমান হইল যে সম্ভবতঃ এখানকার লোক ভূগর্ভে বাস করে এবং নিতাইঠাকুরের বাক্য সত্য হইবার খুব সম্ভাবনা। তাহারা দ্বীপের সর্ব্বত্র খুজিয়া দেখিল কিন্তু কোথাও ভূগর্ভে যাইবার কোন রাস্তা বা সুরঙ্গ দেখিতে পাইল না। এইভাবে ২।৩ দুই তিন দিন কাটিয়া গেল তথাপি তাহারা নিরাশ হইল না। কানাই বলাইর তাহাদের গুরুদেবের কথার উপর অটল ও অগাধ বিশ্বাস, বিশেষতঃ তাহারা জম্বুদ্বীপে শুনিয়াছে যে এই দ্বীপবাসী লোক সকল পাতালে বাস করিয়া

থাকে। সুতরাং তাহাদের এ বিষয়ে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। কিঙ্কর ও গোলকের একটু সন্দেহ ছিল কিন্তু জম্বুদ্বীপে পাতালের কথা শুনিয়া তাহারাও নিতাইঠাকুরের বাক্যে একটু আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। দ্বীপটি যেন জোৎস্না বিধৌত হইয়া শুক্লাবরণে আবৃত হইয়াছে। রজনী এক প্রহর হইয়াছে এমন সময় তাহারা সাগরের উপকূলাভিমুখে সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইল। কোথা হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছে জানিবার জন্য প্রথমতঃ কিঙ্কর অগ্রসর হইল। কিঙ্কর অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, " দাদাঠাকুরগণ, পৈরী ও দেবতা নামিয়াছে, তারা কেমন সুন্দর নাচ্‌ছে ও গাইছে।"

বলাই বলিল—" তুই পাগল হলি নাকি ? এখানে এসময় পৈরী ও দেবতা আস্‌বে কোথা হতে ? আর এ কলিকালেত পৈরী ও দেবতা এ পৃথিবীতে নামার কথা কখনও শুনি নাই।"

কিঙ্কর। সত্যই পৈরী ও দেবতা নামিয়াছে, দেখ এসে।

তাহারা সকলে সশস্ত্রে অগ্রসর হইয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে নৃত্য ও গান দেখিতে ও শুনিতে লাগিল এবং নৃত্য-গীতাদিতে নিযুক্ত লোকগুলি কিরূপ তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল, রমণীগণ সমস্তই প্রকৃতপক্ষে অপ্সরা বা পৈরী তুল্য সুন্দরী আর পুরুষগুলি দেবতুল্য দিব্যকান্তি ও বলিষ্ঠ দেহ।

সকলেই দিব্য বেশ ভূষায় ভূষিত। তাহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র হইয়া মহানন্দে নৃত্য-গীত করিতেছে।

গান।

রাগিনী ভৈরবী—তাল আদ্ধা।

রমণীগণ। মোরা সাগরের জলে সিনান করিতে এসেছি।

পুরুষগণ। মোরা সাগরের কূলে রতন কুড়াতে এসেছি।

রমণীগণ। মোরা সাগরের বারি, নয়নে নেহারি,
সাগরের বুকে পড়েছি।

পুরুষগণ। মোরা জলধি দয়ায়, কত সাধনায়,
রাজ্য গোপনে গড়েছি॥

রমণীগণ। মোরা সাগর সিনানে ব্যাধি বিদূরি
সুন্দররূপ ধরেছি।

পুরুষগণ। মোরা সাগরের গুণে সাগর ভ্রমণে
দিব্য কান্তি পেয়েছি॥

রমণী, পুরুষ একত্রে। হে সাগর বর করুণা তোমার
সার এ হৃদয়ে জেনেছি।

এইরূপ গান করিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলে সাগরের তরঙ্গ-পূর্ণ জলে স্নান করিল তৎপরে সকলে মিলিয়া দ্বীপের মধ্যভাগে গিয়া একত্রে পুনরায় নৃত-গীত আরম্ভ করিল।

গান।

রাগিনী সাহানা—তাল যৎ।

" মনের মলা ধুয়ে গেল আর কি করি ভয়।
রত্নাকরে ডুব দিয়ে তাই সবাই রতন্ হয়॥
আজ শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ মনে
শিবের পূজা শিব ভবনে,
কর্ব মোরা গাইব শিবের জয়॥
কালী মায়ের চরণ পূজে সাগর কূলে কর্ব অরি ক্ষয়।

এইরূপ গান করিতে করিতে হঠাৎ সকলেই সেই স্থলে ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইল। কানাই বলাই প্রভৃতি সকলেই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গেল কিন্তু তাহারা তথায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার কোন পথ দেখিতে পাইল না। যাহা হউক তাহারা সে স্থানটি ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া রাখিল।

কিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, " কি দাদাঠাকুরগণ, কি মনে কর।"

বলাই। ইহারা মানুষ বই আর কিছুই নহে, ভূগর্ভে বাস করে।

কানাই। তাই বোধ হয়।

গোলক। আমি কিন্তু কিছু ঠিক কর্‌তে পারি না।

সে বিস্ময় বিমুগ্ধ।

কিঙ্কর। দেখা যাক্ পরে কি হয়।

——:০:——

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—(০)—

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•○•—

### পাতাল প্রবেশ।

তার পর দিন সকালবেলা তাহারা সকলে সেস্থানে লোকগুলি ভূগর্ভে লয় পাইয়াছিল সেই স্থানে গেল। দিবাভাগেও তাহারা তথায় ভূগর্ভে যাইবার কোন পথই দেখিতে পাইল না। অনেকক্ষণ পরে কানাই বলিয়া উঠিল "দাদা পগত পেয়েছি" এই বলিয়া একস্থান দেখাইয়া দিল। সকলে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে সেখানে একখানা প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর বালুকাময় মৃত্তিকাসহ মিশিয়া রহিয়াছে কিন্তু উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই পাথর খানার এক কিনারায় একটি (কল) স্প্রিঙ্গ রহিয়াছে। কানাই সেটি ধরিয়া নীচেরদিকে চাঁপ দিলে পাথরখানা অপর দিকে সরিয়া গিয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর খুলিয়া দিল। তাহারা সেই গহ্বর দিয়া চাহিয়া দেখিল যে ভূগর্ভে নামিবার জন্য সুবিস্তৃত সুন্দর পাথরের সিড়ি রহিয়াছে তাহারা সশস্ত্র সেই গহ্বর দিয়া সিড়ি পথে নামিল। উপরদিকে চাহিয়া দেখিল সেই পাথরখানার নীচে একপার্শ্বে তদনুরূপ একটি স্প্রিঙ্গ (কল) রহিয়াছে। বলাই যেই স্প্রিঙ্গ (কল) উপরের দিকে চাপ দিল অমনি পাথরখানা

সরিয়া গিয়া গহ্বরমুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে পাথরখানার উভয়দিকে উপরের ভাগে ও নীচের দিকেও খুলিবার ও বন্ধ করিবার এই দুই প্রকারেই স্প্রিঙ্গ বা কল রহিয়াছে। সুতরাং উপর হইতেও পাথরখানা যেরূপ খোলা ও বন্ধ করা যায় নীচ হইতেও তদ্রূপ উহা খোলা ও বন্ধ করা যাইতে পারে। গোলক ও কিঙ্কর ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আর কানাই বলাই এইরূপ আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল দর্শনে মুগ্ধ হইল এবং মনে মনে উহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। গহ্বরমুখ বন্ধ হইয়া গেল সত্য কিন্তু সিড়িপথে গ্যাসালোকের ন্যায় দিব্য ফটফটে আলো জ্বলিতেছে। তাহারা বিস্মিত হইয়া পার্শ্বের ও উপরেরদিকে চাহিয়া দেখিল যে বাস্তবিক উপরে এবং দুইপার্শ্বে এক প্রকার গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, সেরূপ আলো তাহারা কোন দিনই জীবনে প্রত্যক্ষ করে নাই।

তাহারা সেই সিড়িপথ বাহিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল, জন মানবের ছায়াও তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে না এবং কোন জীবের সাড়া শব্দও তাহারা পাইতেছে না। সিড়িপথ বাহিয়া তাহারা প্রায় ২০০ হাত নীচের দিকে অবতরণ করার পর তাহারা দেখিল যে সিড়িপথ শেষ হইয়াছে এবং সেই স্থান হইতে সুন্দর সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত আলোকময় পাকা এক রাস্তা চলিয়াছে। কিন্তু তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সিড়িপথের পরই তাহাদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প

পথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সর্প যে এরূপ প্রকাণ্ড হইতে পারে তাহা তাহারা কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। উহার শরীর প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায় মোটা, মস্তকটী সুবৃহৎ এবং দেহ সুদীর্ঘ। তাহাদিগকে দেখিয়া সর্পটি গর্জ্জিয়া উঠিল বোধ হইল যেন তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাহারা সকলে "প্রকাণ্ড সাপ্‌রে সাপ্‌" এইরূপ চিৎকার করিয়া ভয়ত্রস্ত ভাবে সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। যত তাহারা উপরে উঠিতে লাগিল সর্পও যেন লাঙ্গুল ভর করিয়া তত উচ্চ হইতে লাগিল এবং লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। এরূপ ভীষণকায় সর্প যে লাঙ্গুল ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে বা উর্দ্ধগামী হইতে পারে তাহা তাহারা কখন মনে করে নাই। তাহারা সকলেই প্রাণভয়ে অভিভূত হইল। কানাই, বলাই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপিতে লাগিল। কানাই, বলাই উভয়ে ফিরিয়া সাহসে নির্ভর পূর্ব্বক সর্পের বদন ও মস্তক লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুকের ৩।৪টি গুলি ছাড়িল। বন্দুকের গুলির নিকট কাহারও নিস্তার নাই। গুলি লাগায় সর্পটি বিকট চীৎকার করিয়া এবং শরীর মোড়া মুড়ি দিয়া প্রকাণ্ড শব্দে ভূমিসাৎ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাদের বর্ত্তমান বিপদ কাটিল সত্য কিন্তু তাহাদের ধারণা হইল যে তাহাদের গন্তব্য পথ অতিশয় দুর্গম ও অধিকতর বিপদ সঙ্কুল। যাহা হউক তাহারা কোন প্রকারে সেই মৃত সর্পের দেহ অতিক্রম

করিয়া সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল। রাস্তায় আর জনপ্রাণী দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। এক মাইল পরিমাণ পথে অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কুলুকুলুনাদে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাব উপরে লৌহ নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত সুন্দর একটি পুল, তাহার অপর দিকে আবার সেইরূপ রাস্তা চলিয়াছে কিন্তু সেই পুলের অপর পারে রাস্তার প্রবেশ দ্বারেই একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিচরণ করিতেছে। এরূপ বিকট-দশন প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পুলটি সুদীর্ঘ। তাহারা এপারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাঘটি তাহাদিগকে দেখিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য লাফে লাফে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সকলেই ব্যাঘ্রের উপর গুলি নিক্ষেপ করিল। তিন চারিটী গুলি একসঙ্গে যাইয়া কোনটি ব্যাঘ্রের মস্তকে, কোনটি পৃষ্ঠে, কোনটি পেটে, কোনটি কপোলে লাগিয়া গভীর রূপে আঘাত করিল। ব্যাঘ্র বিকট গর্জ্জন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পুলের ওপারে রক্ত উদগীরন করিতে করিতে যাইয়া পড়িয়া রহিল। তাহারা বুঝিল যে ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা তখন পুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আরও এক মাইল পরিমাণ পথ তাহারা অগ্রসর হইল। এই সমস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বেই দিবাভাগেও গ্যাসের ন্যায় দিব্য আলো জ্বলিতেছে। সূর্য্য বা সূর্য্যরশ্মি কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু রাস্তার উভয়,

পার্শ্বেই প্রকাণ্ড উচ্চ পাহাড়, উপরেও পাহাড়, আকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহারা বুঝিল যে কোন পাহাড়ের ভিতর দিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। যাহা হউক সেই লৌহনির্ম্মিত পুল হইতে আরও এক মাইল যাওয়ার পর তাহারা দেখিতে পাইল যে প্রকাণ্ড ও অত্যুচ্চ এক লৌহ কপাট রহিয়াছে আর তাহার উভয় দিকে ও উপরে পাহাড়। সেখানেই রাস্তা শেষ হইয়াছে। তাহারা আরও দেখিতে পাইল যে সেই প্রকাণ্ড তোরণের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড সিংহ বিচরণ করিতেছে। তাহারা কোন দিন সিংহ দেখে নাই, সিংহের ছবি দেখিয়াছে মাত্র। সিংহের ছবির অনুরূপ ঐ পশু দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিল যে উহা সিংহ। তাহারা ঐ ভীষণ সিংহ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং জীবন সংশয় মনে করিল। সিংহও তাহাদিগকে দেখিয়া সর্ব্বদিক নিনাদিত পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তাহারা বন্দুক লইয়া সিংহকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় ঝন্ ঝনাৎ শব্দে লৌহ তোরণ খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লোক তীর, ধনু, তরোয়াল, ত্রিশূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হইল এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। এদিকে সেই সব আক্রমণকারী লোক দর্শনে সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল না, দাঁড়াইয়া দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা সেই লোকদিগের প্রতিই গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। দুই একটি লোক গুলিতে আহত

হইয়া মরিয়া গেল, দুই একটি লোক হতজ্ঞান হইল, কেহ কেহ রক্তাক্ত কলেবরেই তাহাদের প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু তাহারা চারি ব্যক্তি মাত্র, বহুলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুঝিতে পারিল না। একটি তীর আসিয়া কানাইর পাদদেশ বিদ্ধ করিল, আর একটী তীর বলাইর দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিল আর একটি তীর গোলকের দক্ষিণ পদ বিদ্ধ করিয়া চলৎশক্তি রহিত করিল, এবং অন্য তীর কিঙ্করের দক্ষিণ উরুদেশ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিল। তাহারা চারিজনই হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। আর এই অজ্ঞানাবস্থায় তাহারা চারিজনই পাতালপুরীতে নীত হইয়া পৃথক পৃথক কারাগৃহে আবদ্ধ রহিল

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—(*)—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---

### পাতাল রাজ্য।

মলয়দ্বীপের সংলগ্ন সাগর হইতে একটি পাহাড় উঠিয়াছে, সেই পাহাড়ের উপরেই এই পাতালপুরী ও পাতাল রাজ্য স্থাপিত। মলয়দ্বীপ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত রাস্তা দ্বারা তাহাতে মাত্র যাওয়া আসা যায়। সে রাজ্যের রাজা ও যুবরাজ উভয়েই রাজ্যের লোক দ্বারা মনোনীত হয়। যুবরাজ মনোনীত করার উদ্দেশ্য এই যে রাজার অনুপস্থিতে যুবরাজ রাজ কার্য্য করিতে পারে। রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজা বা যুবরাজ কেহই বিবাহ করিতে পারেন না কেননা তাঁহারা বিবাহ করিলে রাজবংশ বৃদ্ধি হইবে এবং রাজবংশ বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের মধ্যে কলহ, বিবাদ দ্বারায় রাজ্যে অরাজকতা ও অশান্তি জন্মিতে পারে। রাজা ও যুবরাজ ইচ্ছা করিলে অন্য ছেলে মেয়ে পুত্র কন্যা স্বরূপ রাখিতে পারেন কিন্তু তাহারাই যে রাজা বা রাণী হইবেন এরূপ নিশ্চয়তা নাই। সেই দেশের রাজার নাম দিগম্বর, যুবরাজের নাম শুক্লাম্বর। রাজা একটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়াছেন। যুবরাজ একটী কন্যা রাখিয়াছেন মাত্র। রাজ্যের অন্যান্য লোক ইচ্ছাধীন বিবাহ করিতে পারে। সমস্ত

রাজ্যের ভিতর রাজপুরীতে দুইটী দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী মন্দিরে মহাদেবের মূর্ত্তি, অপর মন্দিরে কালী প্রতিমা। উভয় মন্দিরেই নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত দ্বারা নিত্য পূজা হইয়া থাকে। কালী পূজায় বিবিধ পশু বলি হয়, মধ্যে মধ্যে নরবলিও হইয়া থাকে। কোন আগন্তুক এ রাজ্যবাসী হইলে মহাদেবের মন্দিরে দীক্ষিত হইতে হয় এবং রাজা ও যুবরাজের আজ্ঞাধীন থাকিবে এইরূপ শপথে আবদ্ধ হইতে হয়।

এ রাজ্যের মন্ত্রীর নাম বিশ্বনাথ, সে অবিবাহিত রহিয়াছে। সে মনে মনে রাজত্ব পাইবার আশা করিতেছে। সেনাপতি চন্দ্রনাথও সেই উদ্দেশ্যে অবিবাহিত রহিয়াছে। মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রত্যেকেই এক একটি কন্যা রাখিয়াছেন। রাজ্যের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে যখন রাজা ও যুবরাজ মনোনীত হয় তখন অধিকাংশ লোক যাহার বাধ্য, রাজ্যে তাহার আধিপত্যও বেশী।

কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক পৃথক পৃথক রাজ কারাগৃহে আবদ্ধ। রাজার আদেশে রাজবৈদ্যের সুচিকিৎসায় তাহারা প্রত্যেকেই এক মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল সত্য কিন্তু কারাগারেই বন্দী রহিল। নিয়মিত আহার্য্য পাইতেছে কিন্তু বাহির হইতে পারিতেছে না। এই নির্জ্জন কারাবাসের সময়ে কানাইর মাঝে মাঝে মহামায়ার চাঁদোপমা মুখখানি মনে পড়িত বৈ কি? আর তখন তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত, আর মনে হইত সেখান হইতে তাহারা জীবন লইয়া ফিরিবে না, সে ভাবনা

ভাবিয়া কোন লাভ নাই। কানাই বলাই গুরু প্রদত্ত মূলমন্ত্র সদা সর্ব্বদা মনে মনে জপ করিতে ক্রটি করিত না।

কিছুদিন পরে তাহাদের সকলের রাজ দরবারে তলব হইল। প্রতিহারীগণের মুখে তাহারা জানিতে পারিল তাহাদের বিচার হইবে। রাজা দিগম্বর, যুবরাজ শুক্লাম্বর, মন্ত্রী বিশ্বনাথ, সেনাপতি চন্দ্রনাথ সকলেই সেই রাজদরবারে উপস্থিত আছেন। রাজা, যুবরাজ আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে চারণগণ স্তুতি গান করিল তৎপর অপ্সরা সদৃশ নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীতাদি করিল। এ রাজ্যের রাজদরবার রাত্রিতে হইয়া থাকে।

তারপর কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলককে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। তাহারা প্রত্যেকেই পরস্পরকে দেখিয়া আনন্দিত কেননা এতদিন তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই প্রহরী ও রাজবৈদ্যের নিকট তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে তাহারা সকলেই জীবিত রহিয়াছে। এ সময় তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেও কথোপকথনের সুবিধা হইয়া উঠিল না।

রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায়"?

বলাই উত্তর করিল "বঙ্গদেশে।"

রাজা। এখানে আস্‌লে কি করে?"

বলাই। নৌকা যোগে—এ দ্বীপের নিকট নৌকা ডুবে যায়।

রাজা। কোথা যাওয়া হচ্ছিল?

বলাই। ব্রহ্মদেশে, চাকরী উদ্দেশ্যে।

রাজা। তবে এখানে চাকরী করনা কেন? করবে?

বলাই। এখানে কি চাকরী হবে?

মন্ত্রী। তা পরে বুঝা যাবে। এখানে চাকরী কর্ত্তে হলে কয়েকটী নিয়ম পালন কর্ত্তে হবে। প্রথমতঃ আজীবন এ রাজ্যে থাকতে হবে, দেশে আর যেতে পারবে না, দ্বিতীয়তঃ শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, তৃতীয়তঃ এ রাজ্যের রাজাকে রাজা বলিয়া মানিতে হবে এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে হবে। তা না হলে কালীমায়ের সম্মুখে বলি হতে হবে। বুঝলে হে বাপু, তোমরা ছেলে মানুষ, বুঝে সুজে উত্তর দিও।

বলাই। ইহার কোন নিয়মই আমরা পালন কর্ত্তে পারব না। আমাদের বাপ মা আছেন, দেশে যেতেই হবে। আমরা পূর্ব্বেই গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েছি আর কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারব না। আমাদের রাজা ইংরেজ, এরূপ সদাশয়, নিস্বার্থ, পরোপকারী, শান্তিদাতা রাজা আমরা আর পাব না। অন্য রাজা বা রাজত্ব আমরা মানি না।

রাজা। এ রাজ্যে আসলে কাহাকেও অন্যত্র যাইতে দেওয়া হয় না। যদি সে এ রাজ্যের রাজার বশ্যতা চিরদিনের জন্য স্বীকার না করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। এখনও সময় আছে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য ঠিক কর।

কানাই। আমরা আপনাদের কোন নিয়মই পালন করিতে পারব না, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

গোলক ও কিঙ্কর বলিল “আমাদেরও তাহাই মত।

রাজা বিরক্তি সহকারে বলিলেন “ইহাদিগকে নিজ নিজ কারাগৃহে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখ।”

প্রহরীগণও রাজাদেশ পালন করিল। রাজ্যের চির প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্দ্ধারিত দিবসে কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলকের কালী মন্দিরের সম্মুখে বলি হইবে।

অমাবশ্যার নিশি আসিল। এই রাত্রিতেই তাহাদের বলি হইবার কথা। নরবলি হইবে জানিয়া কালী মন্দিরের সম্মুখে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। নর নারীগণ সিদ্ধি খাইয়া উল্লাসে নৃত্য-গীত করিতেছে। তাহাদের গানের নমুনা এইরূপ—

গান। জঙ্গলা-- ঠুংরী।

আরে চুপ্ চুপ্ চুপ্।
রাজা আসিলে মোদের ফাটীয়ে দিবে বুক॥
সিদ্ধি খেয়ে হাঁচি আর প্রসাদ পেয়ে বাঁচি,
(আরে চুপ্) কালী মায়ের চরণ তলে নাচি ঝুপ্ ঝুপ্॥
রাজার কথা যে না শুনে ঠাঁই নাই তার ত্রিভুবনে,
মা কালী তার রক্ত খাবে ধরে নিজ রূপ।
(আরে চুপ্) রাজা আসিলে মোদের ফাটীয়ে দিবে বুক॥
আরে দেও করতালি আজ হবে নরবলি,
রক্তে ভরিয়ে যাবে বড় বড় কুপ্।
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল খুব্ খুব্ খুব্॥

সে রাজ্যে লোকের বিশ্বাস যে নরবলি হলে কালী নিজ রূপ ধরিয়া বলির শোণিত পান করিয়া থাকেন, নরবলি হইলে বলির রুধির তাম্র পাত্রে করিয়া কালী মন্দিরের ভিতর দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয়। পরদিন প্রভাতে দৃষ্ট হয় যে রুধির-পাত্র শূন্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে ইহার মধ্যে পুরোহিতের চতুরতা আছে।

মন্দির প্রাঙ্গন গ্যাসের আলোতে দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, প্রাঙ্গনের একধারে কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রহরী বেষ্টিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা সকলেই মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া একমনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছে। কানাই, বলাই গুরু প্রদত্ত মূলমন্ত্র জপ করিতেছে।

উপস্থিত নর নারীগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, মার পূজাত শেষ হইয়াছে, রাজপুত্র, রাজকুমারী ও রাজা কালী প্রণাম করিতে আসিতেছেন না কেন, কতক্ষণে তাঁহারা আসিবেন, আর কতক্ষণে বলি হইবে? রাত যে অনেক হইল।

সেখানকার নিয়ম এই যে পূজা অন্তে প্রথমে রাজকুমার, পরে রাজকুমারী শেষে রাজা আসিয়া ক্রমিক কালী প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া যান পরিশেষে নরবলি হইয়া থাকে। রাজকুমার, রাজকুমারী ও রাজার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পুরুষ ও রমণীগণ আবার গান আরম্ভ করিল।

গান। জংলা—ঠুংরী।

মোরা কালী মায়ের চেলা।
কালী নাম করেছি সার ভাবনা নাই এ বেলা॥
শত্রুর সে রক্ত খায় গো পড়ে মুণ্ডমালা।
মিত্রের সে যে মুক্ত করে দিয়ে চরণ ভেলা॥
আজ মোরা পূজিব মায়ে ভকতি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে।
তুষ্‌ব শত্রু বলি দিয়ে করবে না মোদের হেলা॥

গান থামিল, একটু পরেই রাজনন্দন কালী প্রণাম করিতে আসিল। কয়েকজন সৈন্য রক্ষিস্বরূপ তাহার অনুগমন করিল। রাজপুত্র কালী প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, কানাই, বলাই প্রভৃতি সকলেই আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া অনন্যমনা ও ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। তাহারা গুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্র জপ করিতেছিল, তাহাকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিল না। তৎপর সখিগণ ও পরিচারিকা পরিবৃত হইয়া রাজকুমারী আসিলেন সকলে যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সসম্মানে এদিক ওদিক সরিয়া রাজকুমারীর যাতায়াতের স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল। ইহাতে কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক সকলের একটু মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তাহারা রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই একবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। কিঙ্কর ও গোলক মনে ভাবিল এই স্বর্গের প্রকৃত অপ্সরা। এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য কখনও তাহারা নয়নগোচর করে নাই। কি বর্ণ, কি গঠন, কি ভ্রূ, কি চক্ষু,

কি কেশরাশি, কি গ্রীবা, কি হস্ত, কি পদ, কি দৃষ্টি সবই যেন তাহার সৌন্দর্য্যের খনি। কানাই, বলাই প্রভৃতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রহরী বেষ্টিত হইয়া প্রাঙ্গনের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, রাজকুমারী বহুমূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া মন্দির অভিমুখে যাইতেছে এমন সময় তাহার চক্ষু বন্দীদিগের উপর পড়িল আর অমনি হটাৎ বিদ্যুতাহত ব্যক্তির ন্যায় সে ক্ষণেক দাঁড়াইল এবং বলাইর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বলাইও চাহিল, উভয়ের চক্ষু ক্ষণেকের তরে মিলিত হইল। রাজকুমারী ব্রীড়াবনত বদনে সলজ্জিত নয়ন নত করিল, তাহার গণ্ডদেশ রক্তাভ হইল, কেহ এ ঘটনা লক্ষ্যও করিল না। রাজকুমারী দ্রুতগতি কালী মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল "ইহাদের কি সে দিন ধরে আনা হয়েছে? ইহারা কি যুদ্ধ করেছিল?" পুরোহিত বলিল "আজ্ঞে হাঁ।" রাজকুমারী অতি অল্প ক্ষণ মধ্যেই কালী প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া গভীর চিন্তাকুল মৃত্তিকাবনত বদনে দ্রুতগতি চলিয়া গেল। আর এই সম্ভাবিত আসন্ন মৃত্যু সময়েও বলাইয়ের বক্ষের ভিতর দিয়া ক্ষণেকের তরে যেন একটি তাড়িৎ বহিয়া গেল। তাহারা সকলে ক্ষণেকের তরে মৃত্যু ভাবনা বিস্মৃত হইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেই গমনশীল মূর্ত্তি অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ হইল রাজকুমারী চলিয়া গিয়াছে। রাজা আসিতেছেন না, রাজা আসিয়া কালী প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ

না করিলে বলি হইতে পারে না। দর্শকবৃন্দ, ঘাতক, পুরোহিত সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিল সকলের নিকটই বিলম্ব অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় সেনাপতি চন্দ্রনাথ আসিয়া সংবাদ দিল রাজার শরীর অসুস্থ তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। তাঁহার আশীর্ব্বাদ রাজঅন্তপুরে পাঠাইয়া দিয়া অন্যান্য বলি দিতে হইবে। নরবলি অদ্য বন্ধ থাকিবে বন্দীদিগকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক পৃথক কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। নরবলি দর্শনোৎসুক উপস্থিত জন সঙ্ঘ নিরাশচিত্তে গৃহে ফিরিল। এই বলি স্থগিতের কারণ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

কানাই বলাই গোলক ও কিঙ্করকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক পৃথক কারাগৃহে আবদ্ধ রাখা হইল। কানাই ও বলাই ভাবিল আরও কিছু দিন বাচিতে পারিতেছি ভালই, আরও কিছু দিন ভগবানের নাম করিয়া লইতে পারিব পরকালের কাজ হইবে। গোলক ও কিঙ্কর ভাবিল যখন তাহাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবে তখন কাজ শেষ হইলেই ভাল এরূপ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা যন্ত্রনাদায়ক। কানাইর ও বলাইর পিতা মাতা প্রভৃতির জন্য চিন্তা, যে কার্য্যে আসিয়াছে তাহার কিছু করিতে পারিল না তদ্বিষয়ক চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা এইরূপ বিবিধ চিন্তায় কারাগৃহে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সব চিন্তার মধ্যেও কানাইর হৃদয়ে মহামায়ার মূর্ত্তি ও বলাইর হৃদয়ে রাজকুমারীর মূর্ত্তি উকি ঝুকি মারিতে লাগিল।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—(০)—

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

---

### পাতাল রাজপুরী।

রাজকুমারী প্রণাম করিয়া দ্রুতগতি রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। তাহার সমস্ত শরীর দিয়া স্বেদ নির্গত হইতেছিল। সখী ও সহচরীবৃন্দ তদ্দৃষ্টে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। রাজকুমারীর এইরূপ শ্রান্ত অবস্থা তাহারা কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারীর শ্রান্তি কিছু দূর হইল এবং রাজকুমারী গম্ভীর বদনে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। রাজকুমারীর বয়স ১৫ বৎসর হইবে, সে এখনও অবিবাহিতা। কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব প্রযুক্ত তাহাকে দিব্য পূর্ণ যুবতী বলিয়া বোধ হয়।

সুবিস্তৃত সুরম্য রাজপ্রাসাদটি সমস্তই মারবেল পাথরের নির্ম্মিত এবং বিবিধ বহুমূল্য সাজ সজ্জায় সজ্জিত। যুবরাজের বাসের পৃথক প্রাসাদটিও তদনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা কিছু ছোট।

রাজকুমারী বসিয়া গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতেছিল আর বদন মণ্ডল মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ হইতেছিল। সে হঠাৎ পরিচারিকা দিগকে জিজ্ঞাসা করিল—

"রাজা কি কালী দর্শনে গিয়াছেন?" একটি সখী উত্তর করিল "না এখনও যান নাই, বোধ হয় একটু পরেই যাবেন"।

রাজকুমারী রাজার যাইবার পথে বিরস ও চিন্তাকুল বদনে বসিয়া রহিল। একটি পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোন অসুখ করেছে, ডাক্তার ডাকিব কি?" রাজকুমারী কোনও উত্তর করিল না। পরিচারিকা পুনর্ব্বার সেই প্রশ্ন করিলে রাজকুমারী এবার অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—

"অসুখ? কই, এমন কিছুই নয়, না ডাক্তার ডাকতে হবে না।"

পরিচারিকাগণ মনে করিল নিশ্চয়ই রাজকুমারীর কোন অসুখ করিয়াছে, স্ত্রীজাতি সাধারণতঃ অসুখ গোপন করিয়া থাকে রাজকুমারী তাহাই করিতেছেন। পরিচারিকা এই ভাবিয়া নীরবে রাজকুমারীকে বাতাস করিতে লাগিল। রাজকুমারীর নাম জ্যোতির্ম্ময়ী।

একটু পরেই রাজা সেই পথ দিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া কালী দর্শনে যাইতেছেন, রাজার বয়স ৪০ চল্লিশের কিছু উপর, বলিষ্ঠ দেহ সুন্দর অবয়ব সম্পন্ন, রাজা রাজকুমারীকে চিন্তাকুল বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জ্যোতি তোমার কোন অসুখ করেছে কি? কালী দর্শনে গিয়াছিলে।"

রাজকুমারী প্রকৃত মনোভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল "না এমন কোন অসুখ করে নাই। কালী দর্শন কর্ত্তে গিয়াছিলাম সেখান হতে এসে মনটা ভাল বোধ হচ্ছে না।"

রাজা। বুঝেছি নরবলি হবে মনে করে বোধ হয় তোমার মন একটু খারাপ হয়ে থাকবে, এরূপ নরবলিত মাঝে মাঝে হচ্ছেই।

রাজকুমারী পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করায় পরিচারিকাগণ অন্যত্র চলিয়া গেলে রাজকুমারী বলিল—

"আপনাকে সে বিষয়ে আমার একটি কথা বল্‌বার আছে অনেক দিন বল্‌ব বল্‌ব মনে করি অথচ বলা হয় নাই।"

রাজা। কি কথা বল।

রাজকুমারী। কালী মন্দিরের নিকট কতগুলি মনুষ্য হত্যা করিয়া লাভ কি? কালীমাত পশুরক্ত যথেষ্টই পান করিয়া থাকেন। তিনি যে মনুষ্য রক্ত পান না করিলে সন্তুষ্ট থাকিবেন না এ কথা কে বলে? কোন শাস্ত্রেই বোধ হয় এ কথা লেখা নাই। কালীমার সম্মুখে পশু বধে সমাজের তত অনিষ্ট নাই কিন্তু মানুষ বধে অনিষ্ট আছে। একটি মানুষ দ্বারা সমাজের অনেক উপকার হতে পারে এবং হয়ে থাকে। সুতরাং সে মানুষ কালীমার কাছে হত্যা হওয়া তাহার ইচ্ছা হতে পারে না।

রাজা। যে সব মনুষ্য এ রাজ্যের শত্রু এবং বিরুদ্ধাচারী তাহাদিগকেও হত্যা করিতেই হইবে। তবে তাহাদিগকে কালী মার সম্মুখে হত্যা করায় দোষ কি?

রাজকুমারী। হত্যা করিতে হইলে ধর্ম্মের নামে কালী মন্দিরের সম্মুখে হত্যা করা কেন? অন্যত্রও ত হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু আপনারা যাহাকে শত্রু মনে করেন তাহাদিগকে নিরস্ত্র অবস্থায় বিনাযুদ্ধে হত্যা করা উচিত কিনা তাহা বিচার করেন না। আপনারা অন্য স্থান হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া রাজ্যের উন্নতি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এ অবস্থায় আপনাদের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিকে বধ না করিয়া যাহাতে বশীভূত করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিলেই বোধ হয় ভাল হয়।

রাজা। শত্রু বশীভূত না হইলে তাহাকে বধ করা ব্যতীত কি করা যায়? অন্য উপায় নাই, তাহাকে বধ করিতেই হইবে।

রাজকুমারী। সব মানুষ বইত নয়। দুচার ছমাস কিম্বা আরও কিছু বেশী দিন তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেই সকলেই এক সময় না এক সময় বশীভূত হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ যে সব লোকদ্বারা রাজ্যের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা তাহাদিগকে সহজে বধ করা ভাল বোধ হয় না। এই যে আজকার বধ্যদিগকে দেখিয়া আসিলাম তন্মধ্যে দুইটি বলিষ্ঠ যুবক রহিয়াছে। তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে বোধ হয় তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ উপকার হইবে।

রাজা। হা, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু তারা বড়ই বেয়াড়া বলিয়া বোধ হয়। তারা যে কোন দিন বশীভূত হইবে এরূপ বোধ হয় না।

রাজকুমারী। তাহাদিগকে আরও কিছু দিন কারাবদ্ধ রাখিয়া বশীভূত করার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিলে দোষ কি?

রাজা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে রাজকুমারী যাহা বলিতেছে তাহা যুক্তি সঙ্গত। রাজা অনেক সময় রাজকুমারীর পরামর্শ মত রাজকার্য্য চালাইতেন। রাজকুমারীও বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না ছিল ও সকল বিষয় তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এজন্য সকলেই তাহাকে যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

এস্থলে রাজাও রাজকুমারীর কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন। তিনি সেনাপতিকে ডাকাইয়া কানাই, বলাই, গোলক, কিঙ্করের বধাজ্ঞা সমুহ স্থগিত রাখিলেন।

রাজকুমারী সে রাত্রিতে সামান্য আহার করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। শয্যায় শুইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিল এবং অস্থির ভাবে দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল এবং এ পাশ ওপাশ করিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতেছিল আজ বধ্য যুবককে দেখিয়া তাহার চিত্তের এ ভাবান্তর ঘটিল কেন? এরূপ দিব্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সম্পন্ন যুবক সে আর কোন দিন দেখে নাই। সে শুনিয়াছে যে তাহারা বন্দী হইবার পূর্ব্বে অনেক লোকও বধ করিয়াছে। এ দুর্গম স্থানে তাহারা নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য সাধন মানসেই নির্ভীকচিত্তে আসিয়াছে আর এস্থলে যে আসিতে পারিয়াছে ইহাও তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়। উহাদের মধ্যে সেই দিব্যশ্রী বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকই

প্রধান বলিয়া বোধ হয়। তাহার এ অসাধারণ সাহস ও অসাধারণ ক্ষমতা সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া স্বাভাবিক। তাহারা যে কালীর সম্মুখে স্বচ্ছন্দচিত্তে বলি হইতে উদ্যত হইয়াছিল ইহাও তাহাদের হৃদয় বলের যথেষ্ট পরিচয়। রাজকুমারী নিদ্রাবিহীন চক্ষে এরূপ কত কি ভাবিল। রাত্রি শেষ সময়ে তাহার একটু তন্দ্রা আসিল কিন্তু সেই তন্দ্রার ভিতরও সেই যুবকের মূর্ত্তি তাহার নেত্র সম্মুখে যেন প্রশান্তভাবে ও নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই তন্দ্রার ভিতরই রাজকুমারী দৃঢ়সঙ্কল্প হইল "আমি তোমাদের যথাসাধ্য প্রাণপণে উপকার করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইল। রাজকুমারী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আরাধ্য দেবতা মা কালীকে স্মরণপূর্ব্বক কঠোর কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে মনে একটি উপায় উদ্ভাবন করিল।

রাজকুমারীর স্বীয় পিতামাতা কাহাকেও স্মরণ নাই, মা কালী তাহার মাতা ও আরাধ্যা দেবী এবং পরোপকারই তাহার জীবনের ব্রত। রাজ্যের বহুলোক তাহার দ্বারা বিবিধ প্রকারে উপকৃত। এজন্যও রাজ্যের লোক সকলেই তাহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।

রাজকুমারীর একটি বিশ্বস্ত পরিচারিকা ছিল তাহার নাম অমলা। অমলা প্রৌঢ়া, বয়স প্রায় ৪০ চল্লিশ হইবে সে

কার্য্যদক্ষ সুচতুরা ও বুদ্ধিমতি রমণী। তাহার চরিত্রটিও ভাল। রাজকুমারার সব কার্য্যেই সে প্রধান সহায়। রাজকুমারী তাহাকে ডাকিয়া বলিল—

"দেখ অমলা আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু বেড়াতে যেতে হবে তুই আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বি ?"

অমলা। পার্‌ব বৈকি ? আমি ত হামেসাই তোমার সঙ্গে থাক্‌ছি।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### বাপীতীরে।

কানাই বলাই প্রভৃতি কারাগারে বসিয়া বিবিধ চিন্তায় নিমগ্ন। তাহাদের ভাবী পরিণাম ভাবিয়া তাহারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক স্থির চিত্তে মৃত্যুকাল অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে মৃত্যু ভয়ে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বিচ্যুত হইতে পারে না। মৃত্যু ত এক দিন হবেই, ভগবান যদি ঘাতকের হস্তে তাহাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বিধান করিয়া থাকেন তবে তাহাই হইবে। ইহা কিছুতেই খণ্ডন হইবে না। কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহারা সেখানে কোন কর্ম্ম করিতে কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে আসিয়াছে। কর্ম্ম করিতে পুরুষকার আবশ্যক। তাহারা পুরুষকার অবলম্বনে বা বল প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই। এখন কি করা কর্ত্তব্য ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাহাদের আর কি উপায় আছে? তাহারা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল সত্য কিন্তু ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। এ সংসারে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপথ নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ও দুরূহ সমস্যার বিষয়। যে দিন তাহাদের বলি হইবার কথা ছিল

তাহার পরদিন বৈকালে রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী সামান্য একটি কাজ করিল যাহাতে তাহাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারিত হইল এবং তাহাদের সঙ্কল্প তদনুযায়ী স্থির হইয়া উপযুক্ত পথে চালিত হইল।

এ রাজ্যে রমণীগণ সাধারণতঃ একটু স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিত। রাজকুমারীও সেই নিয়মানুযায়ী ইচ্ছামত কোন সহচরী সহ সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিত। সে দিন অপরাহ্ন সময়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজকুমারী সহচরী অমলা সহ বেড়াইবার জন্য কারাগারের সন্নিকটস্থ বাপীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কারা-গৃহের লৌহনির্ম্মিত জানালা হইতে সেই পুষ্করিণীটি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি গোচর হয় এবং পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কেহ কথাবার্ত্তা বলিলেও কারাগৃহ হইতে সমস্ত শুনা যায়। পুষ্করিণীটির চারিপারে চারিটি বাঁধা ঘাট আছে। পুষ্করিণীর ভিতর বিস্তর জলপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। তীরস্থ বিবিধ পুষ্পবৃক্ষের পুষ্পরাশি পুষ্করিণীর জলে পড়ায় সেই জলীয় ভাগ যেন বিচিত্র কম্বলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হংস সারসাদি মনের সুখে পুষ্করিণীর স্ফটিক সন্নিভ নির্ম্মল জলে কেলী করিতেছে। রাজকুমারী সহচরী অমলা সহ কারাগৃহের নিকটস্থ ঘাটের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল।

কারাগৃহ হইতে এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিল। সে আর কেহ নহে মলাই। সে দেখিল পূর্ব্বদিনের

রাত্রের সেই দিব্যমূর্ত্তি রাজকুমারী। সে এক দৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল এবং দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল রাজকুমারী ও তাহার সহচরী কি কথোপকথন করিতেছে তাহাই একাগ্র চিত্ত হইয়া শুনিতে লাগিল।

রাজকুমারী তাহার সহচরী অমলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাল বন্দীদিগের বলি হলনা কেন জানিস্?"

অমলা। তা আমি কি জানি? তবে শুনেছি রাজার নাকি অসুখ করেছিল তিনি যেতে পারলেন না তাই বলি হল না।

রাজকুমারী। বন্দীদের তবে আবার কবে বলি হবে?

অমলা। শুনেছি রাজা নাকি বলেছেন যে তারা এরাজ্যে চিরদিনের তরে থাক্‌তে স্বীকার না হলে কিছুদিন পরে বলি হবে।

রাজকুমারী। বন্দিগণই বা স্বীকার হয় না কেন? স্বীকার হলেইত সব গোল চুকে যায়। একবার যখন এ রাজ্যে এসেছে না যেতে দিলে আর কি কোথাও তাহারা যেতে পার্‌বে?

অমলা। তাহাদের ধর্ম্ম তারা ছাড়তে চায়না।

রাজকুমারী। কিসে ধর্ম্ম কিসে অধর্ম্ম ঠিক করা বড় কঠিন, তারা ছল করেও ত স্বীকার হতে পারে। আবশ্যক মত দেবতারা এমন কি স্বয়ং মা ভগবতীই কত ছল পথ ধরিয়াছেন।

অমলা। যে যা ভাল বুঝে তাই করে। যাক্, ওসব কথা এখানে বলা ভাল নহে। বন্দীরা হয়ত আমাদের কথা শুনেও ফেল্‌তে পারে।

রাজকুমারী। তা শুনুক না কেন? আমরা যা বল্‌ছি তাদের ভালর জন্যই বল্‌ছি। আর আমাদেরই বা তারা কি অনিষ্ট কর্ত্তে পারবে? তাহারা মাত্র চারিজন লোক বইত নয়? বলাই উৎকর্ণ হইয়া এসমস্ত কথাগুলি শুনিল এবং রাজকুমারীর সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত কথা গুলি কতকটা যেন যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিল।

রাজকুমারী ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পুষ্করিণীর জল দ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আবার উপরে আসিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল "কি সুন্দর পদ্মফুল গুলি ফুটে রয়েছে। এখন সন্ধ্যা হচ্ছে আর ফুলগুলি যেন হাস্‌তে হাস্‌তে আরও ফুটে বের হচ্ছে। কি সুন্দর দৃশ্য। সন্ধ্যাকালের ঠাণ্ডা ফুর ফুরে হাওয়া চল্‌ছেছে, তোর ভাল বোধ হচ্ছে না?

অমলা। হাঁ জায়গাটাও ভাল, সময়টাও ভাল। একটু ভাল লাগ্‌ছে বৈকি?

রাজকুমারী। তুই একটা গান কর্‌না?

অমলা। কি গান গাইব?

রাজকুমারী যা তোর ইচ্ছা হয়।

অমলা গান ধরিল—

গান।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

"মন তোরে রাখতে নারি বশে।

ঘুরে ফিরে বেড়াস্ তুই রাত্রি দিন যায় আলসে॥

মনে করি কত কাজ, কাজ দেখলে পাই লাজ

সকাল সন্ধ্যা গেল বাজে কাজে

এই আরামের ব্যারাম আমার যাবে কোন রসে॥

বসে থাকিস্, থাকিস্ থাকিস্

মনে মনে কালীকে ডাকিস্

লক্ষ্য রাখিস্ পর কালের কাজে।

এমন জোরে ডাকিবি যেন কালীর কানে পশে॥

বেশ গানটি ত, আচ্ছা আমি একটি গান করি শুনত কেমন লাগে।

রাজকুমারী গান আরম্ভ করিল—

গান।

রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি।

"জানলো মা তুমি আমার কতই ছলনা।

শক্তিরূপে অসুর কুলের করিলে কি লাঞ্ছনা॥

রাম রূপেতে রাবণ বংশ,

বালা বধে করলে ধ্বংশ,

কৃষ্ণ রূপে মারলে কংশ কি করব তার বর্ণণা॥

দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন,

জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি, কারণ,

ছল বলের কতই খেলা দেখালে শিব ললনা।

যেখানে খাটেনা বল সেখানে খাটাও ছলনা॥

গান শেষ হইলে অমলা বলিল—

"বেশ গানটি হয়েছে"

রাজকুমারীর গণ্ডদেশ লজ্জায় একটু রক্তবর্ণ ধারণ করিল। রাজকুমারী অমলাকে বলিল—

"চল এখন বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়েছে।"

এই বলিয়া তাহারা অন্ধকারে মিশিয়া গেল আর বলাইর হৃদয়ও কিছুক্ষণের জন্য আঁধার হইয়া রহিল।

রাজকুমারীর বীণা বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর বলাইর হৃদয় তন্ত্রীতে অনবরত বাজিতে লাগিল, আর গানের একটি কথা "যেখানে খাটেনা বল সেখানে খাটাও ছলনা" তাহার মনে পুনঃ পুনঃ ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল। সে কার্য্য সাধন মানসে ছল পথ অবলম্বন করাই বর্ত্তমান স্থলে সঙ্গত ও কর্ত্তব্য ইহাই স্থির করিল এবং কানাই, কিঙ্কর ও গোলককে তাহার মনোভাব জানাইল। তাহারাও রাজকুমারীর গান শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল কিন্তু বলাইর মনোভাব জানিতে পারিয়া তাহারাও বলাইর মতাবলম্বী হইয়া সেই পাতাল রাজ্যের নিয়মানুসারে চলিতে সম্মত হওয়া স্থির করিল।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—(o)—

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---

### পাতাল রাজ্যে দাসত্ব।

কানাই বলাই প্রভৃতি এখন পাতাল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী স্বরূপ বাস করিতেছে। রাজ সরকারে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট চাকরী হইয়াছে। তাহারা উপরস্থ কর্ম্মচারীর হুকুম অনুসারে রাজকার্য্য করিয়া যাইতেছে এবং অবসর মত রাজ্যের সমস্ত বিষয়ের খোঁজ খবর লইতেছে। তাহাদের নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রাদি তাহারা পাইয়াছে, তাহাও তাহারা আবশ্যক মত ব্যবহার করিতেছে। তাহারা দেখিল রাজ্যে লোক সংখ্যা অতি কম। রাজ্যের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ও অন্য স্থান হইতে ছেলে মেয়ে সুবিধামত বয়স্থ লোক ধরিয়া আনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হইতেছে রাজ্যবাসীদের এক আশ্চর্য্য ধরণের নৌকা আছে তদ্দারা তাহারা সাগর পার হইয়া স্বকার্য্য সাধনে বঙ্গদেশে আসিয়া থাকে আর সুবিধা মত সমুদ্রগামী জাহাজ ইত্যাদি মারিয়া তাহারা ধন রত্নও সংগ্রহ করিয়া থাকে। জাহাজ মারিবার তাহাদের এক সুকৌশল আছে। এক প্রকাণ্ড চুম্বক লৌহস্তম্ভ আছে তাহা সমুদ্র গর্ভস্থ পাহাড়ের গায় সংলগ্ন করিয়া

রাখা হয় তাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ সব আকর্ষিত হইয়া পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলককে অনিচ্ছাসত্বেও এ সব কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গ পথে আর একটি পোষা বাঘ ও প্রকাণ্ড সর্প রাখা হইয়াছে, তাহাদের আহার্য্য দিয়া রাস্তা পার হইয়া যাইতে হয়। রাজ্যের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, ইহারা হরগৌরীর বাহন ও ভূষণ তাই ইহাদিগকে রাজ্যের রক্ষী স্বরূপ রাস্তায় রাখা হয়। ঐশ্বরিক লীলাও এইরূপ যে ইহারা রাজ্যের অধিবাসীদিগকে সমস্তই চিনিয়া লয় এবং তাহাদের কোন রূপ অনিষ্ট করে না। রাজ্যে ও রাস্তায় যে গ্যাসের আলো জ্বালান তাহা বন্য পশ্বাদি ও প্রকাণ্ড সর্পের চর্বিদ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

কানাই বলাই প্রভৃতি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছে তাহারও খোঁজ লইতে লাগিল এবং রাজ্যস্থ প্রত্যেককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিল। রাজপুত্রকে গুরুপুত্র যোগানন্দ বলিয়া বোধ হইল এবং সেনাপতি পুত্রকে রামতারণ ঘোষের পুত্র ভবতারণ বলিয়া অনুমান করিল কিন্তু সাহস করিয়া তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিল না এবং তাহাদের সঙ্গে কোন আলাপও করিতে পারিল না কেননা রাজ্যের ভিতর এখনও তাহারা কোন পদস্থ ব্যক্তি নহে। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। দিন যায় রাত আসে রাত্রি যায় দিন আসে কিন্তু তাহাদের কার্য্যের কোন সুবিধা হইল না

কানাই বলাই কিঙ্কর ও গোলক সকলেই সৈনিক বিভাগে সামান্য সৈনিকের কাজ করিতেছে। সেনাপতির বড়ই কড়া শাসন। দুই এক সময় তাহার শাসন ও আধিপত্য তাহাদের নিকট নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। ইতি মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহাদের দাসত্ব কার্য্যেও কিছু উন্নতি হইল। এক দিন সেনাপতি মহাশয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন তাহার সঙ্গে বিশেষ কার্য্যে যাইতে হইবে। সে কার্য্যটি আর কিছুই নহে। তাহাদের গোয়েন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে একখানি জাহাজ আসিতেছে, জাহাজখানি মারিতে যাইতে হইবে। বলাইর শরীর অসুস্থ ছিল সে বলিল "আমার শরীর অসুস্থ আছে" সেনাপতি চন্দ্রনাথ অমনি কর্কশস্বরে বলিলেন "পরের দাসত্ব করতে হলে শরীরের প্রতি এত লক্ষ্য করলে চল্‌বে না, যেতেই হবে। তোমার ন্যায় সকলেইত ফাকি দেবার জন্য এরূপ বল্‌তে পারে।

বলাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কানাই কিঙ্কর ও গোলক সহ সেনাপতির অনুগমন করিল। সেনাপতি উহাদিগকে সঙ্গে লওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে উহারা বন্দুক চালাইতে জানে তাহাদের অন্য কোন সৈনিক বা সে নিজেও বন্দুকের ব্যবহার জানে না। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অল্প কিছু সৈন্য সামন্তও চলিল।

তাহারা সময় মত যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া সমুদ্র গর্ভস্থ পাহাড়ের গায়ে তাহাদের চুম্বক লৌহ স্তম্ভ লাগাইল, অদূরে

জাহাজ দেখা যাইতে লাগিল। জাহাজখানি অনতিবিলম্বে আসিয়া পাহাড়ের গায়ে ধরাস করিয়া লাগিল। জাহাজখানি ফরাসী জাহাজ, পণ্ডিচেরী অভিমুখে যাইতেছিল। জাহাজ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গেল। সেনাপতি স্বদলে জাহাজের উপর উঠিয়া সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। জাহাজের ফরাসির সাহেবগণও অন্যান্য লোকসহ রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের লোকই কিছু হত ও আহত হইল। দুইটী সাহেব প্রত্যেকে একটি ব্যাগ হস্তে একখানি জালি বোট ভাসাইয়া তাহাতে নামিতে উদ্যত হইলে সেনাপতি মনে করিল তাহাদের হস্তস্থিত ব্যাগের ভিতর যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে। তৎক্ষণাৎ সাহেবদ্বয়ের হস্তস্থিত ব্যাগ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। দুইজন বলিষ্ঠকায় সাহেবের সঙ্গে তাহার একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সাহেবদ্বয়ের টানাটানিতে সেনাপতি জড়িত হইয়া সেই জালিবোটের ভিতর পড়িয়া গেল। একটি সাহেব অমনি তাড়াতাড়ি জালিবোট চালাইতে আরম্ভ করিল। অন্য সাহেবটি সেনাপতিকে জালিবোটের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া গুড়ার সঙ্গে বান্ধিয়া রাখিল। সেনাপতি স্বীয় জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। জালিবোটখানি ঢেউর উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিল। একটি সাহেব বলিল "We have captured the captain of the robbers perhaps," অর্থাৎ আমরা বোধ হয় দস্যুদিগের দলপতিকে

ধরিয়া আনিয়াছি। অপর সাহেব বলিল "Whats of that? We have lost many valuable lives and things." অর্থাৎ তাতে কি? আমরা অনেক মূল্যবান জীবন ও জিনিষ হারায়েছি।

প্রথমোক্ত সাহেব উত্তর করিল "Never mind. We would be able to find out the hiding place of these robbers through this captain and we shall be able to get hold of all their wealth." অর্থাৎ যাক্, এই দলপতির দ্বারা আমরা তাহাদের গুপ্ত স্থান জানিতে পারিব এবং তাহাদের সমস্ত ধন রত্নই আমরা অধিকার করিতে পারিব। এই ভাবে তাহারা কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতে জালিবোট চালাইতে লাগিল। সেনাপতিকে সাহেবগণ জালিবোটে আবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল তদ্দৃষ্টে বলাই বলিল "কানাই, কাজত ভাল হচ্ছে না, সেনাপতিকে যে সাহেব ডুটো ধরে নিয়ে গেল।"

কানাই। "আমাদের যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কাজ করা উচিত, কি করা যায়?

বলাই। ঐ ত আরও জালিবোট আছে, আমরা আর এক খানি জালিবোট লইয়া উহাদের অনুসরণ করি।

একখানি বড় জাহাজের সঙ্গে অনেক গুলি জালিবোট থাকে। বলাই ও কানাই আর একখানি জালিবোট লইয়া ঐ সাহেবদের বেগে অনুসরণ করিতে লাগিল। কত দূর গিয়াছে

এমন সময় একটি সাহেব অনুসরণকারী জালিবোট দেখিতে পাইয়া বলিল "You see the rougues are following us" অর্থাৎ দেখ দুরাত্মারা আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। অপর সাহেব বলিল "Is it ?" অর্থাৎ ইহা কি সত্য ? এই বলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে প্রকৃতই একখানি জালিবোট তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, তখন বলিল "Let us try our best and be more quick." অর্থাৎ আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং আরও দ্রুতবেগে বোট চালাই। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। অনুসরণকারী জালিবোটও অতি দ্রুত বেগে অনুসরণ করিতে লাগিল। কানাই বলাই আরও জোরে বোট চালাইবার আদেশ করিল।

কিঙ্কর দাঁড় টানিতেছে আর গোলক হাল ধরিয়াছে। সে কিঙ্করকে বলিল "কিঙ্কর, আরও জোরে দাঁড় টান্ না।" কিঙ্কর উত্তর করিল "এর চেয়ে আর কত জোরে টানা যায় ?"

যাহা হউক সে যথাসাধ্য জোরেই দাঁড় টানিতে লাগিল। তাহাদের বোট এক এক বার সাহেবদের বোটের নিকটবর্ত্তী হয় অথচ অল্পের জন্য ধরিতে পারিতেছিল না। বলাই দেখিল এ ভাবে তাহাদের ধরা সহজ হইবে না। সে যে সাহেব দাড় টানিতে ছিল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। প্রথম গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কাণের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। গমনশীল নৌকার আরোহীকে আর এক নৌকার আরোহীর পক্ষে গুলি করা নিভ্রান্ত

সহজ নহে। তথাপি বলাই দ্বিতীয় বার গুলি করিল, এবার গুলি মস্তকে না লাগিয়া সাহেবের পাদদেশে লাগিল। সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে জালিবোটের ভিতর গড়াইয়া পড়িল। অপর সাহেব যে হাল ধরিয়াছিল সে দেখিল যে তাহাদের বোট আর দ্রুতগতি যাইবার সম্ভাবনা নাই। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া সেনাপতির বন্ধন মোচন পূর্ব্বক তাহাকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিল সাহেব মনে করিল সেনাপতির জন্যই তৎ সঙ্গীয় লোক তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। অতএব তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহাদের অনুসরণ করিবে না। কিন্তু সেনাপতি প্রাণ ভয়ে নৌকার ডালি শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল এবং তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বোটের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; সাহেব শত চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত ছাড়াইতে পারিল না। অনতিবিলম্বে কানাই বলাইদের বোট নিকটস্থ হইল এবং তাহারা তাহাদের বোটে সেনাপতিকে উঠাইয়া লইয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। সেনাপতি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। এখন তাহার দলের লোকের আশ্রয় পাইয়া পুনর্জ্জীবন পাইল। সে মনে মনে কানাই বলাইদের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইল এবং ভাবিল তাহারা না থাকিলে সে দিন তাহার জীবন রক্ষা হইত না। সে প্রকাশ্যেও বলিল "তোমরা এ রকম চেষ্টা না করলে আমি আজ বেঁচে আসতাম না।"

কানাই বলাই উত্তর করিল "আমরা আপনার ভৃত্য, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ করেছি মাত্র।

সেনাপতি। সকলেত এরূপ করে না। উপযুক্ত কর্ত্তব্য কাজের এক সময় পুরস্কার ও সুখ মিলে। সে যাহাহউক তোমাদের এই কাজের জন্য পুরস্কার মিলিবে।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### হরগৌরী উৎসব।

কানাই বলাই প্রভৃতি সৈনাপতি সহ পাতাল রাজ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে তাহাদের অসীম সাহসিকতা অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সেনাপতি রাজাকে বলিয়া কানাই বলাইকে সহকারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছে। রাজ্যে তাহাদের জন্যই এ পদ নূতন সৃষ্টি হইল। কিঙ্কর এবং গোলকেরও সৈনিক বিভাগে পদোন্নতি হইল। রাজ্যের সকলেই এখন কানাই বলাইকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং সকলেরই তাহাদের প্রতি একান্ত প্রীতিভাব জন্মিতে লাগিল। আবার তাহাদের আচার ব্যবহার সর্ব্বজন প্রীতিদায়ক হইয়াছিল।

আজ চৈত্র সংক্রান্তিতে হরগৌরী উৎসব। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশের বালক বালিকাগণও এ উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। বালক বালিকাগণ হরগৌরীর মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদে মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে সন্ধ্যার পর রাত্রিতে সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়া থাকে। ইহা উৎসবের এক নিয়মিত অঙ্গ। এই উপলক্ষে কানাই

বলাইর রাজপুত্র ও সেনাপতিপুত্র সহ আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হইল কেন না তাহারা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। কানাই বলাই প্রভৃতি পূর্ব্বেই অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিল যে রাজপুত্রের নাম যোগানন্দ এবং সেনাপতি পুত্রের নাম ভবতারণ। কিন্তু তাহাদের গুরুপুত্রের নাম ও রামতারণ ঘোষের পুত্রের নাম ত অনেকেরই হইতে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবয়বের কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও তাহাদের অবয়বের সহিত নিতাই ঠাকুরের পুত্র ও রামতারণ ঘোষের পুত্রের অবয়বের সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাই কানাই বলাই আগ্রহপূর্ব্বক সুবিধা মত নিভৃতে তাহাদের সঙ্গে এই উৎসব উপলক্ষে আলাপ করিয়া জানিল যে রাজনন্দন যোগানন্দই তাহদের গুরু নিতাই ঠাকুরের পুত্র এবং সেনাপতি নন্দন ভবতারণই রামতারণ ঘোষের পুত্র। রাজা ও যুবরাজ উভয়েই ব্রাহ্মণ, তাই যোগানন্দকে রাজা পুত্রস্বরূপ রাখিয়াছেন। সেনাপতি কায়স্থ, তাই ভবতারণকে সে পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। কানাই বলাই আত্ম পরিচয় দিয়া বলিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাহারা তথায় আসিয়াছে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু তাহারা পরস্পর যে পরিচিত ইহা গোপন রাখিতে বলিয়া দিল এবং ব্যবহার ঈঙ্গিতেও লোকে ইহা না বুঝিতে পারে সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিল। যোগানন্দ এখন ১৭ বৎসরের যুবক এবং ভবতারণ বয়সে ১৬।১৭ বৎসরের যুবক হইয়াছে।

যোগানন্দ সর্ব্বদা লেখা পড়ার চর্চ্চায় নিবিষ্ট, ভবতারণ সব বিষয় কিছু কিছু চর্চ্চা করিতেছে। এই সুযোগে বলাই ও কানাই জানিয়া লইল যে রাজকুমারী, যুবরাজকুমারী ও মন্ত্রী কুমারী কেহই তাহাদের নিজ কন্যা নহে কেননা রাজা, মন্ত্রী ও যুবরাজ ও সেনাপতি সকলেই অবিবাহিত। মন্ত্রীও জাতিতে ব্রাহ্মণ। কানাই বলাই প্রকৃতই অনুমান করিল যে এই সব লোক ক্রমশঃ বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছে। মন্ত্রীকন্যার বয়সও রাজকুমারীর ন্যায় ১৪।১৫ বৎসর হইবে, নাম চঞ্চলকুমারী। তাহাকেও সুন্দরী বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যের ভিতর চপলতা ও আত্মস্ফুরিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যুবরাজকুমারী বিরজা ১৩।১৪ বৎসর বয়সের বালিকা, সেও সুন্দরী অতি সরলা বালিকা। তাহার সৌন্দর্য্যে রাজকুমারীর গাম্ভীর্য্য নাই অথচ মন্ত্রীকুমারীর চপলতা নাই। সে যেন বিনয় নম্র জড়িতা একটি লজ্জাবতী লতা। তাহারা সকলই এ উৎসবে শিব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াছে। বালক বালিকাগণ পরস্পরের হাত ধরা ধরি করিয়া নৃত্য-গীতও করিতেছে। রাজকুমারী কিছুক্ষণ বলাইর হাত ধরিয়া নৃত্য ও গান করিল। পরস্পরের স্পর্শ পরস্পরের নিকট প্রীতিকর ও আনন্দ দায়ক বোধ হইল। যুবরাজ নন্দিনী বিরজা কানাইর হাত ধরিয়া নৃত্য ও গান করিল। মন্ত্রী কুমারী রাজ

নন্দনের হাত ধরিয়া নৃত্য ও গান করিল সত্য কিন্তু তাহার চঞ্চল চক্ষু সদা সর্ব্বদা বলাইর গতি বিধির উপর নিবদ্ধ রহিল।

গান।

জয়ন্তি—একতালা

তোমারি দ্বারে মিলেছি প্রভু সন্তানে দেহ বর।
তোমারে করেছি আপনা আমার, আপনারে করি পর॥
তোমারি নামের গানের বান প্লাবিত করেছে পাগল প্রাণ,
তোমারি হাসির লহর খেলিছে নাচিছে হৃদয় পর।
হৃদয়ে হৃদয়ে চিরতরে প্রভু বাঁধহে তোমার ঘর॥

আর উৎসবের দিনে অনেকেই আত্মহারা হইয়াছে। রাজকুমারী ও বলাই উভয়েই পরস্পরের জন্য আত্মহারা,। মন্ত্রীকন্যা চঞ্চল কুমারী বলাইর জন্য আত্মহারা এবং যুবরাজ কন্যা বিরজা কানাইর জন্য আত্মহারা। আর কানাইও বিরজার প্রতি মুগ্ধ তবে তাহার চিত্তের ভাব সে নিজেই ভালরূপ বুঝিতে পারে না কেননা মহামায়ার মুর্ত্তিটি তাহার হৃদয়ে প্রতিনিয়তই উঁকি ঝুকি মারে। কানাই বলাই উভয়েই তাহাদের চিত্তের এই প্রেম ভাবের ভিতর কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইল না। এ উৎসবে আরও গান হইল। কেহ কেহ একাকীও গান গাইল। রাজকুমারী একাকিনী একটি গান গাইল।

গান।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী

ভুলনা মনে রেখো

তুমি ভুল্‌তে পার কিন্তু আমি ভুল্‌তে পারব নাকো ॥
তোমাকে হেরিব বলে ছুটে আসি কত ছলে।
পলেক দেখিতে পেলে আনন্দ আর ধরে নাকো॥
যখন মুদিহে আঁখি অন্তরে তোমারে দেখি।
এজনমে না হলেও পরজন্মে ছেড় নাকো ॥

গানটি শেষ হইলে বলাই চিন্তা করিতে লাগিল কাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাজকুমারী এ গান গাইল, তাহাকে না দেবাদিদেব মহাদেব কে? রাজকুমারীর ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল যে সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ গান করিয়াছে। কিন্তু রাজকুমারী যে তাহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইবে ইহা ভাবিতেও যেন তাহার সাহস হয় না। যাহাই হউক বলাই এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিরিল শয়ন করিয়াও রাজকুমারীর মূর্ত্তি চক্ষের সাম্‌নে দেখিতে লাগিল। রাজকুমারী সলজ্জিত গম্ভীর বদনে গৃহে ফিরিল। শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল এত চেষ্টা করিয়াও কেন সে মূর্ত্তি ভুল্‌তে পারি না? দিবারাত্রি কি আজীবন দাবদাহে দগ্ধ হ'তে হবে? রাজকুমারীর রাত্রে এখন আর ভাল ঘুম হয় না, যে একটু তন্দ্রা আসে তাহাও বলাইর মূর্ত্তি দ্বারা পূর্ণ। আর যুবরাজ নন্দিনী বিরজা ব্রীড়াবনত বদনে হৃদয়ে যেন একটি গুরুভার বহন করিয়া গৃহে ফিরিল, রাত্রিটি প্রেমের নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিল। আর মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারী কি প্রকারে বলাইকে লাভ করিবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

—:(০):—

### উদ্যান ভ্রমণ।

রাজ প্রাসাদের বহির্ভাগে একটী প্রকাণ্ড উদ্যান। নানাবিধ ফলপুষ্প শোভিত লতা বিজড়িত বৃক্ষরাজি উদ্যানের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে, সুগন্ধি বিবিধ পুষ্প সকল সুবাস বিতরণ করিতেছে, অলিকুল তাহাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধুপান করিতেছে। মৃদু মন্দ বায়ু বহিয়া বিবিধ পুষ্প রাশির সুগন্ধ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে, উদ্যানের ভিতর নানা স্থানে বেড়াইবার জন্য অনেক গুলি অনতি প্রসস্ত রাস্তা আছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও লৌহ নির্ম্মিত বেঞ্চ রহিয়াছে। ভ্রমণকারী লোক সকল তাহাতে অনেক সময় বসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে লতা বিজড়িত বৃক্ষকুঞ্জ রহিয়াছে তাহার অভ্যন্তরে অনেকে বসিয়া সুশীতল বায়ু সেবনে শান্তি সুখ লাভ করিয়া থাকে। এই উদ্যানের ভিতর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ সকল পরিভ্রমণ করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করে। সেই উদ্যানে এক নিভৃত বৃক্ষ কুঞ্জের ভিতর আজ কানাই বলাই দুই ভাই বসিয়া আরাম লাভ করিতেছে

ও কথোপকথন করিতেছে। এখন তাহারা রাজ্যের ভিতর পদস্থ ব্যক্তি সুতরাং প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদের অবারিত দ্বার।

কানাই বলিতেছে দাদা, এখনত গুরুপুত্র যোগানন্দ ও রামতরণ ঘোষেরপুত্র ভবতারণের সন্ধান পাওয়া গেল। গুরুপুত্র এখানে রাজনন্দন স্বরূপ এবং রামতরণ ঘোষের পুত্র এখানে সেনাপতি নন্দন স্বরূপ রহিয়াছে। এখন ইহাদিগকে নিয়া কি প্রকারে দেশে ফিরা যেতে পারে? তার কি উপায় করবে?

বলাই। আমিও ভাই ভাবছি, সহজে যে এরাজ্য হতে বের হতে পারব এমনও কোনও উপায় দেখ্‌ছি না।

কানাই। আচ্ছা, এদের সকলকে নিয়া একবার বলে কয়ে সাগর স্নানে গেলে হয় না? আমাদের নৌকা রয়েছেই, সে নৌকায় আমরা সকলে চলিয়া যাইব।

বলাই। তাকি সম্ভব? তাতে একটু বিপদ সম্ভাবনা আছে। রাজকুমার ও সেনাপতি নন্দনের সঙ্গে যথেষ্ট লোক জন থাকিবে। চতুর্পাশে আমাদের নৌকাও আছে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের দ্রুতগামী নৌকায় আমাদের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে অনতি বিলম্বে ধরিয়া ফেলিবার সম্ভব। সেরূপ করা তত সুবিধাজনক নহে।

কানাই। তবে আর কি করা যায়?

বলাই। এই ছোট রাজ্যর ভিতর একটা অরাজকতা ঘটাইতে পারিলে সে সুযোগে পালাইয়া যাওয়া যাইতে পারে।

কানাই। তাইবা কি প্রকারে ঘটাইবে ?

বলাই। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সে সুযোগ খুজতে হবে।

কানাই। অপেক্ষা করলেই কি হবে ? তারও ত কোন সুবিধা শীঘ্র যে হয় এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না।

বলাই। চেষ্টার অসাধ্য সংসারে কি হতে পারে ? সংসারে চেষ্টা করলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে পড়ে।

কানাই। কি করতে চাও ?

বলাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে বাধ্য করতে হবে। তারা আমাদের বাধ্য হলেই রাজ্যের ভিতর একটা অরাজকতা ঘটান যাবে। আমরা যেরূপ বল্‌ব তারা তাই করবে।

কানাই। কথাটা মন্দ নয়। ঐ যে রাজকুমারী পুকুর ঘাটে গান করেছিল "যেখানে খাটেনা বল সেখানে খাটাও ছলনা।" সে কথাটা ঠিক এবং সে ভাবে না চল্‌লে আর বোধ হয় অন্য কোন উপায় নাই। কণিক ও চাণক্য নীতিও তাই বটে।

রাজকুমারীর নামে বলাইর বদন মণ্ডল একটু রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। সেও সেই কথাই মনে করিতেছিল। বলাই উত্তর করিল "হা তাই বটে।"

কানাই। আচ্ছা, দুজনে মিলে দেখা যাউক, এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে।

এইরূপ দুভাই কথোপকথন করিতেছে। এদিকে উদ্যানের অপর এক প্রান্তে আর একটি নিভৃতকুঞ্জের ভিতর যুবরাজনন্দিনী বিরজা ও মন্ত্রীনন্দিনী চঞ্চলকুমারী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

বিরজা। কানাই বলাই কিন্তু খুব সুন্দর ছেলে। এ দুজনের মধ্যে আবার কানাই বেশ ছেলে।

চঞ্চলকুমারী। তুই বলিস্ কি ? কানাই কি বলাইর চেয়ে সুন্দর বলাই কানাই অপেক্ষা শত গুণে সুন্দর। যেমন তার রং তেমন চক্ষু, তেমন কপাল, তেমন ভ্রু, তেমন হাত, পা, তেমন, গরণ, তেমন চলা। তেমন কি তোর কানাইর, কানাইর বর্ণটাত শ্যামবর্ণ কালো বল্লেই হয় আর বলাই কেমন সোণার মত গৌরবর্ণ।

বিরজা। কানাইর যেরূপ নধর কোমল মূর্ত্তি তোমার বলাইর কি সেরূপ ?

চঞ্চলকুমারী। বলাইর কি মধুর কণ্ঠস্বর আর তার যেমন রূপ তেম্নি বুদ্ধি ও শক্তি। সে না থাক্‌লেত সেনাপতির প্রাণই রক্ষা হত না।

বিরজা। তা যাই বল তোমার বলাইর উপর কিন্তু রাজকুমারীর দৃষ্টি পড়েছে তাকে তুমি আর পাচ্ছনা। বলাইরও রাজকুমারীর প্রতি অনুরাগ যথেষ্ট। উভয়ের হাবভাবে কিন্তু এরূপই ঠেকে।

চঞ্চলকুমারী। রাজকুমারী কি আমার সাথে চতুরালীতে পেরে উঠবে? দেখে নিস্ আমি সব খেয়াল ভেঙ্গে দিব বলাইকে আমারই করব।

বিরজা। পারলেত হয়।

চঞ্চলকুমারী। দেখে নিস্। আমি এক মতলব এঁটেছি আমাদের বাড়ীতে এক নিমন্ত্রণ দিব তাহাতে তুই আমি কানাই বলাই আর আমাদের সমবয়সী দুই একটি মেয়েলোক থাকবে রাজকুমারীকে কিন্তু বলা হবে না। আমরা দুজনে নাচ গানে দুজনকে মজিয়ে দিব কেমন, বলিস্ কি?

বিরজা। মতলবটা মন্দ নয় কিন্তু আমার ভাই বড়ই লজ্জা করবে।

চঞ্চলকুমারী। লজ্জা করলে চলবে কেন? মনের মত মানুষ পেতে হলে একটু সাহস করা চাই।

বিরজা। তা ভাই আমি পারব না, তুমি ভাই যা ইচ্ছা করতে পার।

চঞ্চলকুমারী। তোর আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণে যেতে হবে, তোর হয়ে আমি সব বলে কয়ে দিব।

বিরজা। আচ্ছা যাব।

তৎপরে উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

### একাদশ পরিচ্ছেদ।

### মন্ত্রী ভবনে নিমন্ত্রণ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের উল্লিখিত কয়েক দিন পরেই মন্ত্রীভবনে মন্ত্রী-কন্যা চঞ্চলকুমারীর আয়োজনে এক নিমন্ত্রণের উদ্যোগ হইল। তাহাতে রাজা, রাজকুমারা ও রাজকুমার বা যুবরাজের নিমন্ত্রণ হইল না। যুবরাজ কন্যা বিরজা, কানাই বলাই ও অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তির মাত্র সেখানে নিমন্ত্রণ হইল। বুদ্ধিমতী রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী এসংবাদ শুনিয়া মন্ত্রীকন্যার দুরভিসন্ধি অনুমান করিল কিন্তু সে ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিল না। কেননা বলাইর মনের ভাব সে কিছুই অবগত নহে কেবল সময় সময় মনে হয় যে, সে যেন তাহার প্রতিই আসক্ত কিন্তু সে অনুমান মাত্র। বিশেষ সে মনে করিল মা কালী তাহার নিজের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে সে নিজে কেন অন্যের সুখের কণ্টক হইবে।

মন্ত্রীর প্রাসাদটি একটি বিবিধ সাজ সজ্জায় পরিশোভিত সুরম্য হর্ম্ম্য। তাহার প্রকোষ্টে প্রকোষ্টে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এক প্রকাণ্ড প্রকোষ্টে বসিয়াছে।

নাচ গান হইতেছে। সে দেশের প্রথা এই যে সম্ভ্রান্ত রমণীগণ নিজেরাই উৎসব উপলক্ষে নাচ গান করিয়া থাকে। তাই মন্ত্রী-কন্যা চঞ্চলকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী বিরজা নাচ গান করিতে প্রস্তুত হইল। যুবরাজ নন্দিনী বিরজাত ইহাতে কোন প্রকারেই স্বীকৃত ছিল না কিন্তু তদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী বর্ত্তমান স্থলে তাহার স্বাভাবিক লজ্জা কিছুক্ষণের জন্য অপসারিত করিতে বাধ্য হইল, বিশেষতঃ মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারীর প্ররোচনায়ও সে কিছু উত্তেজিত হইয়া একার্য্যে যোগদান করিল। তাহাদের একটি গান এই রূপ :—

গান।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

ডেকেছি বঁধু আজ তোমায় দেখ্‌ব প্রাণ ভরে।
(তোমার) মধুর মূরতি খানি একে রাখিব হৃদি মাঝারে॥
তোমায় বড় ভালবাসি তাই তোমায় দেখতে চাই,
তুমি দেখতে চাও বা না চাও আমিত ভাবিনা তাই,
তোমার ছবি খানি হৃদে রেখে পূজ্‌ব তোমায় প্রাণ ভরে।
কওহে কথা ঘুচাও ব্যাথা ওহে আমার প্রাণের আলো,
ভালবেসেই সুখী হব যদিও না বাস ভাল,
জনমে জনমে আমি আছি ভাল বাসিবার তরে।

সেনাপতি অল্প বয়স্ক যুবক। সে এ গান শুনিয়া বড়ই আমোদ পাইল। সে ভাবিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াত এ গান হইতেছেনা?

কানাই ভাবিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াত এ গান হইতেছিল না? তারই বা সম্ভব কি? তাহাকেত যুবরাজকুমারী তাহাদের নিজ ভবনে কি অন্যত্রও এরূপ কোন ঘটনা সৃজন করিয়া গান শুনাইতে পারিত। যাহা হউক সে বিমুগ্ধচিত্তে যুবরাজ নন্দিনী বিরজার ব্রীড়াজনিত আরক্তিম মনোমুগ্ধকর বদন মণ্ডলের প্রতি অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু মহামায়ার অনুপম মোহিনী মূর্ত্তি যেন তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সময় সময় জাগিতে লাগিল এবং তুলনায় মহামায়ার বালিকা সুলভ সরল মধুর মূর্ত্তি খানিই যেন ভাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিরজা লজ্জাবতী বিদ্যুল্লতিকা আর মহামায়া উজ্জ্বল স্বর্ণলতা বলিয়া তাহার ধারণা হইতে লাগিল।

বিরজা ও চঞ্চলকুমারী আবার গান ধরিল।

গান।

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

সখা (আমি) তোমায় পরাণ সঁপিব।
তোমার চরণে এ জীবন লুটাব॥
তুমিহে নিঠুর অতি চাওহে অধীনা প্রতি,
বারি বিনা আজীবন কি শুকাইব?
রূপ গুণ নাহি মোর, হৃদয় প্রেমেতে ভোর,
তুমি মোর মনচোর, তবকরে প্রেম ডোর বাঁধিব।
তোমার জীবন সাথে মিশিয়ে পরাণ তাতে,
দিবানিশি হেসে খেলে সুখে কাল কাটাব॥

এইরূপ আরও কত গান হইল। তৎপরে তদ্দেশীয় প্রথানুসারে পুরুষ রমনী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারী বলাইর হাত ধরিল এবং যুবরাজ নন্দিনী বিরজা কানাইর হাত ধরিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। এসময় চঞ্চলকুমারী ও বিরজার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল, শরীর রোমাঞ্চিত ও [illegible] কানাইও যেন কথঞ্চিৎ সে ভাবে অনুপ্রাণিত।

গান হইলে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সময় পাইল। সেই সময় চঞ্চলকুমারী বলাইর হাত ধরিয়া এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিল। বলাইকে এক সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর উপবেশন করাইয়া নিজেও তৎপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বলাইকে বাতাস করিতে করিতে বলিতে লাগিল। "আপনারা এদেশে যে প্রকারেই হউক এসে পড়েছেন কিন্তু ফিরেত আর যেতে পারবেন না, আজীবন এদেশে কাল কাটাতে হবে। বলাই বিনম্র ভাবে উত্তর করিল "হাঁ তাইত দেখছি।"

চঞ্চলকুমারী। আপনাদের নিজ দেশেত আর ফিরে যেতে পারবেন না তবে এখানে জীবন কাটাবেন কি করে ?

বলাই। কেন ? এভাবে চাকরী করে, কাজ করে।

চঞ্চলকুমারী। (হাস্য করিয়া বলিল) তাও কি সম্ভব ? বিয়ে করবেন না ? এখানে সংসার ঘর করবেন না ? চেষ্টা করে যে আপনাদের দেশের সমস্ত ভুলতে হবে।

বলাই বিস্মিত ও সন্দিগ্ধহৃদয়ে মন্ত্রী কন্যা চঞ্চলকুমারীর মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়াই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল। তখন তাহার মস্তিস্কে হঠাৎ একটি ভাবের উদয় হইল। এই চঞ্চলকুমারী দ্বারাই রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। হঠাৎ প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া বলিল, "আমাদের দেশের সমস্ত চেষ্টা করে ভুল্‌তে হবে কেন? ভগবানের নামে এখানে কাজ করে যাব, তাতে যদি দেশের সমস্ত ভুলে যাই, তার সঙ্গে কোন কথা নাই।"

চঞ্চলকুমারী। আপনি এখানেত এপর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই দেশে করেছেন কি?

বলাই। না আমরা দুভাই কেহই এপর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই।

চঞ্চলকুমারী। (হাসিয়া) তবে আর দেশের মায়া কেন? এখানে বিয়ে করে ঘর গৃহস্থি করে ফেলুন।

বলাই। আমরা বিদেশী লোক, আমাদের কাছে এখানে কে আর মেয়ে বিয়ে দিবে?

চঞ্চলকুমারী। আমরাওত আপনাদের ন্যায় বিদেশী, বাপ মা মনেও নাই, শুনেছি আমাকে ছোট বেলায় এরা ধরে এনেছে।

বলাই। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) রাজকুমারীও কি সেরূপ অপহৃতা হয়ে এখানে এসেছে? চঞ্চলকুমারী রাজকুমারীর নামোল্লেখে কিছু বিরক্তি বোধ করিল। যাহা হউক সে উত্তর

করিল, আমি, রাজকুমারী, যুবরাজকুমারী সকলকেই এরা চুরী করে এনেছে।

বলাই। "তা আমাদের এমনি সৌভাগ্য হবে যে এখানে আমাদিগকে কেহ মেয়ে দিবে।"

চঞ্চলকুমারী। কেন, ইচ্ছা করলে আমাদের মত মেয়েও বিয়ে করতে পারেন।

বলাই। আমরা যে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের লোক সে রকম উচ্চ বংশের মেয়ে ভিন্ন বিয়ে করব না।

চঞ্চলকুমারী। আমরাও ব্রাহ্মণ এবং আমার পিতা এখানে উচ্চ পদস্থ।

বলাই। আপনিত আর রাজকুমারী নন্। এখানে বিবাহ করতে হলে রাজকুমারীর ন্যায় উচ্চ বংশের মেয়ে বিবাহ করিব।

চঞ্চলমারী। রাজা ও রাজকুমারীত আমাদের হাতের মধ্যে তাদের নিজেরত কোন ক্ষমতাই নাই।

বলাই। (বক্র কটাক্ষে) তবুত তাহারা রাজাও রাজকুমারী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান পেয়ে থাকে। সে পদেরও ত শ্রেষ্ঠ গৌরব রয়েছে।

একথা শুনিয়া চঞ্চলকুমারী ভ্রূকুটি পূর্ব্বক তথা হইতে উঠিয়া গেল ইহাতেই রাজ্যে অরাজকতার বীজ রোপিত হইল।

ভোজনান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যুবরাজকন্যা বিরজা, চঞ্চলকুমারীর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু

সে তদ্রূপ করিতে সাহস পায় নাই। সে এক পার্শ্বে বসিয়া বিমুগ্ধ ও সলজ্জিত নয়নে মাঝে মাঝে কানাইকে দেখিতে লাগিল।

মন্ত্রী-নন্দিনী চঞ্চলকুমারী নিরাশ চিত্তে রাত্রিতে শয়ন করিয়া কি কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

"কি প্রকারে বলাইকে পাওয়া যায়। রাজত্ব অধিকার কর্ত্তে না পারলে তাকে পাওয়া কঠিন কেননা রাজকুমারী এক জন বিষম প্রতিদ্বান্দনী। যে প্রকারেই হউক রাজত্ব অধিকার কর্ত্তে হবে। রাজত্ব অধিকার কর্ত্তে হলে সেনাপতিকে হাত কর্ত্তে হবে। যুবরাজকে বশীভূত করা যাবেনা কেননা সেও একজন রাজ্যাকাঙ্ক্ষী। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে বশীভূত কর্ত্তে হবে এবং প্রধান সামন্তদিগকে অধীন করতে হবে।"

মন্ত্রী কন্যা চঞ্চলকুমারী সমস্ত রাত্রি অনিদ্রিত অবস্থায় এ বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া তারপর দিবস হইতে কার্য্যে ব্রতী হইল। কানাই বলাই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাও সময় সাপেক্ষ। কাজেই কিছু দিন এভাবে চলিয়া গেলে তাহারা তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ কিছুই করিতে পারিল না।

---

## দ্বিতীয় খণ্ড।

---

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:(o):—

### চন্দ্রশেখর দর্শণ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কানাই বলাই রাজ্যের পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে রাজ্যের সকলেই তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এদিকে মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারীও লোক জন বশীভূত করিয়া মন্ত্রীকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছে এ বিষয়ে সেনাপতি চন্দ্রনাথই তাহাদের প্রধান সহায়। সেনাপতি ও মন্ত্রী চঞ্চলকুমারীর প্ররোচনায় এবং উচ্চ পদমর্য্যাদা লাভের বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ও যুবরাজ-কুমারী বিরজা নীরবে স্বীয় স্বীয় প্রেমের আগুণে জ্বলিতে ছিল। কিন্তু কাহারও অভিলাষ পূরণের কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা হইতেছে না। শিব চতুর্দ্দশীর দিন নিকটস্থ হইল। রাজা ও যুবরাজ উভয়ে স্বীয় স্বীয় পালিত কন্যা সহ চন্দ্রশেখর তীর্থে যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর অতি পৌরাণিক

ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দেবাদিদেব মহাদেব সেই তীর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা। রাজ্যে মহা ধুম ধাম পড়িয়া গেল। রাজা, রাজপুত্র ও কন্যা সহ যুবরাজ তৎকন্যা বিরজা সহ কতিপয় সৈন্য সামন্ত নিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন। রাজা ও যুবরাজ এ উভয়েরই আদেশ মত কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলোক তাহাদের সঙ্গে গেল। তাহাদিগকে এখন সকল কাজে দরকার হয়। রাজ্যে মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজ্য রক্ষার্থ রহিল। সীতাকুণ্ডে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের সম্মুখে প্রত্যেক বৎসর শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। রাজা ও যুবরাজ তৎ সমভিব্যাহারী লোক জন সহ সীতাকুণ্ডে যথা সময় পৌছিলেন। মেলা বসিয়াছে, তীর্থস্থান লোকে লোকারণ্য। পাণ্ডাগণ যাত্রী ধরিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত, পুলিশগণ, সাহেব ও সার্জ্জন প্রভৃতি শান্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার সকলেই সেই মেলাস্থানে শান্তি রক্ষার জন্য উপস্থিত। রাজা ও যুবরাজ যথারীতি শম্ভুনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি দর্শন করিলেন। তৎপর সহস্রধারা দর্শন ও তথায় স্নান করিতে গেলেন। সহস্রধারা শম্ভুনাথের বাড়ী হইতে ৩।৪ মাইল দূর হইবে। সে স্থানটি একটু জঙ্গলের ভিতর, লোকালয় তথা হইতে ১॥।২ মাইল দূর হইবে। অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে শত সহস্র ধারায় স্ফটিকের সদৃশ স্বচ্ছ সুনির্ম্মল বারি অবিরাম পড়িতেছে, কোথা হইতে সে জল আসিতেছে কেহই বলিতে

পারে না। লোকে দেবাদিদেব মহাদেবের নামে সে জলে স্নান করিয়া পরম পুলকিত হয় ও অতি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। সে স্থানটি নির্জ্জন অথচ অতি মনোরম এবং পবিত্র ভগবৎ ভক্তি উদ্রেক করে। রাজা, যুবরাজ সঙ্গীয় সৈন্যসামন্তাদি দূরে লোকালয়ে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় কন্যা ও রাজপুত্র যোগানন্দ এবং কানাই বলাই কিঙ্কর ও গোলককে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে স্নানার্থ পৌছিলেন। রাজনন্দন, রাজকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী স্নান সমাপনান্তর বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে রাজা ও যুবরাজ স্নান করিতেছেন, কানাই বলাই কিঙ্কর ও গোলক সশস্ত্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে এইরূপ সময় জঙ্গলের ভিতুর হইতে ফিরিঙ্গি সার্জ্জন সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির হইল। সে রূপলাবণ্যময়ী যুবতী রাজকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনীকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিল—

"Well; Mr. Rogue, here are two nice good young ladies" "হে রোগ সাহেব, এখানে সুন্দর দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক রহিয়াছে।" অমনি রোগ সাহেব জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া বলিল "Oh yes, I see" ,"আমি দেখিতেছি সত্যই" প্রথমোক্ত সাহেবটীর নাম Wicked, সে বলিল "Let us catch hold of them, one for each. They would be our good enjoyment" আমরা এক এক জনে এক একটি

মেয়েকে ধরে নিয়ে যাই তাহারা আমাদিগের সুন্দর ভোগের জিনিষ হইবে।"

রোগ সাহেব বলিল "Then let us make haste" তাহলে আমরা সত্বর করি। তাহারা রাজকুমারীও যুবরাজনন্দিনীকে ধরিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। সাহেব দুটি জাতিতে ফিরিঙ্গি, কানাই বলাই ইংরাজি জানিত, সাহেব দুইটির কথা শুনিয়া, ভাব গতিক লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কুমতলব বুঝিতে পারিল, তাহাদের সম্মুখে আগুলিয়া দাড়াইল, সাহেব দুইটি কানাই বলাইকে সজোরে ধাক্কা মারিল কিন্তু সরাইতে পারিল না ; তখন পরস্পর হস্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হওয়ায় উভয় সাহেবই গুলি ছুড়িল কিন্তু ব্যস্ততা প্রযুক্ত গুলি কানাই বলাইর গাত্র স্পর্শ করিল না তাহাদের কানের কাছ দিয়া শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল। কিঙ্কর ও গোলক সাহেবদ্বয়ের পৃষ্ঠ দেশে লগুড়াঘাত করিতে লাগিল। (Wicked) উইকেড সাহেব মারের চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল আর (Rogue) রোগ সাহেব দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। এইরূপ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া রাজা ও যুবরাজ অবাক। তাঁহারা সত্বর স্নান সমাপনান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী ভয়ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। ইতিমধ্যে (Rogue) রোগ সাহেব অনেক পুলিশ ও সার্জ্জান সাহেব সঙ্গে করিয়া ফিরিল, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত

হইল। কানাই বলাই ও কিঙ্কর প্রভৃতি ক্ষিপ্র হস্তে উহারা দূরে থাকিতেই গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল, দুই চারিজন পুলিশ ও সার্জ্জন গুলি খাইয়া ভূমিসাৎ হইল। কিঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে ঢাল ছিল কাজেই বিপক্ষের গুলি তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে পারিল না। রাজা, যুবরাজ ও তাঁহাদের কন্যাদ্বয় ও রাজকুমার ভীতান্তঃকরণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুলিস ও সাহেবপক্ষ রণে ভঙ্গ দিল। (Wicked) উইকেড সাহেব ইতিমধ্যে জ্ঞান লাভ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইল। তৎপর রাজা, যুবরাজ, কানাই, বলাই প্রভৃতি সকলে অনতিবিলম্বে তাহাদের সঙ্গীয় সৈন্য সামন্তের সহিত মিলিত হইয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে রাজা ও যুবরাজ কানাই, বলাই কিঙ্কর ও গোলককে মনে মনে ও প্রকাশ্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিলেন আর রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ও যুবরাজকুমারী মনে মনে ভাবিল কানাই প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের জীবন, মান সমস্ত আজ নষ্ট হইত। এই ঘটনার পর হইতেই কানাই বলাই রাজা ও যুবরাজের প্রায় নিয়ত সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে। এবং রাজকুমারীও যুবরাজনন্দিনী বিরজারও তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা বলিবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে।

অনেক দিন যাবৎ দেশের কোন সংবাদ না পাওয়ায় কানাই বলাই নিতান্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, তাহাদের মাতা পিতা ঠাকুরমা গুরুদেব কিভাবে আছেন কিছুই জানিতে পারিতেছে না

আর বিশেষ তাহাদের গুরুপুত্র যোগানন্দ ও রামতরণ ঘোষের পুত্র ভবতারণের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাও দেশে জানান আবশ্যক। তাহাদের নিজেদের জন্যও সকলে উদ্বিগ্ন রহিয়াছে তাই তাহারা একখানি চিঠি নিতাই ঠাকুরের নামে অপর খানি শ্যামলালের নামে এই দুই খানি চিঠিতে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া ডাকে দিল আর কোন চিঠি আসিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য কিঙ্কর ও গোলককে সাগর, মেলা স্থানে পাঠাইল। গোলক ও কিঙ্কর দুজনে পরে পাতাল রাজ্যে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়া দিল।

——

# তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### হাস পাতাল।

সরকারী হাসপাতালে রমনী রোগীদিগের যে পৃথক কামরা রহিয়াছে তন্মধ্যস্থিত একটি কামরার ভিতর একটি স্ত্রালোক রোগ যন্ত্রনায় পড়িয়া ছট ফট করিতেছে, মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে সময় সময় বা উন্মাদের ন্যায় গান করিতেছে। এ কঠিন রোগগ্রস্ত বিধবা রমণী আর কেহ নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কেবলার মা তাহার প্রথম নাগর ব্রজকিশোর যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহার পর আর সে তাহার নিকট আসে নাই। কিছুদিন কেবলার মা যখন অপেক্ষা করিয়া দেখিল যে ব্রজকিশোর আসিল না তখন সে যখন যাকে পায় তাকেই নাগর জুটাইয়া ঘর করিতে লাগিল। এই ভাবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানও করিতে লগিল। ফল এই দাঁড়াইল যে দারুন সিকিলিস বা গরমির ব্যারাম আসিয়া তাহার দেহ একেবারে অচল করিয়া ফেলিল। নাগরগণ সরিয়া পড়িল সুতরাং সে বাধ্য হইয়া হাস পাতালে আশ্রয় নিল। কেবলার মা গান করিতেছে—

কেবলার মার গান।

গান।

বাউলের সুর।

এবার রোগ ধরেছে সিফিলিসে,
প্রাণ আর বাঁচে কিসে।
ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি করেছি অনেক কেলি,
এখন মরি জ্বালায় জ্বলি বাতের রসে বিষে।
আজ গন্ধে কাছে কেউনা আসে দূর থেকে সব দেখে হাসে
নাগর যে আজ কোথায় আছে পাইনে তার দিশে।

এইরূপ সময় সিভিল সার্জ্জন সাহেব, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার এবং ধাত্রী প্রভৃতি আসিল, ডাক্তার সাহেব বলিল "চুপ রাও বেটি গান মৈৎ কর।"

কেবলার মা। কেন সাহেব, আমি মনের খেদে গান গাই তাতে একটু সুখ পাই।

ডাক্তার সাহেব। এ জায়গা গানের জন্য নহে টুমি এখানে গান কর্টে পার্ব্বে না।

কেবলার মা। তবে আমাকে সাহেব সারিয়ে দেও আমি আরাম হয়ে এখান থেকে চলে যাই।

ডাক্তার সাহেব। সে অনেক দেরী হবে, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের প্রতি you see, it is a very interesting and

complicated case of syphilis অর্থাৎ ইহার অতি জটিল অত্যাশ্চর্য্য সিফিলিস ব্যারাম।

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার। Do you mean to make operation. অর্থাৎ তুমি কি ইহাকে অস্ত্র করিতে চাও?

ডাক্তার সাহেব। Oh yes, certainly and at this moment অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়ই এবং এইমুহূর্ত্তে।

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ধাত্রীকে বলিল—

"ওকে বুঝায়ে বল যে আমরা উহাকে অস্ত্র করিতে চাই।"

ধাত্রী। ওগো এরা এখন তোমাকে অস্ত্র করবে এখন একটু ঠিক হয়ে থেকো।

কেবলার মা। কি বলছো, আমাকে অস্ত্র করবে? না, আমি তা সইতে পার্ব্বো না; তার চেয়ে অস্ত্র দিয়ে আমাকে কেটে ফেল সব জ্বালা ফুরিয়ে যাবে, আমিও রক্ষা পাব, তোমাদেরও বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। হারে আমার কেবলা কোথা গেলিরে, আমার কেবলা থাকলে কি আমার এ কষ্ট ভুগতে হত?

ডাক্তার সাহেব। Who is Kebla অর্থাৎ কেবলা কে?

ধাত্রী। Kebala was her only son, she always speaks of him. অর্থাৎ কেবলা তাহার একমাত্র পুত্র ছিল সে মরে গিয়েছে এখন কেবল এ কেবলার কথা বলে।

ডাক্তার সাহেব। টোমার কেবলা ত স্বর্গে আছে, সেই স্বর্গের দেবতা ঈশ্বরকে ডাক সেই টোমাকে রক্ষা কর্টে পারে, টোমার কস্ট ডুর করবে।

কেবলার মা। আমি ঈশ্বর মিশ্বর বুঝি না আমার কেবলাকে পেলে এখন কষ্ট দুর হ'ত।

এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন। তাও কি হয়, এখন মরা মানুষ ত আর দেখতে পাবে না। এখন ঈশ্বরের নামে ঠিক হয়ে পড়ে থাক আমরা অস্ত্র করি।

কেবলার মা। (ক্রন্দন স্বরে) না, আমি তা পারব না।

ডাক্তার সাহেব। কেব্‌লা নাম ছেড়ে ডেও; তোমাদের কেষ্টনাম বল, রাধা কেষ্ট বল, কষ্ট কিছু থাক্‌বে না। আমরা অস্ত্র করব টাটে ব্যাঠা লাগ্‌বে না।

কেবলার মা। তা বেশ আমি ত পিরীত করেই মজেছি রাধা কেষ্টও পিরীতের কর্ত্তা, তাদের নাম কর্ত্তে পারি।

এই বলিয়া রাধা কৃষ্ণের নাম করিতে লাগিল। ইহাতে যেন একটু ভক্তিরও আবেগ হইল এবং কেন যেন নীরবে অস্ত্র চিকিৎসা সহ্য করিল। সহ্য করিল সত্য কিন্তু এত পূঁজ শরীর হইতে নির্গত হইল যে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা আসিল। তখন কেবলার মা নির্জ্জীব অবস্থায় অবসন্ন হৃদয়ে অথচ প্রগাঢ় ভক্তির আবেগে বলিতে লাগিল "হা, এত রক্ত, এত পূঁজ, শরীর যে অবশ হয়ে যাচ্ছে

যত পাপ করেছি তার ফল ভুগ্‌ছি, হে রাধা কৃষ্ণ! আমারএ পোড়া প্রাণ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাক্তারগণ উপযুক্ত ঔষধের ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কেবলার মা মূর্চ্ছিত অবস্থায় কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল তাহার আহ্লাদের কেবলার মূর্ত্তি, নাগরগণের লীলাখেলা, প্রধান প্রেমের পাণ্ডা ব্রজকিশোরের প্রেমের সঙ্গীত, কত কি ছাই ভস্ম মস্তিষ্কের ভিতরে একে একে আসিতে যাইতে লাগিল কিন্তু কিছুই যেন ভাল লাগিল না। সকলের উপরেই যেন বীতস্পৃহ। তৎপর সর্ব্ব শেষ কি দেখিল? রাধাকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় যুগল মূর্ত্তি যেন সহাস্যে সস্নেহে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে আর বিপুল ও বিমল আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে, সেরূপ অবর্ণণীয় ও অতুলনীয় আনন্দ প্রেমের পীরিতে সে কোন অবস্থাতেই অনুভব করে নাই। সমস্ত দিন রাত্রি মূর্চ্ছিতাবস্থায় সেই অব্যক্ত আনন্দ সুধা পান করিয়া সে যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। তাহার পর দিন সকালে তাহার জ্ঞান হইলে সে বোধ করিল যে রোগের জ্বালা যন্ত্রনা যেন সব চলিয়া গিয়াছে তবে শরীর বড়ই দুর্ব্বল; কিন্তু সেই দুর্ব্বলতার ভিতেরও একটি শান্তিপ্রদ আনন্দ বিরাজ করিতেছে এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে আনন্দদায়ক জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে। সে মনে করিতে লাগিল যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

নিয়মিত ঔষধ পথ্য সেবনে কেবলার মার দেহ সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল। কয়েক দিন মধ্যেই কেবলার মা হাটিতে চলিতে সক্ষম হইল, মনেও অনেকটা শান্তি বোধ করিতে লাগিল। দিন রাত্রি রাধা কৃষ্ণের প্রাণারাম নাম জপ করিতে বিস্মৃত হইলনা এবং তাহাতেই বড় শান্তি বোধ করিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেবের ঐশ্বরিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ায় কেবলার মা শান্তি লাভ করিল। মানবে ঐশী শক্তি সম্ভব, উহা সংক্রামক তাড়িতের ন্যায় কার্য্যকর ও অলৌকিক শুভ ফলপ্রদ।

হাসপাতালের পুরুষ রোগীদিগের একটি কামরায় একটি লোক রোগ যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছে ও মাঝে মাঝে কতই কি গান করিতেছে।

গান।

জংলা—যৎ।

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ফুলের বুকে শুয়েছি।
অকুলে কুল খুজে খুজে কুলের মাথা খেয়েছি।
ফাগুণের পাগলা হাওয়া, পীরিতের সে গানটি গাওয়া,
আজ ত কারেও যায় না পাওয়া সকল ভুলে গিয়েছি।
আজ আগুণ হল ফাগুণের বায়, ফুলের মধু বিষ ঢালে গায়
দুস্ট রোগে জীবন যে যায় কস্টে পাগল বনেছি॥
এবার আমায় বাঁচাও প্রভু আচ্ছা নাকাল হয়েছি॥

এব্যক্তি আর কেহ নহে আমাদের কেবলার মার রসিক নাগর ব্রজ কিশোর। তাহার প্রেমের কারখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গান বাজনা ফুরাইয়াছে, দারুণ গরমির ব্যারামে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছে। সে যেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এখন কেবল মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছে।

কেবলার মা এখন প্রায় সুস্থ দেহ, হাসপাতালের বারেণ্ডায় ধীরে ধীরে পাওচারি করিতেছে। আর মনে মনে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছে। তখন ব্রজকিশোরের আর্ত্তনাদ ও গান তাহার কর্ণে প্রবেশ করায় পরিচিত গলা বলিয়া তাহার নিকট বোধ হইল। সে অমনি সেই কোঠার ভিতর প্রবেশ করিয়া ব্রজকিশোরকে দেখিতে পাইয়াই চিনিতে পারিল। দেখিল ব্রজকিশোর তাহার শয্যায় পড়িয়া রোগ যন্ত্রনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। মনে মনে বলিল এও আমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মের ফল ভুগিতেছে তাই এখানে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। মনে মনে গবর্ণমেণ্ট বা সরকার বাহাদুরকে বড়ই ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "হাসপাতাল, তুমি কত পাপী তাপির যে আশ্রয় দাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা তাহার সীমা সংখ্যা নাই।" সে একবার ভাবিল "আর কেন? জীবনের সাধত সব মিটিয়াছে এর নিকট হইতে একেবারে দূরে সরিয়া পড়ি। আবার ভাবিল, না আমার দ্বারা যদি এর কিছু উপকার হয় তাই করি না কেন? তাতেই রাধাকৃষ্ণের কাজ করা হবে

তাদের ত লোকের উপকার করাই কাম।" এইরূপ ভাবিয়া সে ব্রজকিশোরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল "বল রাধাকৃষ্ণ, সব রোগ কষ্ট চলে যাবে।"

ব্রজকিশোরের কোন সাড়া শব্দ নাই, ব্রজকিশোর যেন হতজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট। কেবলার মা তাহার কর্ণের নিকট মুখ নিয়া দুই তিন বার উচ্চকণ্ঠে বলিল "বল রাধাকৃষ্ণ"। ব্রজকিশোরের এবার যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল, সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিল "তুমি কে ? আবার সে মধুর নাম শুনাও একটু কালের জন্য যেন বড়ই শান্তি পেয়েছিলাম।"

কেবলার মা দুই তিন বার রাধাকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিল। ব্রজকিশোর তখন স্বগত ভাবে বলিল "তাইত, এ নামের কি এতই মোহিনী শক্তি ? আমার যেন যন্ত্রনার আধা কমে গিয়েছে।" ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে ?"

কেবলার মা। আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি যে কেবলার মা।

ব্রজকিশোর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল "তুমি এখানে ?"

কেবলার মা। তুমি যে জন্য এখানে আমিও সেই জন্য এখানে। আমি ঐ রাধাকৃষ্ণের নামের জোরে উদ্ধার পেয়েছি, তুমিও ঐ নামের উপর নির্ভর করে থাক মুক্ত হয়ে যাবে। তখন ব্রজকিশোর মনের আবেগে গাইতে লাগিল।

রাগিণী—সাহানা।

তাল—পোস্তা।

"রাধাকৃষ্ণের নাম আমি করিলাম সার।

(এবার) পাইব নিস্তার ওগো পাইব নিস্তার ॥

রাধাকৃষ্ণের নামের জোরে, ঢেউ ফুরে উঠব তীরে,

(এবার) নূতন ঘরে বাঁধব বাসা ধারব না আর কারো ধার॥

সে সুখের তুলনা নাই, দুঃখের তাতে গন্ধ নাই,

এই রাধাকৃষ্ণ তরী বেয়ে ভবসিন্ধু হব পার॥"

তার পর হইতে ব্রজকিশোর সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল এবং শান্তিও পাইল। মানবের ঐশী শক্তির অলৌকিক অসাধারণ ক্ষমতা উহা ঘটনা স্রোত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া সুফল উৎপাদন করিতে পারে।

কেবলার মা ও ব্রজকিশোর উভয়ে হাসপাতাল হইতে একই সময় মুক্ত হইল। এখন কোথায় তাহারা যায়, কি করিয়াই বা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে কাহারও নিকটে সিকি পয়সাও নাই। হাসপাতালের দ্বারদেশে তাহারা এ বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করিতেছে এরূপ সময় ডাক্তার সাহেব হাসপাতালের ভিতর সেই দ্বার দিয়া আসিতেছিল তাহার দৃষ্টি উভয়ের উপর পতিত হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোটা (কোথা) যাবে?"

ব্রজকিশোর। আমরা আর কোথা যাব? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, সঙ্গেত আর টাকা পয়সা নাই।

ডাক্তার সাহেব। বেটি টুমি কোটা ( কোথা ) যাবে ?

কেবলার মা। সাহেব, আমার সঙ্গেও টাকা পয়সা নাই কি যে করব কিছুই ঠিক পাই না।

ডাক্তার সাহেব। টোমরা কি এক ডেশের( দেশের )লোক হয় ?

ব্রজকিশোর। আজ্ঞে হাঁ, আমরা এক জায়গার লোক। দৈবাৎ হাসপাতালে এসে মিলেছি।

ডাক্তার সাহেব। টোমাদিগকে এই ডশ ডশ টাকা দিলাম ইহা দিয়া টোমরা ডেশে চলে যাও।

ইহা বলিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া সাহেব হাসপাতালের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সাহেবদের ভিতর এরূপ উদার চরিত্র ও পরোপকারী সাহেব অধিকাংশই আছে এই জন্যই ভগবান তাহাদের জাতীয় উন্নতির বিধান করিয়াছেন।

ব্রজকিশোর ও কেবলার মা তখন আর দেশে ফিরিল না। দেশে ফিরিতে লজ্জা বোধ করিল। উভয়ে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সাজিল, একটী বেহালা ও খঞ্জনী কিনিল। ব্রজকিশোর বেহালা বাজাইয়া ও কেবলার মা খঞ্জনী বাজাইয়া দ্বারে দ্বারে রাধাকৃষ্ণের নাম গান করিতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান হইতে লাগিল। তাহারা উভয়ে সুস্বরে সুন্দর গান করিতে নিপুণ, সুতরাং সকলেই তাহাদের মধুর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আশাতিরিক্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

# তৃতীয় খণ্ড।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### দক্ষিণ পাড়া—রাজবাড়ী।

দক্ষিণ পাড়ার বাড়ুয্যেগণ পুরুষানুক্রমিক ধনাঢ্য জমিদার। সরকার বাহাদুর হইতে তাহাদের পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি। রাজবংশে লোক এখন আর অধিক নাই। এক শাখার এই রাজবংশ এখন দুই পৃথক শাখায় পরিচিত। বৃদ্ধ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বাড়ুয্যের অল্প দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ বাড়ুয্যে এখন রাজপদে সমাসীন। তাঁহার বয়স ১৯।২০ হইবে। দেখিতে সুশ্রী যুবাপুরুষ, নব্য ধরণের চাল চলন, শিক্ষা দীক্ষা। রাজপুত্রের পিতা মাতা নাই। পিতার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বেই মাতৃ বিয়োগ হয়। ঘরে যুবতী স্ত্রী মাত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আছে। এক অবিবাহিতা ভগ্নী আছে সে গুরু গৃহে শৈশব হইতে প্রতিপালিতা।

এই রাজ বংশের অপর শাখার রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ বাড়ুয্যের পৃথক বাড়ী। সেই বৃদ্ধ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে তাহার যুবক পুত্র তেজেন্দ্রনারায়ণ এখন রাজা, দিব্যকান্তি-সুরিচত্র যুবা

পুরুষ। তাহার এক ভগ্নী ছিল, শৈশব হইতে দৈব দুর্ব্বিপাকে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, আসে পাশে রাজ কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত। মোসাহেবগণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যতিব্যস্ত। একটি মোসাহেব বলিল—

"হুজুরের আমলে কাজ কর্ম্ম কর্ত্তার আমল হতে যেন ভালই চল্‌ছে এখন হুজুরের কর্ত্তব্য কাজ গুলি এভাবে করে যেতে পার্‌লেই হুজুরের সুনাম থেকে যায়।"

উপেন্দ্রনারায়ণ। আমার একটি গুরুতর কর্ত্তব্য কাজ রয়েছে, সেটি আমার যত শীঘ্র হয় সুসম্পন্ন করতে হবে।

মোসাহেব। এই সে দিন মহা সমারোহে কর্ত্তার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধান কর্‌লেন, আর গুরুতর কর্ত্তব্য কাজ কি বাকী রহিল ?

উপেন্দ্র নারায়ণ। আমার একটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছে সে গুরুগৃহে প্রতিপালিতা। তাহার বিবাহের বয়স হয়েছে এখন ভাল ঘর বরে বিবাহ দিতে হবে।

মোসাহেব। মহারাজ সে ঠিক কথা। তাকে এনে এখন ভাল ঘর বর দেখে বিবাহ দিয়ে ফেলুন। সে গুরুগৃহে রয়েছ তার খরচ পত্র ত এখান হতেই দেওয়া হচ্ছে ?

উপেন্দ্র নারায়ণ। হঁা, গুরুঠাকুর সে বাবদ মাসিক একশত টাকা নিচ্ছেন কিন্তু কেন যে মহামায়াকে সেখানে রাখা হয়েছে

এবং কেন যে সে বাবদ এত টাকা দেওয়া হচ্ছিল কারণ কিছু বুঝিনা ঘরে আমাদের মা নাই সত্য, কিন্তু আত্মীয় স্বজন ত যথেষ্ট রয়েছে তারাও ত সুন্দর রূপে ভগ্নী মহামায়াকে লালন পালন করতে পারত।

মোসাহেব। তা সে কথা সত্যই বটে। বুড়া কর্ত্তাদের মতি গতি কিছুই বুঝা যায় না, তা নাহলে নিজের মেয়েকে বা গুরুঘরে রাখবেন কেন আর সে জন্য মাস মাসই বা একশত টাকা দিবেন কেন? আর চাল কলা খেকো বামুনগুলো কি সেয়ানা, এক-ফন্দি করে মাস মাস একশত করে টাকা নিচ্ছে। আজ কালকার দিনের একশ টাকা পূর্ব্বের পাঁচশ টাকার সমান।

উপেন্দ্রনারায়ণ। বাস্তবিক, এ টাকাগুলি দেখ্‌ছি বৃথায় যাচ্ছে।

এই বলিয়া তখনই তিনি একজন কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ দিলেন যে গুরু নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্যকে অবিলম্বে আসিতে সংবাদ দেওয়া হউক। অল্প কিছু দিন পরেই সংবাদ পাইয়া গুরুদেব যথা সময়ে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আর কেহ নহেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নিতাই ঠাকুর। এবং ইহার কন্যা বলিয়া পরিচিতা বালিকা মহামায়াই দক্ষিণ পাড়ার রাজবংশীয় নরেন্দ্র নারায়ণ বাড়ুয্যের কন্যা। রাজকুমার গুরু নিতাই ঠাকুরকে যথা রীতি অভিবাদন পূর্ব্বক বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কুশলত, মহামায়া ভাল আছেত?

নিতাই ঠাকুর। হাঁ, মহাদেবের কৃপায় সমস্তই কুশল। তবে মহামায়া বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যু সংবাদের পর হইতে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করছে।

উপেন্দ্র নারায়ণ। কেন, মহামায়া কান্দছে কেন?

নিতাই ঠাকুর। তা বুঝা যায় না, সে ত আর পূর্ব্বে জানত না যে সে রাজকন্যা।, বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু সংবাদের পর তাহার পরিচয় জানাইবার পর হইতেই তাহার ক্রন্দন আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই আমাদের ছাড়িয়া আসিতে হইবে বলিয়া সে কাঁদিতেছে।

মোসাহেব। (জনান্তিকে) দেখছেন মহারাজ কথার শ্রী। তাদের ছেড়ে আসতে হবে বলে বালিকা কাঁদছে, যেন সেখানেই বালিকাকে রাখলে ভাল হয়। আর সে যেন বাপের জন্য কাঁদতে পারে না। বুড়ো বাবাকে যে মৃত্যু সময়েও দেখতে পেলনা সে জন্য বুঝি আর কান্দতে পারে না। এ বামুণের কথা আপনি শুনবেন না, আপনার ভগ্নীকে এনে ফেলুন।

উপেন্দ্র নারায়ণ এ কথা গুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গুরু ঠাকুরকে বলিলেন "তাই হউক, মহামায়ার এখন বিবাহের বয়স হয়েছে উহাকে এখানে আনাইয়া বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। উহাকে দুই এক দিন মধ্যেই এখানে আনাইতে চাই এ বিষয়ে কি বলেন?

নিতাই ঠাকুর। এ বিষয়ে আমি আর কি বলব? তোমার ভগ্নী, তোমার যখন ইচ্ছা তাহাকে আনাইতে পার। কিন্তু মহামায়ার বিপদ কালত এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই, পনর বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বিপদ। তোমাদের এখানে থাকিলে তাহার পদে পদে বিপদ, এই জন্যই শৈশব কাল হতে তাহাকে আমার ওখানে রাখা হয়েছে।

উপেন্দ্র নারায়ণ। মহামায়ার বয়স এখন ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।

নিতাই ঠাকুর। হাঁ, তার বয়স এখন ১৪ উত্তীর্ণ হয়ে ১৫ চল্ছে। এই পনর বৎসর চলে গেলেই তাহার বিপদ সময় কেটে যাবে, তখন তাকে এনে ভাল ঘর বরে বিবাহ দিও।

উপেন্দ্র নারায়ণ। ওসব ভবিষ্যতের গাঁজা খুড়ী কথায় আমরা কিছুই বিশ্বাস করি না, এই যে সেদিন আমার কোষ্ঠী দেখে এক পণ্ডিত কত কি বলে গেল তার কিছুইত ফল দেখ্ছি না। আমি মহামায়াকে শীঘ্রই আন্ছি।

নিতাই ঠাকুর। স্বচ্ছন্দে তুমি তাহাকে আনাইতে পার। কিন্তু দেখিবে আমার কথা ঠিক হয়েছে। তাহার এই পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যে ঘোর বিপদ সম্ভাবনা এবং তুমি বিবাহের আয়োজন করিলেও বিবাহ ঘটিবে না। তোমরা আজ কালকার শিক্ষিত ছেলে, আমাদের কথা গ্রাহ্য করতে না পার কিন্তু দেখ্বে আমি যাহা বলিলাম তাহাই ঠিক। এই বলিয়া নিতাই ঠাকুর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন। নিতাই ঠাকুর চলিয়া গেলে মোসাহেবটি বলিল—

"দেখুন মহারাজ বামুণের কি গর্ব্বের কথা, এরূপ কথায় এত দিন সে বুড়ো রাজাকে বশ করে রেখেছিল। আপনি কিন্তু এ সব কথায় ভুল্‌বেন না।

উপেন্দ্র নারায়ণ। না, আমি নব্য শিক্ষিত লোক, আমি কি এ সব কথায় ভুলিবার ছেলে? বিশেষ মহামায়া এখন বড় হয়েছে, উহাকে আর অন্য স্থানে রাখা ভাল দেখায় না।

মোসাহেব। তা ঠিক। সত্বরই তাহাকে আনার একটা ব্যবস্থা করুন্।

রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ তখনই একটি কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া নিতাই ঠাকুরের বাড়ী হইতে মহামায়াকে আনাইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

---

# তৃতীয় খণ্ড।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### মহামায়া।

মহামায়া নিতাই ঠাকুরের আশ্রমে আসিয়া বড়ই সুখে ও মনের আনন্দে কাল যাপন করিতেছিল। এখন সে জানিতে পারিয়াছে যে সে দক্ষিণ পাড়ার রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের কন্যা, কিন্তু ইহাতে সে সুখী হয় নাই। নিজ পিতা মাতাকে তাহার কিছুই স্মরণ নাই। সুতরাং নিজ পিতা মাতা বা পিতৃভবনের প্রতি তাহার কোন মায়া মমতা নাই। সে নিতাই ঠাকুরকে পিতৃস্থানে পিতা সদৃশ ভাল বাসিয়া আসিয়াছে এবং তাহার করুণা মাসীকে মাতৃতুল্য দেখিয়াছে সুতরাং সত্বরই যে তাঁহাদের আলয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্বীয় পিত্রালয়ে যাইতে হইবে ইহা ভাবিয়া সে আকুল। একবার ভাবিল সে পিত্রালয়ে কিছুতেই যাইবে না। আর একটি কারণেও তাহার মন বড়ই চঞ্চল হইল। এখান হইতে চলিয়া গেলে ত সে আর কানাইর সুমধুর মূর্ত্তিখানি যে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা আর দেখিতে পাইবে না। যখন এ কথা তাহার মনে হইল তখন তাহার সুন্দর বদন মণ্ডল ও গণ্ডদেশ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল অথচ এক অব্যক্ত দুঃখে মন অভিভূত হইল।

যথা সময়ে রাজবাড়ী হইতে তাহাকে লওয়ার জন্য লোক আসিল। নিতাই ঠাকুর অনিচ্ছা সত্বেও গম্ভীর ভাবে তাহাকে

যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তাহার করুণা মাসী অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, মহামায়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল।

সদাচাকর এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; নিয়মিত কাজ কর্ম্মের ভিতর সর্ব্বদাই শিবনাম জপ করিতেছে। মনের এক অনির্ব্বচণীয় আনন্দে যেন সদা সর্ব্বদাই বিভোর হইয়া কখন বা অনুচ্চস্বরে কখন বা উচ্চৈঃস্বরে কতই পারমার্থিক গান করিতেছে। কোথা হইতে তাহার যে সেরূপ গান আসে তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই সব জানেন। আর যদি কেহ জানে তাহা সেই নিতাই ঠাকুর। সে যখনই আপন মনে গান করে নিতাই ঠাকুর উৎকর্ণ হইয়া পরমানন্দে সে গান শুনেন।

উপরোক্ত ক্রন্দনাদির দৃশ্য দর্শনে সদানন্দের চির আনন্দ যেন ক্ষণকালের জন্য একটু নিজ্জীব হইয়া পুনরায় দ্বিগুণ বেগ ধারণ করিল। সে গান ধরিল—

গান।

রাগিণী কানেড়া। তাল—আড়াঠেকা।

দুঃখেতে না কাঁদিস রে মন কেঁদে কিবা ফল।
মূর্খ হাসে সুখে, ফেলে দুঃখে চক্ষের জল॥
সুখ দুঃখ দুই সহোদর, এক যায় ত আসে অপর,
সবাইকে মন করিস্ আদর এরাই যে তোর কর্ম্মফল॥
দুঃখে কাঁদলে মায়া হয়, মায়াতে জ্ঞান ক্ষয় হয়,
জেনে শুনে মনরে আমার খেওনা এ হলাহল॥

মহামায়া এখন বড় ও সেয়ানা হইয়াছে। সে এ গান শুনিয়া মনে করিল বাস্তবিক শিনের নামে চলে গেলে কি সুখ মিলিবে? এ দুঃখের পরিনাম ফল কি সুখ? এ দুঃখের সৃষ্টি কি সুখেরই জন্য? সে অশ্রুসিক্ত নয়নে এরূপ চিন্তা করিতেছে এরূপ সময় শ্যামলাল চাটুয্যের মাতা জগদম্বা ঠাকুরাণী ও শ্যামলালের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

জগদম্বা ঠাকুরাণী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি যে রাজকন্যা তা ত আমরা জানতুম না। যাও মা বাপের বাড়ী যাও সুখে থাক কিন্তু রাজ সম্পদের মোহে ভগবানের নাম ভুলোনা" এই বলিয়া জগদম্বা ঠাকুরাণী অন্যত্র যাইয়া করুণা মাসীর সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী মহামায়ার নিকটে বসিয়া তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ চুলের দীর্ঘ গুচ্ছ গুলি উপযুক্ত ভাবে সন্নাস্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মা, রাজ রাজার বাড়ী যেয়ে আমাদের কি মনে পড়বে?"

মহামায়া কিছু বলিতে পারিল না, তাহার বৃহৎ আয়ত চক্ষু হইতে টল্ টল্ করিয়া বড় বড় ফোটায় অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী দেবী বলিলেন "কান্দ কেন মা, বাপের বাড়ীত সুখের সংসারেই যাচ্ছ"। মহামায়া তথাপি নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধিমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বুঝিল কোন গম্ভীর আন্তরিক বেদনার জন্য মহামায়া নীরবে অশ্রুজল

মোচন করিতেছে। কেবল এ স্থান ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তাহার মানসিক কষ্ট, তাহা নহে তাহা অপেক্ষাও কোন গুরুতর মানসিক কষ্ট উহার অন্তরে রহিয়াছে তাহা এ বালিকা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। সে গভীর মনোবেদনা কি হইতে পারে? বোধ হয় বালিকা কাহারও প্রেমে এখানে আসক্ত হইয়াছে, কাহারও প্রতি একটু ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক এখান হইতে চলিয়া গেলে কানাইর হাসিমাখা মুখখানি সে যে আর দেখিতে পাইবে না ইহা মনে করিয়াই বালিকার অধিক অবক্তব্য মানসিক কষ্ট। তাহার সঙ্গে নিতাই ঠাকুরের গৃহ পরিত্যাগ জনিত কষ্টও মিশ্রিত হইয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। যাহাহউক রাজলক্ষ্মী দেবী গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন "দেখ মা, সংসারে সুখ দুঃখ লাগিয়া রহিয়াছে; কখন সুখ আসে কখন দুঃখ আসে বলা যায় না। সে জন্য মায়া, মমতা, ভালবাসা যত দূর দমন করিয়া রাখা যায় তাহাই করা উচিত। বিশেষতঃ আমরা নারী জাতী পরাধীন। আমাদের স্বাধীন ভাবে মায়া, মমতা বা ভালবাসা দেখাইবার ক্ষমতা নাই। সে জন্য আমাদের পক্ষে গুরুজনের আজ্ঞানুসারেই চলা কর্ত্তব্য, তাহাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং সেই ধর্ম্মপথ কখনও ছেড়োনা তাহাতেই পরিণামে সুখ ও শান্তি পাবে।" এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী দেবী তাহাকে আশীর্ব্বাদসূচক মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, মহামায়া

অশ্রুজল মোচন পূর্ব্বক তাহাকে বলিল " মা, আমার মা, বাপ নাই আপনিই আজ হইতে আমার মা হইলেন; আপনার কথাই আমার শিরোধার্য্য, আপনার উপদেশ মতই আমি মহাদেবের নামে নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিব দেখি শেষ কি হয়। মা আপনার নিকট চিঠি পত্র লিখ্‌ব দয়া করে মাঝে মাঝে তাহার উত্তরে উপযুক্ত উপদেশ দিলে বড়ই সুখী হব।

রাজলক্ষ্মী দেবী। তা মা, আমার মেয়ে নাই তুমিই আমার কন্যা স্বরূপা হ'লে। তোমাকে আমি রীতিমত চিঠি লিখ্‌ব।

তারপর রাজলক্ষ্মী ও জগদম্বা দেবী স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। মহামায়া নিতাই ঠাকুরের ও করুণা মাসীর নিকট অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল। নিতাই ঠাকুরত তাহার পিতৃ স্বরূপ ছিলেন। সেরূপ ভাবে তাহার সঙ্গে ও চিঠি পত্রের কথা হইল। তিনি মহামায়াকে বলিয়া দিলেন " আমার প্রদত্ত মূল মন্ত্র বিপদ আপদে জপ কর্ত্তে ভুল না, আর উহাতেই সব বিপদ কেটে যাবে মনে রেখো।

মহামায়া। না বাবা, তা কখনই ভুল্‌ব না।

যাইবার কালে মহামায়া সদানন্দকে বলিল " দেখ্‌ সদা, আজ হতে তোরগতিকে আমি আমার কর্ত্তব্য পথ চিনেছি, তোকেও আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না, তুই আমাকে ভুলিস্‌ না।

সদা। না মা, তোকে কি আমরা কখনও ভুল্‌তে পারি? এই বলিয়া সদাও গম্ভীর হইল।

# তৃতীয় খণ্ড।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—
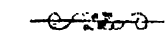
### রাজবাড়ীতে বিবাহোদ্যম।

আজ দক্ষিণ পাড়ার রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে বিবাহের উৎসব পড়িয়াছে। উপেন্দ্রনারায়ণের ভগ্নী মহামায়ার বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। রাজ সংসারে অর্থের বা কিছুরই অভাব নাই। একটি সুপাত্র যোগার করিয়া আনা হইয়াছে। এ বিবাহে রাজ বাড়ীর সকলেরই আনন্দ কেবল এক ব্যক্তির নিরানন্দ, সে আর কেহ নহে, যাহার বিবাহ সেই মহামায়ার হৃদয় খানি নিরানন্দে ভরা; সুন্দর মুখখানি যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তাহাতে সুন্দর বদন মণ্ডলখানি যেন অধিকতর শোভমান দৃষ্ট হইতেছে। বরযাত্রীগণ বর সহ রাজবাড়ীতে আসিয়াছে। পুরস্থ সকলেই বর দেখিয়া আসিয়া পুরী মধ্যে কথোপকথন করিতেছে, জামতার যেমন বিদ্যা তেমনি রূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দিব্যকান্তি যুবা পুরুষ। এ সব কথোপকথন শুনিয়াও মহামায়ার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কানাইর মধুর মুর্ত্তিটি যেন ম্লান মুখে তাহার চক্ষের সামনে আসিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে। আর ভাবী জামতার মনে কতই আনন্দ, সে গরীবের ছেলে সুন্দরী রাজকন্যা

বিবাহ করিতে পাইতেছে ইহা মনে করিয়াই তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

সকলেই উৎসবে মত্ত ও কাজেকর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ একখানি চেয়ারে বসিয়া বিহিত আদেশ দিতেছেন ও বিহিত কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাহার নিকটে দুই এক জন মোসাহেবও রহিয়াছে তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাস ও কথোপকথন করিতেছেন এরূপ সময় এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উহারা আর কেহ নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রজকিশোর ও তাহার সঙ্গিনী কেবলার মা। তাহারা দ্বারে দ্বারে গান করিয়াই বেড়ায়, ইহাই এখন তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম। ব্রজকিশোর বেগলার সুর করিল, কেবলার মা খঞ্জনীতে টোকা দিল। উভয়ে সুস্বরে ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে গান ধরিল—

গান।

বাউলের সুর।

গুরুর কথা না কর হেলা।
গুরুর চাইতে নাইকো লোক গুরুই জগৎগুরুর চেলা
গুরু যে নাম দিলেন কানে, সার কর ভাই রাত্রি দিনে,
বিপদ আস্‌বে গুরুর কথা করিলে যে হেলা।
গুরু বিনে গতি নাই আর গুরু ভোর পারের ভেলা॥

এই গানটি শুনিয়া উপেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের গুরু কে?"

ব্রজকিশোর। আজ্ঞে আমাদের গুরু এক সাহেব।

উপেন্দ্রনারায়ণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহেব গুরু সে কি সম্ভব? তোমাদের গুরু কি নাম দিয়াছেন।"

ব্রজকিশোর। রাধাকৃষ্ণ নাম।

উপেন্দ্রনারায়ণ। সাহেব হয়ে রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়াছেন? এত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আচ্ছা তোমাদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি গান গাওত দেখি।

তাহারা আবার গান ধরিল—

বাউলের সুর।

কি মধুর রাধা কৃষ্ণ নাম।
ঐ নাম সাধন কর অবিরাম।
প্রকৃতি আর পুরুষ ভাইরে
ঐ নামেতে প্রকাশ পান॥

অপার এই নাম মহিমা, দয়ার তাদের নাইকো সীমা,
ঐ নাম গানের তানে তানে ভাসবে প্রেমের বান।
জগৎ উদ্ধার করেন তারা তারাই জীবের মোক্ষধাম॥

গান থামিলে যথেষ্ট পরিতোষিক প্রদানে রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি অন্যমনস্ক চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন ইহারা কি মধুর প্রাণস্পর্শী গান করিল।

বাস্তবিক গুরুদেব নিত্যানন্দ ঠাকুরের কথা অবহেলা করিয়া কি অন্যায় কাজ করিয়াছি। তখনই একটি পার্শ্বস্থ মোসাহেব অনন্য চিত্তে চিন্তাকুল দেখিয়া রাজকুমারের মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল দেখুন; রাজকুমার, এই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী নিশ্চয়ই ভণ্ড নিতাই ঠাকুরের চেলা। তাই ইহারা গুরুর এত গুণ গান ও ব্যাখ্যা করে গেল। এখনও আপনার মন ফিরাতে পারে কিনা তাহার ফন্দি করতেছে। আবার ভণ্ডামি দেখুন, বিলাতি সাহেব ইহাদের রাধাকৃষ্ণে মন্ত্র দিয়াছে। তাওকি সম্ভব? ইহাদের কোন পয়সা কড়ি না দিয়া ঝাঁটা মেরে তারান উচিত ছিল।"

উপেন্দ্রনারায়ণ। কি করে জান্‌লেন যে এরা নিতাই ঠাকুরের চেলা? তা হলেও হতে পারে। কিন্তু এরা সুন্দর মধুর গান গাইল বটে।

মোসাহেব। তা ঠিক? তা ঠিক। ব্যবসাদার লোক কিনা তা এরা সুন্দর গাবে বৈকি।

এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে সংবাদ আসিল ভাবী জামতার ভেদ বমী হইয়াছে। রাজা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া কি ব্যাপার দেখিবার জন্য উঠিলেন। মোসাহেব অমনি বলিল, মহরাজ, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, আমি দেখে আসি।"

মোসাহেব চলিয়া গেল কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল কিছু চিন্তা করবেন না, কিছু বদহজম হয়েছিল। ডাক্তার আনা

গিয়াছে। এখন প্রায় দুপর হয়ে এলো, সন্ধ্যা গোধূলি লগ্নে বিবাহ, এর মধ্যে সেরে যাবে।

খবরের পর খবর আসিতে লাগিল ভাবী জামতার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। দারুন ওলাউঠা ব্যারামে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। মোসাহেব বলিতে লাগিল, "কিছু চিন্তা নাই সন্ধ্যা হয়ে এল, সাতপাক ঘুরিয়া দিতে পারলেই আমাদের কাজ হাসিল।"

কিন্তু কে কাকে সাত পাক ঘুরাবে? জামতা বাবাজি হোত হোত বমি ও উপর্য্যুপরি ভেদের বেগে শয্যাগত, উত্থান শক্তি রহিত।

সন্ধ্যা বহিয়া গেল বিবাহ হইল না। তারপর রাত্রি চলিয়া গেল ভাবী জামতার চৈতন্য হইল না। তার পরদিন প্রত্যূষে তাহার মৃত্যু হইল। বরযাত্রিগণ ম্লান মুখে ও বিষণ্ণ হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজপুরীতে বিষাদের ছায়া আসিয়া ঘিরিল। সকলে বলিতে লাগিল এ বরখেকো মেয়েকে গৃহে না আনিলে ভাল হইত। কিন্তু বালিকা মহামায়া এ দুর্ঘটনায় বা লোকের তীব্র ও শ্লেষ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন এইত শিখিয়াছি, তবে ইহাও মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে তাহাই মনে করিনা কেন? রাজনন্দন উপেন্দ্রনারায়ণ বিষন্নচিত্তে ভাবিতে লাগিল

বোধ হয় নিতাই ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। তখন মোসাহেব বলিল, "মহারাজ কোন চিন্তা করবেন না। আমি একটী ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি। এই আমাদের মনোহর পুরের ডিপুটী বাবু অবিবাহিত, তাহার বয়সও কম, দেখিতেও দিব্য চেহারা, তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন।" রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ তখন ভাবিয়া দেখিলেন, যখন মহামায়ার বিবাহের নাম করা হইয়াছে তখন পশ্চাৎপদ হওয়া ভাল দেখায় না। তিনি এই সম্বন্ধে সম্মত হইলেন এবং সেই ডিপুটী বাবুর সঙ্গে মহামায়ার সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে যখন এইরূপ দুর্ঘটনা হইল তখন কলিকাতা যাইয়া মহামায়ার বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। সেই ডিপুটী বাবু ও তাহারা সকলে মহামায়াকে নিয়া এক সঙ্গে কলিকাতায় চলিল। মহামায়া গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ করিতে করিতে প্রশান্তচিত্তে রওনা হইল।

মন্ত্রশক্তির অলৌকিক ক্ষমতা। সুফল আছে বৈ কি?

---

# তৃতীয় খণ্ড।

—:(০):—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## কলিকাতাপথে।

মহামায়ার বিবাহের জন্য আবশ্যকীয় লোকজন পূর্ব্বেই কলিকাতা পাঠান হইয়াছে। অদ্য এক রেলগাড়ীতে রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ, মহামায়া, তাহার ভাবীবর ডেপুটিবাবু, একজন পরিচারিকা, একজন পরিচারক ভৃত্য, একজন কর্ম্মচারী ও মোসাহেব কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর একখানি গাড়ীতে সকলেই চড়িয়া সুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, রেলগাড়ী ধূম উদগীরণ করিতে করিতে হুস্ হুস্ করিয়া চলিতে লাগিল। কেবল মহামায়া জাগ্রত রহিয়াছে মাঝে মাঝে সলাজ-কটাক্ষে নিদ্রাভিভূত ভাবী পতি ডেপুটিবাবুকে দেখিতেছে আর কানাইর কমনীয় মূর্ত্তি যেন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "ছি ওদিক চাইও না"। আর সকলে সুখে নিদ্রা যাইতেছে মহামায়ার চক্ষে নিদ্রা নাই তাহার মনে কত কি চিন্তা আসিতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে গুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্র জপ করিতে ত্রুটী করিতেছিল না।

রাত্রি গভীর হইল। একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। হঠাৎ তাহারা যে গাড়ীতে ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গেল প্রকাণ্ড কায়,

দীর্ঘাকৃতি, রক্তবর্ণ মুখ এক সাহেব কামরার ভিতর ঢুকিয়া গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী আবার বেগে চলিতে লাগিল। সাহেব মহামায়াকে দেখিয়া তাহার পার্শ্বে ঘেসিয়া বসিল। মহামায়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পরিচারিকাকে জাগাইলে পরিচারিকা আর সকলকে জাগাইল। ডিপুটিবাবু রোষ কষায়িত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "who are you ?" তুমি কে ?

সাহেব। I am an Europeon you see, that is enough আমি একজন ইউরোপবাসী, তোমরা দেখিতেছ তাহাই আমার যথেষ্ট পরিচয়।

ডিপুটি। why you have trespassed into our reserved compartment অর্থাৎ আমাদের ভাড়া করা কামরার ভিতর তুমি কেন অনধিকার প্রবেশ করিলে।

সাহেব। We have right of entry in every place অর্থাৎ আমাদের সর্ব্বত্র যাইবার ও প্রবেশ করিবার অধিকার আছে।

সাহেবের উত্তর সবই কর্কশ ভাবে।

ডিপুটী। Be gentlemanly in your talk and behaviour. অর্থাৎ ভদ্রভাবে কথা বল ও ব্যবহার কর।

সাহেব। Don't talk much, you rascal or else I would teach you a good lesson. অর্থাৎ গাধা অধিক বাগবিতণ্ডা করিও না নতুবা তোমাকে উত্তম শিক্ষা দিব।

ডিপুটী। Here is the Raja of Dakhinpara travelling with his sister. I am the Deputy Magistrate of Manoharpur. You should rather be courteous to us. অর্থাৎ এই দক্ষিণ পাড়ার রাজা বাহাদুর তাহার ভগ্নী সহ যাইতেছেন আমি মনোহর পুরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। আমাদের প্রতি তোমার অন্ততঃ সদ্ব্যবহার করা উচিত

সাহেব অধিকতর কর্কশ কণ্ঠে বলিল "We don't care your powerless titled Rajah neither we care a petty Deputy magistrate who is nothing but one of our menial servants" অর্থাৎ তোমার ক্ষমতাহীন উপাধিধারী রাজাকে আমরা ভয় করি না অথবা ক্ষুদ্র ডেপুটীকেও আমরা ভয় করি না কেননা ডিপুটীত আমাদের একজন ক্ষুদ্র ভৃত্য বই আর কিছুই নহে।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে তার পরের ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন "সাহেব নেমে যাও নতুবা ষ্টেশন মাষ্টারকে ডেকে নামিয়ে দিব।"

সাহেব। হাম্ নামেগা কি তোম্ নামেগা ?

এই কথা বলিয়া ঝনাৎ করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া সজোরে একে একে কাহার বা হাত ধরিয়া কাহার বা গলা ধরিয়া কামরাস্থ সকল পুরুষ আরোহীদিগকে, ধুপ্ ধাপ্ শব্দে ষ্টেশনে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং পরক্ষণেই গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রাজা ও ডিপুটী সাহেব প্রভৃতি ভূমিতে পড়িয়া সকলেই ষ্টেশন

মাষ্টার, পুলিস বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ষ্টেশন মাষ্টার ও পুলিস সকলই সেই স্থানে আসিয়া জড় হইয়া সব বিষয় অবগত হইল সত্য কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না, সাহসও পাইল না কেননা সাহেব বন্দুক বাহির করিয়া গুলি করিবার ভয় দেখাইল। ষ্টেশন মাষ্টারও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গাড়ী থামাইল না, মেইলট্রেন অর্থাৎ ডাকগাড়ী দেড়ি হইলে গুণাগাড়ী হুইসেল দিল। সেই সাহেবের কামরার ভিতর মহামায়া ও চাকরাণীটিসহ গাড়ী হুস হুস করিয়া সবেগে চলিয়া গেল। মহামায়া ও চাকরাণীটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের সঙ্গীয় সমস্ত লোক ষ্টেশন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তখন তাহারাও বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সাহেব সজোরে তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দেয় কাজেই তাহারা সেই কামড়ার ভিতর আটক রহিয়া যায়। এই অসম্ভাবিত বিপদ দৃষ্টে মহামায়া গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ করিতে লাগিল।

এদিকে রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল "হায় হায় একি হইল, সর্ব্বনাশ হল যে, মান, সম্মান, সর্ব্বস্ব হারালেম। গুরু নিতাইঠাকুরের কথাইত শেষ সত্য হল দেখ্‌ছি।"

মোসাহেব বলিল "বিপদে অধীর হলে চল্‌বে কেন? কোন চিন্তা কর্‌বেন না। ডিপুটী বাবু তার দিয়াছেন এখনি দুস্ট সাহেব ধরা পড়বে টেলিগ্রাম আস্‌ল প্রায়।"

ডিপুটী সাহেব ছুটাছুটি করিয়া ষ্টেশনে ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করাইলেন, পুলিসও টেলিগ্রাম করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। সে কালে তখনও ইংরেজ রাজত্বে সাহেবদের বেলা বেশী বিশেষ শান্তি রক্ষার নিয়ম ছিলনা, সাহেব দেখিলে সকলেই ভয় করিত সাহেবদের সাত খুন মাপ ছিল।

যে সাহেব মহামায়া ও তাহার চাকরাণীটিকে নিয়া চলিয়া গেল তাহার নাম ডগ (dog) সাহেব। সাহেবটি জাতীতে জার্ম্মাণ। Military department অর্থাৎ সৈনিক বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। সুতরাং তাহার পরিচয় পাইয়া কেহই তাহার দুষ্কর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। ডগ্ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া মহামায়া ও তাহার সঙ্গীয় চাকরাণীটিকে নিয়া একবারে আরমিনিয়ান ঘাটে এক জাহাজে উঠিল। কলিকাতা থাকিলে গণ্ডগোল হইতে পারে মনে করিয়া কলিকাতা থাকে নাই। চাকরাণীটির নাম মালতী, সে আধা বয়সী। মহামায়া ও চাকরাণীটি সজলনয়নে অনিচ্ছায় সাহেবের তাড়নায় তাহার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইয়াছে, সাহেবের ভয়ে জোরে কান্দিতে বা চীৎকার করিতেও পারিতেছে না।

জাহাজ গন্তব্য পথে চলিল, মহামায়া চক্ষের জল মুছিয়া মালতীকে বলিল "এখন বিপদে একটু সাহস করতে হয়। তুই এক কাজ করতে পারবি ?"

মালতী। কি বল না, চেষ্টা করে দেখি।

মহামায়া। শুনিয়াছি জাহাজে পোষ্টাফিস থাকে। যেখান হতে হউক বা কোন আরোহীর নিকট হতে হউক চিঠি লিখিবার কাগজ পত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে আস্‌তে পারিস্? আর জেনে আস্‌বি এ জাহাজ কবে কোথা যাবে। এ জাহাজখানির নাম কি তাহাও জেনে আস্‌বি।

মালতী। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখি।

মালতী অতিকষ্টে চিঠি লিখিবার কাগজ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া আনিল, এবং আনিয়া বলিল "এ জাহাজ আমেরিকা হইয়া বিলাতে যাইবে, ১৫ দিন পর মান্দ্রাজ সহরে পৌহুছিবে তথায় এক দিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া আমেরিকার দিকে যাইবে। জাহাজ খানির নাম কাঞ্চন।" তখন মহামায়া মনে মনে ভাবিল কাহাকে আমার অবস্থা জানাইয়া চিঠি লিখা উচিত। ভ্রাতা রাজা উপাধিধারী বা ভাবী স্বামী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইলেও ক্ষমতাহীন স্বচক্ষে দেখিলাম, পিতৃস্থানীয় গুরুদেব যে দুর্দ্দান্ত ইংরেজের হাত হতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা দেখি না। তবে কানাই বলাইকে লিখিলে হয়। তাহারা কোথায় আছে জানিনা, যাহা হউক তাহাদের ঠিকানায়ই চিঠি দিয়া দেখি অদৃষ্টে সুখ থাকিলে ইহাতেই সুফল ফলিবে। এই মনে করিয়া কানাই বলাইর নামে সবিস্তার একখানা চিঠি লিখিয়া মালতীর হস্তে দিল। জাহাজের নাম, কোন্ তারিখে কোথায়

যাইবে, তাহাতে লিখিয়া দিল। কানাই বলাইকে চিঠি লিখিতে বসিয়া মহামায়ার বদনমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ আরক্তিম হইল কি পাঠ লিখিবে ভাবিয়া আকুল। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল—

"কানাই বলাই,

তোমাদের গুরুদেব নিতাই ঠাকুরের গৃহে আমাকে দেখিয়াছ স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা এক সঙ্গে কত খেলাধুলা করিয়াছি। এক সঙ্গী বলিয়া আজ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইতে সাহসী হইয়া এ চিঠিখানি লিখিলাম। আশাকরি তোমরা আমার যথাসাধ্য উপকার করিবে। আমি বড়ই বিপদাপন্ন। ডগ্ নামে এক সাহেব আমাকে জোর করিয়া বিলাতে নিয়া যাইতেছে কাঞ্চন নামক জাহাজ অদ্য কলিকাতা হইতে আমাকে নিয়া রওনা হইল। পনর দিন পর জাহাজখানি এক দিনের জন্য মান্দ্রাজ সহরে আসিবে তৎপর আমেরিকা হইয়া ইংলণ্ডে যাইবে। তোমরা কোথায় কি ভাবে আছ জানিনা, যদি সাধ্য থাকে আমাকে উদ্ধার করিয়া উপকার সাধন কর। আমার কেহ নাই যে আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাই তোমাদের নিকট এ চিঠিখানি দিলাম। ইতি—

"মহামায়া"।

মহামায়া যে রাজকন্যা, তাহা চিঠিতে লিখিল না। মালতী চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল। ডগ্ সাহেব মহামায়া বা মালতীর উপর কোনও অত্যাচার করিল না। পাছে ষ্টীমারে বহু আরোহীর মধ্যে কোন একটা গোলমাল ঘটে এই ভয়েই সে তাহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইল। মনে করিল বিলাতে লইয়া ইহাদিগকে ইচ্ছামত বশীভূত করিয়া লইবে।

# চতুর্থ খণ্ড।

—:০:—

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

### প্রেমের খেলা

পাতালপুরীর রাজা ও যুবরাজ প্রভৃতি চন্দ্রশেখর তীর্থদর্শন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহারা আসিয়া সাগরসঙ্গমে পৌঁছছিল। সমুদ্রের অবস্থা বড় সুবিধা জনক নহে, বড়ই তুফান উঠিয়াছে, সুনীল ফেনিল অম্বুরাশিতে পর্ব্বত সদৃশ উচ্চ উচ্চ তরঙ্গনিচয় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, সুতরাং কিছুদিন তাহারা সেই সমুদ্রের উপকূলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইল।

রাজনন্দিনী জ্যোতির্ম্ময়ী ও যুবরাজনন্দিনী বিরজা মনের আনন্দে সমুদ্রের উপকূলে বিচরণ করে ও সমুদ্রজাত বিবিধ দ্রব্য আহরণ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে, আর কানাই বলাইর সঙ্গে বিবিধ গল্প করিয়া সময় কাটায়। উভয়ের সঙ্গে তাহাদের বেশ মাখামাখি হইয়াছে। হাবভাবে পরস্পারে পরস্পারের মনোভাবও জানিতে পারিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া কেহই

প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে না। যাহা হউক তাহাদের সকলের অতি সুখে কাল কাটিতেছে, দিন রাত্রি যে কোন দিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে কাহারই খেয়াল হইতেছে না।

একদিন রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী একাকিনী এক লতাকুঞ্জের ভিতর বসিয়া ফুলদ্বারা মালা গাথিতে লাগিল আর মনের আবেগে একটী গান ধরিল।

গান।

রাগিনী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বলে তাকে ভাল বাসি নাই।
চখের দেখায় মজে গেছি আমাতে আমি যে নাই॥
দেখিলে সে মুখশশী, আনন্দ সাগরে ভাসি,
কেবল সে মুখ খানি দিবানিশি দেখ্‌তে চাই।
মনে করি ভুল্‌ব তারে, ভুল্‌তে মন নাহি পারে,
একাকিনী রলেও যে সে মুখখানি দেখিতে পাই॥
নাহি জানি তার মন, পাব কি তার প্রেমধন,
ভালবাসা নাহি মিলুক আমি ভালবেসে যাই॥

রাজকুমারী যেমন বলাইর অনুগামিনী ছিল বলাইও রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট থাকিতে ভালবাসিত। সে রাজকুমারীর খোজে এখানে সেখানে ঘুরিয়া সেই লতা কুঞ্জের নিকটস্থ হইলে রাজকুমারীর সুমধুর সঙ্গীত বিমুগ্ধচিত্তে শুনিল, উৎফুল্লচিত্তে

ভাবিতে লাগিল বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ গান হইতেছে। তাই যেই সঙ্গীত শেষ হইল অমনি ধীরে ধীরে সেই লতাকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমারী, কার জন্য এ মধুর প্রেমসঙ্গীত হচ্ছে, কোন্ ভাগ্যবানের জন্যই বা এ সুন্দর ফুলের মালা গাঁথা?"

রাজকুমারী সলজ্জিত অধোবদনে নীরবে বসিয়া রহিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। একবার বলাইর প্রতি চাহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, চক্ষু যেন লজ্জায় আনত হইয়া পড়িল।

রাজকুমারীর এ ভাব দর্শনে বলাইর সাহস বাড়িল, সে বলিল "আমি কি সেই ভাগ্যবান পুরুষ হ'তে পারিব?"

এবার রাজকুমারী দৃঢ়স্বরে অথচ অবনত বদনে বলিল, "দেখুন, আমি রাজনন্দিনী অথচ স্বাধীনা নহি। আপনি অপরিচিত একজন সৈনিক মাত্র, আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে প্রেমালাপ শোভা পায় না।"

বলাই তখন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া বলিল "তাই হউক আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধগামী হইতে বাসনা করি না।" এই বলিয়া বলাই তথা হইতে বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

রাজকুমারী কেন এরূপ বলিল? সে মনের আগুণ কেন চাপিয়া রাখিল? মুহূর্তের ভিতর সে ভাবিল পিতার অনুমতি ব্যতীত সে কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। বলাইর মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া একটু অনুতপ্ত হইল বটে কিন্তু সে যেমন বলাইর

অনুরক্ত বলাইও তাহার প্রতি অনুরক্ত ইহা জানিতে পারিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। মনে করিল সুবিধা মতে পিতাকে এক সময় জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বলাইকে আত্মসমর্পণ করিবে।

এদিকে বলাই ক্ষুণ্ণমনে তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অন্যত্র উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল অদূরে কানাই ও যুবরাজনন্দিনী বিরজা মনের আনন্দে হাস্য ও কথোপকথন করিতেছে। এই দৃশ্য দৃষ্টে তাহার একটু হিংসার ভাব হইল কিন্তু সে ভাব ক্ষণিক মাত্র। সে ঐরূপ খারাপ মনোভাব দমন পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিল।

যুবরাজনন্দিনী বিরজার কানাইর প্রতি আন্তরিক আসক্তি হইলেও কানাইর তৎপ্রতি আন্তরিক আসক্তি কিনা সন্দেহ। কানাই বিরজাকে দেখিয়া মুগ্ধ, বিরজাকে দেখিতে ভালবাসে, বিরজার সহিত কথা বলিয়া আনন্দ পায় কিন্তু তন্মধ্যেও মহামায়ার সরল মনমোহিনী মূর্ত্তিখানি যেন হৃদয়ের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকে।

এদিকে গোলক ও কিঙ্কর ডাকের পত্র নিয়া ফিরিল। তাহারা আসিয়া জানিতে পারিল কানাই ও বলাই প্রভৃতি তথাই আছে, সমুদ্রে ঝড় উঠায় যাইতে পারে নাই। তাহারা প্রথমে বলাইকে দেখিতে পাইয়া তাহার হস্তে পত্রগুলি দিল। একখানি শ্যামলালের পত্র, একখানি নিতাই ঠাকুরের পত্র অপর খানি

কাহার পত্র! এ যে মহামায়ার হস্তাক্ষর লিখিত পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র। শ্যামলাল ও নিতাই ঠাকুরের পত্রে কোন বিশেষ সংবাদ নাই কেবল তাহারা এদিকের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে, মহামায়ার পত্রখানি অনেক পরের তারিখের। বলাই পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িল, মর্ম্মাহত হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে দৌড়িয়া কানাইর নিকট গেল। কানাই তখনও বিরজার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিল। বলাই কানাইকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া মহামায়ার পত্রখানি দিল। মহামায়ার পত্র পড়িয়াই কানাই একেবারে বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল। কানাই মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, এখন কি করবে?"

বলাই। সেই জাহাজ মারতে যেতে হবে, এখনও সময় আছে, মান্দ্রাজ উপকূলে চল।

তাহাই হইল। তাহারা রাজা ও যুবরাজকে বলিল যে একখানি জাহাজের সন্ধান পাইয়াছে, সেই জাহাজ মারিবার উদ্দেশ্যে কতক সৈন্যসহ গোলক ও কিঙ্করকে লইয়া মলয়দ্বীপ-বাসীদের একখানি নৌকায় মান্দ্রাজ উপকূলাভিমুখে রওনা হইল। যুবরাজ স্বয়ং সে কার্য্যে চলিল কেননা কানাই বলাইকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এখনও করা যায় না। কানাইর হস্তস্থিত মহামায়ার পত্রখানি ব্যস্ততা বশতঃ কানাই যেখানে বসিয়া পড়িয়াছিল সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। দূর হইতে যুবরাজনন্দিনী এ সব ব্যাপার

দর্শন করিয়া ভাবিতেছিল কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া থাকিবেক। কানাই বলাই চলিয়া গেলে সে ঐস্থান দিয়া যাইবার সময় পত্রখানি দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল। ভাবিল মহামায়া কে? গুরুদেব নিতাই ঠাকুরই বা কে? মহামায়াত কানাই বলাই ইহাদের কাহার প্রেমের পাত্রী নহে? মহামায়া কি কানাইর প্রেমের পাত্রী? মনে মনে এইরূপ বিবিধ আন্দোলন করিতে লাগিল এবং পত্রখানি সাবধানে রাখিয়া দিল।

কানাইর এখন মানসিক অবস্থা কিরূপ? যুবরাজনন্দিনী বিরজার লজ্জাশীলা সুন্দর মূর্ত্তিখানির কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান নাই, মহামায়ার সরল মধুর মূর্ত্তিখানি তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহামায়া যে কিরূপ বিপদাপন্না হইয়াছে, কি কষ্টে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে সেই চিন্তায়ই কানাইর মন নিমগ্ন; কি প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে উদ্ধার করিতে আদৌ সমর্থ হইবে কিনা ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ব্যতিব্যস্ত ছিল সুতরাং বিরজার বিষয় আর তাহার মনে স্থান পাইল না। নৌকায় চলিয়াছে তখনও মহামায়ার চিন্তা, একবার বলাইকে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, মহামায়াকে কি উদ্ধার করতে পারবে? তোমার কি মনে হয়?" বলাই উত্তর করিল "আমার মনে হয় মহাদেবের কৃপায় তাহাকে উদ্ধার করে আনতে পারব।"

---

# চতুর্থ খণ্ড।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—
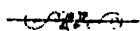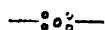
### পাতাল রাজ্যে অরাজকতা।

কানাই বলাই প্রভৃতি মহামায়াকে উদ্ধার করিবার মানসে কাঞ্চন জাহাজ মারিতে চলিয়া গেলে যুবরাজ নন্দিনী বিরজা কানাইর পরিত্যক্ত মহামায়ার লিখিত চিঠিখানি আরও দুই তিন বার বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িল। পড়া শেষ হইলে ভাবিল, "নিশ্চয়ই এই মহামায়া, এই কানাই বলাই ইহাদের কাহারও প্রতি আসক্ত। ইহাদের সঙ্গে কেবল গুরুগৃহে তাহার পরিচয়—ইহাদের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না—ইহাদের কাহারও প্রতি আসক্তি না থাকিলে ইহাদের নিকট সে চিঠি লিখিবে কেন? নিশ্চয়ই তাহার নিকটস্থ না হউক দূরস্থ আত্মীয় স্বজন আছে অথচ তাহাদের নিকট না লিখিয়া ইহাদের নিকট লিখিবার কারণও এই যে ইহাদের মধ্যের আসক্তির পাত্র তাহার জন্য যতদূর চেষ্টা করিবে অন্য আত্মীয় স্বজন সেরূপ করিবে না। তাহার আসক্তির পাত্র তাহার উপর বিশেষ আসক্ত থাকার সম্ভব কেননা প্রাণপণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে, তৎপ্রতি বিশেষ আসক্ত না হইলে সেরূপ

কেহ করে না, মহামায়ার ধ্রুব বিশ্বাস ইহাদের মধ্যে কেহ তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। নতুবা ইহাদের নিকট সে আদৌ লিখিত না। কিন্তু সে ব্যক্তি কে? কানাই কি বলাই কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, মনে মনে বড়ই সন্দেহ হইতে লাগিল যে কানাইও হইতে পারে কেননা পত্র পড়িয়া সে বসিয়া পড়িয়াছিল ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছে। এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সে বিষণ্ণ হৃদয়ে রাজনন্দিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট মহামায়ার চিঠিখানি লইয়া গেল।

সে রাজনন্দিনী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিল "দেখ দিদি, কানাই বলাই কোথা গেছে জানিস্।"

জ্যোতির্ম্ময়ী। কেন জান্‌ব না? তাহারা যে একখানি জাহাজ মার্‌তে গিয়াছে।

বিরজা। কি জন্য জাহাজ মার্‌তে গিয়াছে তাত তুমি আর জান না, তারা যে মহামায়াকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। (সবিস্ময়ে) মহামায়া কে?

বিরজা। তা আমি জানি না এই দেখ তার পত্র। কানাইর হাত হতে পত্রখানা পড়ে গিয়েছিল আমি কুড়ায়ে পেয়েছি।

জ্যোতির্ম্ময়ী পত্রখানি একবার দুইবার তিনবার অতি মনোযোগের সহিত পড়িল। তারপর বিরজাকে জিজ্ঞাসা করিল "এ পত্রখানা দেখ্‌ছি কানাই বলাই উভয়ের নামেই রয়েছে তবে কানাইর হাতে কি পত্রখানা প্রথম হইতে ছিল?"

বিরজা। না, বলাই পত্রখানা হাতে করে নিয়ে আসে, বোধহয় সে ইহা পূর্ব্বেই পড়িয়াছিল, পরে সে ইহা কানাইর হাতে দেয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী। কানাই পত্র পড়িয়া কি করিল? পত্র তার হাত হতে পড়ে গেল কি প্রকারে?

বিরজা। আমি দূর হতে দেখ্‌তে পেলাম কানাই পত্রখানা পড়েই বসে পর্‌ল। তারপর, তারা চলে গেল আমি পত্রখানা সেখানে পড়ে আছে দেখ্‌তে পেয়ে কুড়ায়ে নিয়ে আস্‌লাম।

জ্যোতির্ম্ময়ী। কানাই যখন পত্র পড়েছিল বলাই তখন কি কর্‌তেছিল।

বিরজা। বলাই তখন দাঁড়িয়েছিল মাত্র।

জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণেক চিন্তা করিয়াই বুঝিতে পাড়িল যে কানাই বলাই এ উভয়ের মধ্যে যদি কেহ মহামায়ার প্রতি আশক্ত থাকে তবে কানাই অধিক আশক্ত, তবে উভয়েরই যে মহামায়ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সে মনে মনে স্থির করিল যে বলাইর মহামায়ার প্রতি মনের ভাব কিরূপ তাহা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত বলাইকে আত্মমনোভাব জানিতে দিবেনা, তাহার মনে একটু সন্দেহ রহিয়া গেল, আর বিরজার মনেত যথেষ্ট সন্দেহ বহ্নিই জ্বলিতে লাগিল। প্রেমিকের যে পদে পদে সন্দেহ জন্মিয়া থাকে।

যথাসময়ে তাহারা পাতাল রাজ্যে পহুছিয়া জানিতে পারিল যে মন্ত্রী রাজা হইয়াছে তখন রাজা দিগম্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কণ্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি করা যায় ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল "চল যাই রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করি আমাদের অমাত্য সকল ও প্রধান প্রধান অনেক লোক ছিল তাহারা কি সকলেই আমাদের বিরুদ্ধাচারী হইবে ?"

রাজা। সম্ভব নহে।

তাঁহারা এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে এরূপ সময় অনেক রাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিকে ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের সঙ্গে যে সামান্য মাত্র সৈন্য ছিল তাহারা কোন বাধা দিতে সাহসী হইল না। রাজা ও রাজকুমারী কারা-গৃহে আবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক কারাগৃহে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ রহিল।

বর্ত্তমান রাজা বিশ্বনাথের কন্যা চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুসারে বিরজা চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে রাজভবনেই রহিল। বিরজার মনে হইতে লাগিল যে কারাগৃহে জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে থাকিতে পারিলে যেন এ অবস্থায় সুখী হইত কিন্তু মনে ইচ্ছা থাকিলেও সাহস করিয়া মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিল না।

---

# চতুর্থ খণ্ড।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

### কাঞ্চন জাহাজ।

কানাই বলাই প্রভৃতি যুবরাজ সঙ্গে কাঞ্চন জাহাজ মারিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে। যুবরাজ নৌকাপথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল "কাঞ্চন জাহাজের সন্ধান পেলে কি করে?" বলাই মনে করিল যুবরাজ যখন সঙ্গে চলিয়াছে তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত বিবরণ গোপন করায় কোন লাভ নাই, তাহার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। তাই সে উত্তর করিল, "আমরা সন্ধান পেয়েছি এক আত্মীয়ের চিঠিতে।"

যুবরাজ। সে কিরূপ! চিঠি পেলে কবে?

বলাই। আজই পেয়েছি, তাকে এক সাহেব সেই জাহাজে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

যুবরাজ। (সবিস্ময়ে) সাহেব ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিহে, সে কে?

বলাই। সে মহামায়া নামক একটা মেয়ে।

যুবরাজ। তাই বল, মহামায়া নামক একটী যুবতী মেয়ে, তাকে সাহেব ধরে নিয়ে জাহাজে দেশে যাচ্ছে বোধ হয়।

কানাই। আজ্ঞে হাঁ।

তখন বলাই আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলে যুবরাজ বলিল, "জাহাজ মেরে দ্রব্য জাত ও পাওয়া যাবে অথচ একটী মেয়ে লাভ হবে, এ ভাল কাজই বটে; পূর্ব্বে বল্লেই ত হ'ত, আরও কিছু লোক নিয়ে আস্‌তুম।

বলাই। যে লোক আনা গিয়াছে তাই আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট হবে, এখন জাহাজ খানার লাগ্ পেলে হয়।

যুবরাজ। জাহাজ কোথা কোথা থাম্‌বে ?

বলাই। জাহাজ অন্যান্য স্থান হইয়া আর দশ দিন পর মান্দ্রাজ সহরে এক দিনের জন্য থামিবে, তথা হইতে আমেরিকা হইয়া বিলাতে অর্থাৎ ইংলণ্ডে যাবে।

যুবরাজ। আচ্ছা, নৌকা বেয়ে চলুক বোধ হয় ধরা যাবে। নৌকা দ্রুতগতি বেয়ে চলিল, যথাসময়ে তাহারা মান্দ্রাজ সহরে পঁহুছিয়া দেখিতে পাইল যে কাঞ্চন জাহাজখানা লাগান রহিয়াছে। তারপর দিন সেখান হইতে জাহাজখানা ছাড়িয়া যাবে, তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিল।

যুবরাজ বলিলেন "জাহাজ ত এখানে মারা সহজ হইবে না, এখানে অন্যান্য অনেক জাহাজ রহিয়াছে। বিশেষ বন্দরে অনেক সৈনিক আছে তাহারাও আসিয়া পড়িবে।

কানাই। (উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে) তবে কি করা যাবে।

যুবরাজ। জাহাজ এখান হতে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পথে মারিতে হইবে।

বলাই। সে কিরূপে হইবে। আমরা যে নৌকায় যাচ্ছি, জাহাজ আমাদের অনেক আগে চলিয়া যাবে।

যুবরাজ। তাহার ব্যবস্থা করছি, আমরা সকলে টিকেট করে জাহাজে উঠে পড়ি, কতক লোক নৌকা লইয়া ছলিমনদ্বীপে যাউক সেখান দিয়া যখন জাহাজ যেতে থাক্‌বে তখন জাহাজের কল ভেঙ্গে দিব। জাহাজ সেখানে আটকিয়ে থাক্‌বেই, ইতিমধ্যে আমাদের নৌকা তথায় যাইয়া পঁহুছিলে জাহাজ আক্রমন করিব।

কানাই বলাই বলিল "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" যুবরাজ, কানাই, বলাই, গোলক ও কিঙ্কর এই কয়েক জন টিকেট করিয়া কাঞ্চন জাহাজে উঠিল। তাহাদের অন্যান্য লোকজন নৌকা লইয়া ছলিমন দ্বীপাভিমুখে রওনা হইল।

জাহাজে উঠিয়া কানাই সর্ব্বাগ্রে খুজিয়া দেখিতে লাগিল মহামায়া আছে কি না। খুজিতে খুজিতে মহামায়াকে দেখিতে পাইল মহামায়া বসিয়া আছে তাহার পার্শ্বে চাকরাণী বসিয়াছে সেই চাকরাণীই মালতী। মহামায়া এখন বেশ বড় হইয়াছে, চেহারা খানি যৌবনোন্মুখিনী শোভায় ঝলসিয়া পড়িতেছে। কানাই দূর হইতে মহামায়াকে দেখিয়া এবং তাহার বর্দ্ধিত রূপলাবণ্য দর্শনে

বিমুগ্ধ চিত্তে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তখন আর বিরজার লজ্জাময়ী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না অনেকক্ষণ। অনিমিষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ মহামায়াও সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কানাইকে দেখিতে পাইল, অনেক দিন উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও দৃষ্টি মাত্রেই কানাইকে চিনিতে পারিল অমনিই তাহারা বদনমণ্ডল আনন্দ মিশ্রিত লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুদ্বয় আপনিই নত হইয়া পড়িল। কানাইও বুঝিল সে মহামায়া তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছে ও আশ্বাসিত এবং আনন্দিত হইয়াছে তৎপর কানাইও হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে জাহাজ যথাসময়ে ছলিমন দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলে রাত্রিযোগে যুবরাজ, কানাই বলাই প্রভৃতি জাহাজের কল ভাঙ্গিয়া দিল। তার পরদিন আর জাহাজ চলে না। জাহাজ মেরামত আরম্ভ হইল দুই এক দিন চলিয়া গেলে তাহাদের নৌকাও আসিয়া পৌঁছিল। সময় বুঝিয়া নৌকার লোকজন আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করিল।

যুবরাজ, কানাই বলাই প্রভৃতি সেই আক্রমণে যোগ দিল। ডগ্‌সাহেব এরূপ হঠাৎ আক্রমণ দৃষ্টে বিশেষতঃ আক্রমণকারীদের মধ্যে জাহাজের আরোহীদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখিতে পাইয়া অনুমান করিল যে আক্রমণকারীগণ নিশ্চয়ই মহামায়াদের খোজ পাইয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। "Oh, the rouges have come to rescue the girl I see" অর্থাৎ দুরাত্মারা মেয়েটি

উদ্ধার করতে এসেছে দেখ্‌ছি! এই বলিয়া সেও প্রতিআক্রমণ আরম্ভ করিল। জাহাজের যুদ্ধনিপুণ অন্যান্য ব্যক্তি তাহার সঙ্গে প্রতিআক্রমণে যোগ দিল। ডগ্‌সাহেবের একটি গুলি যাইয়া যুবরাজের কপাল দেশে লাগিল। যুবরাজ অমনি অজ্ঞান হইয়া পড়িল, মস্তক হইতে অজস্ররক্ত নির্গত হইতে লাগিল ক্ষণেক পরেই তাহার প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। মূহুর্ত্ত সময় মধ্যে এই ঘটনা হইয়া গেল। কানাই তদ্দৃষ্টে ডগ্‌সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া একগুলি ছাড়িল, গুলি বক্ষস্থলের দক্ষিণভাগের ঊর্দ্ধদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণবাহুর উপর অংশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সাহেবও অজ্ঞান হইয়া জাহাজের ডেকের উপর পড়িয়া গেল তাহার দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। জাহাজস্থ অন্যান্য লোকও প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক ওদিক সরিয়া পড়িল, কানাই যাইয়া হাত ধরিয়া মহামায়াকে কামরা হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং তাহার চাকরাণীসহ তাহাকে নৌকায় তুলিয়া দিল। চাকরাণী মালতী বলিল "এখন বোধহয় আমাদের বিপদ কেটে গেল, যাহা-হউক, সাহেব কিন্তু আমাদের কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই।" কানাই বলিল, "সে তোমাদের সৌভাগ্য, সে সাহেব বোধহয় মারা গিয়াছে।" এ বলিয়া সে জাহাজের উপরে যাইয়া দেখে সাহেব মরে নাই .সাহেবের জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু তাহাদের সঙ্গীয় লোকজন তাহাকে শিকল দিয়া বান্ধিয়াছে। তদ্দৃষ্টে কানাই বলিল, "একে আর বেন্ধে কি হবে?"

বলাই। একে নাকি পাতাল রাজ্যে নিয়ে কালীর কাছে বলি দিবে।

তাহাদের সঙ্গীয় লোকজন বলিতে লাগিল তাহাদের যুবরাজকে এ যখন হত্যা করিয়াছে তখন ইহাকে লইয়া তাহাদের মা কালীর নিকট বলি দিবে। কানাই বলাই এ বিষয় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল, কিঙ্কর বলিল, "তাতে আমাদের ক্ষতি কি? সাহেবকে লইয়া এরা বলি দিতে পারে দেউক, যেমন দুষ্ট সাহেব তেমনি তার উপযুক্ত শাস্তি হবে।"

বলাই বলিল, "একে নিলে যে নৌকা আবার বৃথা বোঝাই হবে।

কিঙ্কর। তা এরা একে নিতে চায় কি করবে?

তাহাদের সঙ্গীয় লোকজন কেহই তাহাদের নিষেধ শুনিলনা। সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নৌকায় নিল। জাহাজের যথেষ্ট জিনিষাদি লুণ্ঠণপূর্ব্বক নৌকা বোঝাই করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

# চতুর্থ খণ্ড।

—:-*-:—

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:(০):—

### পাতাল রাজ্যে হত্যাকাণ্ড।

ডগ সাহেব মহামায়া ও তাহার চাকরাণী মালতীকে লইয়া কানাই বলাই প্রভৃতি পাতাল রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। তথায় আসিয়া তাহারা জানিতে পারিল যে, রাজা ও জ্যোতির্ম্ময়ী কারাগারে বন্দী রহিয়াছে। মন্ত্রী বিশ্বনাথ রাজা হইয়াছে ও সেনাপতি চন্দ্রনাথ যুবরাজ হইয়াছে। তখন কানাই বলাই কিছুকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিল। তাহারা স্থির করিল বর্ত্তমান রাজত্বের আদেশানুযায়ীই তাহারা সমূহ চলিবে ভবিষ্যতে যেরূপ ঘটনা হয় তদনুসারে চলিবে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীকে উদ্ধার করা বলাইর মনের অভিপ্রায় রহিল।

চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুসারে বলাই সেনাপতি হইল আর কানাই সহকারী সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইল। মহামায়া ও

মালতী চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুযায়ী রাজপুরীতে তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

কানাই বলাইর প্রায় রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ হয় কিন্তু তাহাদের অনিচ্ছা সত্বেও যাইতে হয়। বলাইরত তথায় যাওয়ার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা কেননা চঞ্চলকুমারী তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। বলাইর কথানুযায়ী এখন সে রাজকন্যা হইয়াছে এখন আর বলাইর তাহাকে বিবাহ করার কি আপত্তি হতে পারে? কানাই বিরজাকে দেখিয়া এখন লজ্জা বোধ করে তাহার কাছে ঘেসিতেও চাহেনা অথচ মহামায়াকে দেখিতে ভালবাসে এবং তাহাকে দেখিয়া আনন্দ বোধ করে। বিরজা ও মহামায়া উভয়েই আবার তাহাকেই চায়। কানাই বিরজাকে এড়াইয়া চলায় বিরজা বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে কানাই পূর্ব্ব হইতেই মহামায়ার প্রতি আসক্ত মহামায়াও তৎপ্রতি আসক্ত। উভয়ের ব্যবহারে চঞ্চলকুমারীও তাহা বুঝিতে পারিল।

বিরজা এদিকে পিতৃবিয়োগে দুঃখিত ওদিকে কানাইর ব্যবহারে মর্ম্মাহত। একদিন সে রাজপ্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া বিষণ্ণ বদনে নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিতেছে আর অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। তাহার জীবন ভারবাহ বোধ হইতে লাগিল। সে বিষণ্ণ অন্তঃকরণে গান ধরিল—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

"কেন জীবন না যায়।
সুখত ফুরায়ে গেছে দুরন্ত দুঃখের বায়॥
আগে কি জানি এ কথা, ভালবেসে পাব ব্যথা,
সাধকরে কাঁদিতে যে, হবে নিরাশায়।
প্রাণের পিয়াসা মোর, মিটিল না হায়॥"

তখন চঞ্চলকুমারী তথায় আসিয়া বিরজাকে তদবস্থায় দর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিল "তুই কান্দছিস্? কেন্দে কি হবে?"

বিরজা। আমি কান্দতেই জন্মিয়াছি কেন্দেং জীবন কাটাতে হবে।

চঞ্চলকুমারী। শত্রু দূর করে ফেলিয়ে দে তবেই আর কান্দতে হবে না সুখ হবে।

বিরজা। শত্রু কে?

চঞ্চলকুমারী। কেন মহামায়া?

বিরজা। সে যে প্রেমের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময়ী ছবি। তাকে আমি কি করে দূর কর্‌ব? আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হবে আমি তা পার্‌ব না।

চঞ্চলকুমারী। না হয় তোর হয়ে আমি সে কাজ কর্‌ব তুই কান্দিস্ না।

বিরজা। (শিহরিয়া) তাতেই যে আমি ভালবাসা পাব তার ঠিক কি ?

চঞ্চলকুমারী। তুই দেখেনিস্ কান্দিস না।

তারপর একদিন চঞ্চলকুমারী বলাইকে ধরিয়া বসিল "তা এখনতো আমি রাজনন্দিনী হয়েছি তোমার কথা এখন তুমি রাখ।"

বলাই হাসিয়া উত্তর করিল—"তা ব্যাস্তকি রাজ্যের গোলমাল সব ভালমত চুকে যাক তারপর তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

চঞ্চলকুমারী। রাজ্যের গোলমালতো নিত্যই আছে সে জন্য আমাদের সুখ ভোগ বন্ধ থাকবে কেন ?

বলাই। (হাসিয়া) "তা মনের আনন্দ করতে নিষেধ কি ? কিছুদিন চলে যাউক তারপর যা হয় করা যাবে।"

এই ভাবে উভয়ের হাস্য পরিহাসে কিছুদিন চলিতে লাগিল। এদিকে কানাই বলাই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে বশীভূত করিয়া কারারুদ্ধ রাজাকে সিংহাসনে পুনর্ব্বার বসাইতে চেষ্টা করিতেছিল। রাজনন্দিনী জ্যোতির্ম্ময়ীও গোপনে গোপনে সে বিষয় চেষ্টা করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইতেছিল।

বলাই একদিন সন্ধ্যার পর কারাগৃহে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট উপস্থিত হইল। বলাই তখন প্রধান সেনাপতি, কাজেই তাহার সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। জ্যোতির্ম্ময়ী সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি ত এখন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আমি একটী

সামান্য বন্দিনী মাত্র। আমার প্রতি কি আদেশ প্রচার কর্ত্তে এখানে এসেছেন ?”

বলাই। আপনি এখনও আমার নিকট রূপ, গুণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ময়ী রাজনন্দিনী আমি আপনার ভৃত্য আপনার ইচ্ছা পূরণ করিতে আমার বড়ই আনন্দ।

জ্যোতির্ম্ময়ী। মহামায়া কেমন আছে ?

রাজকুমারী এদিকের সমস্ত খবরই জানিতে পারিয়াছে।

বলাই উত্তর করিল। তাকে যে উদ্ধার করে এনেছি তাও জেনেছেন দেখ্‌ছি। তা সে এখন ভালই আছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। সে আপনার কে হয় ?

বলাই। সে আমার কেউ হয় না। গুরুগৃহে তাকে আমরা দেখেছি বোধহয় কানাই তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। পূর্ব্ব হইতেই তাদের মধ্যে বড় সদ্‌ভাব ছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী। সে কি ? কানাই কি বিরজা ও মহামায়া এই দুজনেরই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, দুজনের সঙ্গেই কি প্রেমের খেলা খেলে ?

বলাই। কানাই ত এখন বিরজার কাছ দিয়াও ঘেসে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আমি ত এখন বন্দিনী আমার ইচ্ছা পূরণ করিয়া আপনার বিপদ বা অনিষ্ট বই লাভ নাই। আমা হ'তে আপনার দূরে থাকাই ভাল।

বলাই। নিশ্চয়ই জান্‌বেন, আপনি শীঘ্রই মুক্ত হবেন এবং রাজনন্দিনী স্বরূপে রাজপ্রাসাদে থাক্‌বেন। আর আপনার জন্য আমি শত সহস্র বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করি। আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত না। আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষার মূল কারণ।

জ্যোতির্ম্ময়ী। তবে শুন, আজ আমিও প্রাণ খুলিয়া তোমাকে বলিতেছি তুমি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব, যে দিন কালীমন্দিরের সম্মুখে তোমাকে প্রথম দেখিয়াছি সেই দিনই প্রথম দর্শনেই আত্মহারা হয়েছি, তন্মুহূর্ত্তেই রাজভবনে ফিরিয়া চক্রান্তে তোমাদের জীবন রক্ষা করেছি, আমি বড় ঘরের কন্যা অদৃষ্ট গতিকে এখন এই দুর্দ্দশাপন্ন, আমি অবলা রমণী কে আমাকে উদ্ধার করিবে? তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা, চক্ষের মণি তোমার নিকট এখন আর আমার কোন লজ্জা নাই, এই দেখ আমি কে।

এই বলিয়া পিনোন্নত-পয়োধর-শোভিত-পক্ক-কদলীবর্ণ-সন্নিভ বক্ষের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক বলাইর সম্মুখে প্রদর্শন করিল বলাই সেই বক্ষ স্থলে দেখিতে পাইল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে দক্ষিনপাড়ানিবাসী রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী।"

বলাই। (সবিস্ময়ে) এ যে আমাদের দক্ষিণ পাড়ার রাজকন্যা, তুমি এখানে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আমি শৈশব হতেই অপহৃতা হয়ে এখানে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছি। তোমাদের এই কারারুদ্ধ

রাজার নিকট শুনেছি এক সন্ন্যাসী নাকি আমি শৈশবে অপহৃতা হব এই ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া আমার বুকে এই স্বর্ণাক্ষর লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ লিখা যেন আরও উজ্জ্বল হইতেছে, এ আর মুছেনা।"

এই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বক্ষাবৃত করিয়া ব্রীড়াবনত বদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বলাই সতৃষ্ণনয়নে তাহার প্রতি ক্ষণেক তাকাইয়া তাহার সলজ্জিত রক্তিম মুখমণ্ডল ধরিয়া একটী গাঢ় চুম্বন বসাইয়া দিল। উভয়েই শীহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল উভয়েই স্তম্ভিত। বলাই দ্রুতগতি তথা হইতে প্রস্থান করিলে জ্যোতির্ম্ময়ী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া পড়িয়া অর্দ্ধোস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল "আ কি সুখ, কি আনন্দ, আমার মত হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি এরূপ স্বর্গীয় আনন্দ ঘটিবে। মা জগদম্বা, তোমার প্রতি যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে তবে যেন আমি তোমার দয়ায় এ আনন্দে বঞ্চিত হই না।" কে যেন আড়াল থেকে গম্ভীরস্বরে বলিল "বঞ্চিত হবে না।" সে আর কেহ নহে, বলাই। জ্যোতির্ম্ময়ী চাহিয়া দেখিল কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বলাই নিজ ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উৎফুল্ল হৃদয়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল কিন্তু নিদ্রা হইল না। কি প্রকারে কার্য্যোদ্ধার করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিটি অনিদ্রায়ই অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষে শয্যা হইতে

গাত্রোত্থানের পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়াই পথে শুনিতে পাইল রাজপুরীতে এক খুন হয়েছে, কেহ বলে মহামায়া খুন হয়েছে, কেহ বলে বিরজা খুন হয়েছে, বলাই তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া রাজপ্রাসাদে গেল। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইল কানাইও তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর অনেক লোকও তথায় জড় হইয়াছে। কানাইকে ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে, কে নাকি খুন হয়েছে।"

কানাই। (ম্লানমুখে) হাঁ, বিরজাকে নাকি কে খুন করেছে।

বলাই। আহা হা, এমন ননীর পুতুল, তাকে আবার কে খুন করলে। তার সঙ্গে আবার কার শত্রুতা হতে পারে?

কানাই। বোধহয় মহামায়াকেই খুন করবার উদ্দেশ্য ছিল।

বলাই। তবে মহামায়াকে খুন না করে বিরজাকে খুন করল কি করে?

কানাই। কাল রাত্রিতে কি জন্য বলা যায় না বিরজার শয্যায় মহামায়া শুয়েছিল আর মহামায়ার শয্যায় বিরজা শুয়েছিল তাই বিরজা খুন হয়েছে।

বলাই। তা এ বিষয়ে হত্যাকারীর ভ্রমও না হতে পারে, হত্যাকারী কে ইহা না জানতে পারলে এ বিষয়ে নিশ্চয় কিছুই ঠিক করা যায় না।

কানাই। আমার বিশ্বাস হত্যাকারীর মহামায়াকে হত্যা করিবারই উদ্দেশ্য ছিল।

বলাই। যাহা হউক এ রহস্য ভেদ কর্ত্তে হবে।

## চতুর্থ খণ্ড।

—:(০):—

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### উদ্ধার।

কানাই বিরজার মৃত্যুতে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইল কিন্তু চঞ্চলকুমারীর হত্যাকারী মহামায়া ব্যতীত আর কেহ নহে এ কথা রাষ্ট্র করায় কানাই বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্ত হইল, বিরজার মৃত্যু জনিত দুঃখ যেন তাহাতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। রাজ্যমধ্যে সকলের বিশ্বাস যে চঞ্চলকুমারীদ্বারাই এ লোমহর্ষণ কাণ্ড। সকলের আগ্রহানুসারে রাজপুরী অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কানাই খুজিতে খুজিতে চঞ্চলকুমারীর শয্যার জাজিমের নীচ হইতে চঞ্চলকুমারীর পরিধেয় রক্তরঞ্জিত একখানা ধুতি ও রক্তাক্ত একখানা ছুরিকা বাহির করায় হত্যাকারী যে চঞ্চলকুমারী এ বিষয়ে কাহার আর সন্দেহ রহিল না। চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিল—"আমি কেন বিরজাকে খুন্ কর্‌তে যাব, খুন কর্‌লে কি এতদিন তাকে পুষেছি। মহামায়া ও বিরজা উভয়েই যে কানাইর প্রতি আসক্ত তাই মহামায়া ঈর্ষায় বিরজাকে খুন করেছে।"

মহামায়া কান্দিতে কান্দিতে বলিল "আমি কখনও বিরজাকে খুন করি নাই। বিরজা রাত্রিকালে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক ডেকেও তাকে জাগাতে না পারায় আমি যেয়ে তার বিছানায় শুয়ে থাকি, তারপর আমি আর কিছু জানি না, সকালে উঠে শুন্‌তে পাই বিরজা আমার বিছানায় খুন হয়েছে।"

সকলেই বুঝিল মহামায়াকে খুন করিতে গিয়া হত্যাকারীণী চঞ্চলকুমারী, ভ্রমে ও ঘটনাগতিকে বিরজাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, রাজ্যশুদ্ধ লোক বিশেষতঃ পদচ্যুত রাজার পক্ষাবলম্বী সমস্ত লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তাহাদের সকলের অভিপ্রায়ানুসারে বর্ত্তমান রাজা ও তাহার কন্যা চঞ্চলকুমারী কারাবন্দা হইল এবং পূর্ব্বের রাজা পুনরায় রাজপদে অভিষিক্ত হইল।

ডগ্‌ সাহেব কারাগৃহে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহাকে সাগর হইতে ধরিয়া আনিয়াছে বলিয়া অমাবস্যা নিশিতে সাগরে স্নান করাইয়া আনিয়া কালীমার সম্মুখে বলি দেওয়া হইবে। পূর্ণিমা, অমাবস্যায় অনেকে সাগর স্নানে যাইয়া থাকে ইহাই সে রাজ্যের চিরপ্রচলিত নিয়ম। কানাই বলাই বলিল "তাহারাও সে দিন সাগর স্নানে যাইবে। তাহাদের সঙ্গে রাজকুমারী জ্যোতীর্ম্ময়ী, মহামায়া, মালতী, অমলা ও যোগানন্দ এবং ভবতারণও সাজিল। অবশ্য কানাই বলাই যেখানে কিঙ্কর

গোলকও সেখানে। কিঙ্কর গোলকও তাহাদের সঙ্গে চলিল এখন আর রাজ্যের কেহই কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলককে অবিশ্বাস করে না, তাহাদের স্বাধীনভাবে চলা ফিরায় কাহারই কোন আপত্তি বা সন্দেহের কারণ নাই। ডগ্‌সাহেবকেও সাগরে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নেওয়া হইল। সাগরে যাইয়া রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল "আমি নৌকায় উঠিয়া ঢেউ খেলিব। মহামায়া, যোগানন্দ, ভবতারণ প্রভৃতিও তাহাতে যোগ দিল। কানাই বলাইও সেই নৌকায় উঠিল। গোলক কিঙ্কর মাঝি দাঁড়ি হইল। চাকরাণী অমলা এবং মালতীকেও তাহাদের সঙ্গে অবশ্য নিয়া গেল। বেলা অপরাহ্ন, সন্ধ্যার বড় অধিক গৌণ নাই। নৌকা তরঙ্গস্রোতে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া সকলের চক্ষুর অদৃশ্য হইল। অবশ্য তাহারা সকলেই সংগোপনে সঙ্গে করিয়া যথাসাধ্য যথেষ্ট ধনরত্নও আনিয়াছিল, সে নৌকা আর ফিরিল না। ডগ্‌সাহেব কেবল বলিতেছিল—
"Oh God", Oh Lord, Jesus, save me, save my life.
হে ঈশ্বর, হে প্রভু, যিশু আমাকে রক্ষা কর, আমার জীবন রক্ষা কর। গোলক যাইবার কালে মনে করিল সাহেবটার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, একটা জীব হত্যা হ'তে দেওয়া ভাল নহে। এই ভাবিয়া অন্যের অলক্ষ্যে সাহেবকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া রাখিয়া যায়। সাহেবও সুবিধা বুঝিয়া এক লম্ফে এক নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। এদিকে সন্ধ্যার

আঁধার আসিয়া ঘিরিল কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিল না।

সঙ্গীয় উপস্থিত লোকসমূহ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিল কেহই ফিরিল না তখন রাজ্যে প্রত্যাবর্তণ পূর্ব্বক তাহাদের পলায়ন সংবাদ দিল। চঞ্চলকুমারী মনের দুঃখে কারাগৃহে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিয়া সংসার যন্ত্রণা হইতে ইহকালের জন্য মুক্তি লাভ করিল।

এ দিকে ডগ্‌সাহেব কিছুদিন পরে অনেক ইংরেজ ফৌজ, কামান, বন্দুক, গুলি নিয়া আসিয়া পাতালরাজ্য ধ্বংশ পূর্ব্বক ধনরত্ন লুণ্ঠণ করিল। মলয়দ্বীপের পাতালরাজ্য চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল।

মলয়পুরনিবাসী কতকগুলি অভাবগ্রস্থ লোক বহুদিনের চেষ্টায় ছেলেধরা ও লুণ্ঠণ ব্যবসা অবলম্বনে এই পাতালরাজ্য গঠণ কারয়াছিল তাহা হইতে এই দ্বীপটির নামও মলয়দ্বীপ হয়। ইংরেজের ক্ষমতাবলে ও ভগবানের লীলায় ছেলেধরার এই আড্ডা চিরদিনের জন্য ধ্বংশ হইল।

# পঞ্চম খণ্ড—পরিশিষ্ট।

## গুরুদক্ষিণা ও জ্যোতির্ম্ময়ী দৃশ্য।

কানাই বলাই প্রভৃতি স্বদেশে ফিরিল, জগদম্বা ঠাকুরাণীর মাল জপ ঘুরিয়া গেল, শ্যামলালের স্ত্রী রামায়ণ মহাভারত ছাড়িয়া আবার আনন্দের সহিত সংসার গৃহস্থালিতে মন দিল, শ্যামলালের আনন্দ ধরে না। দক্ষিণপাড়ার উভয় রাজসংসারের অপহৃতা কন্যা মিলিল। নিতাই ঠাকুরের ইচ্ছায় মহাসমারোহে রাজকন্যা মহামায়ার সঙ্গে কানাইর এবং অপরা রাজনন্দিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে বলাইর বিবাহ হইল। এতদিনে মহামায়া ও জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের সাধ পূরণ হইল। নিতাই ঠাকুরের গুরুদক্ষিণা মিলিয়াছে। ভাল ঘর ও পাত্রী দেখিয়া যোগানন্দকে বিবাহ করাইল। রামতারণ ঘোষের এতদিনে ভগবৎ সাধনা সফল হইয়াছে। তাহার হারাণ ধন ভবতারণকে পাইয়াছে। তাহাকে ভালঘর ও পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করাইয়া সুখী হইল। এই উৎসবে হাবার মাও আনন্দে যোগদান করিল। সকলেই বুঝিল নিতাই ঠাকুরের কথাই সত্য, দক্ষিণপাড়ার রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ নিতাই ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল."গুরুদেব এ অধম অজ্ঞ ব্যক্তির অপরাধ লইবেন না। আপনার কথাই সত্য, আপনার কথাই অভ্রান্ত।

আপনার কথা অবহেলা করিয়া কতই দুঃখ ভোগ করিলাম ও লাঞ্ছিত হইলাম। আমাকে ক্ষমা করুন।”

নিতাই ঠাকুর। বৎস, আমরা সকলেই ন্যূনাধিক অজ্ঞ, আমার সত্য বলিবার ক্ষমতা কি? দেবাদিদেব মহাদেব যাহা বলান তাহাই সত্য ও অভ্রান্ত, আমি ক্ষমা করিবার কে? সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মহেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহার অপার করুণা, তিনি অবশ্য তোমায় ক্ষমা করিবেন।

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তখন করযোড়ে ঊর্দ্ধ মুখে কায়মন-বাক্যে কাতরকণ্ঠে বলিল “হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, নিজ দয়া গুণে এ অধম ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।”

শ্যামলাল কিঙ্করকে বিবাহ করাইতে ত্রুটি করিলেন না।

কিছুদিন পরে নিতাই ঠাকুর শিব স্বস্ত্যয়ণ আরম্ভ করিলেন তাঁহার ইচ্ছানুসারে স্বস্ত্যয়ণ সময়, শ্যামলাল, কানাই, বলাই, ভবতারণ, যোগানন্দ, সস্ত্রীক কিঙ্কর, রামতারণ ঘোষ, ও জগদম্বা ঠাকুরাণী ও গোলক, সদা চাকর প্রভৃতি সেই স্থানে উপস্থিত রহিল। এমন সময় এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আসিয়া বাহিরে গান ধরিল। তাহারা আর কেহ নহে কেবলার মা ও ব্রজকিশোর তাহারা বেহালা ও খঞ্জনী বাজাইয়া ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে গাইতে লাগিল।

গান।

বাউলের সুর।

মোরা রাধা কৃষ্ণ নাম গাই দুয়ারে দুয়ারে।
সে নামের জোরে তরে যাব ভবের ওপারে॥
সে মধুর নাম গান যেমন অমৃত পান,
শোক দুঃখ জ্বালা সব যায় চলে দূরে॥
দিবা নিশি সে নাম গাও আর কিছুতে মন নাহি দেও,
মন প্রাণ শীতল হবে ভাস্‌বে সুখের পাথারে॥

গান থামিলে নিতাই ঠাকুর বলিলেন "উহাদিগকে ভিতরে আন।"

তাহাদিগকে ভিতরে আনা হইল। নিতাই ঠাকুর মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা মহামায়া, আমি এখন মহাদেবের পূজায় বসিব তোমরা মহেশ্বরের একটি সঙ্গীত কর।" তখন কানাই বলাই মহামায়া ও জ্যোতির্ম্ময়ী একত্র হইয়া ভক্তিভরে গান ধরিল।

গান।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

"ডাকি প্রভো কাতরে তোমায়।
জানি সাধন ভজন জানেনা যে জন,
অধম হলেও ঠেলনা পায়॥
তুমি বিশ্বেশ্বর করুণা আকর
অনন্ত অপার অমৃত সাগর,

বিশ্বনায়ক জগত জনক সন্তানে রেখো চরণ ছায়॥
না আছে ভকতি নাহি জানি স্তুতি
রেখ তব পদে মতি, হে অগতির গতি
তোমারি চরণে করিছে প্রণতি আজি বসে ভবে তব ভরসায়।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নিতাই ঠাকুর ভক্তি ভরে শিব পূজা আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বিঘ্নে পূজা সমাপনান্তে সকলকে আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ করিয়া নিতাই ঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন

"আশানুরূপ আমার আজ বিশ্বেশ্বরের পূজা শেষ হইল। অদ্য তোমরা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় যে অপূর্ব্ব ঘটনা ও দুর্লভ দৃশ্য দেখিবে তাহা প্রত্যক্ষ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তোমরা তদ্দর্শনে ভীত, বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইও না। মহাদেবে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও তাহা হইলেই অন্তিমে প্রভুর পদ লাভ করিতে পারিবে। চির মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

এইরূপ বলিয়া নিতাই ঠাকুর উর্দ্ধনেত্রে উর্দ্ধমুখে ভক্তিভাবে করযোড়ে বলিলেন "প্রভো আর কেন, আমার কাজ সারা হয়েছে, আমাকে গ্রহণ করুণ।"

যেই এ কথা বলা অমনি নিতাই ঠাকুর ভূমিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে বলিয়া উঠিল "একি হ'ল, একি হ'ল।"

কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, কেহ নিতাইঠাকুরের মাথায় জল দিতে লাগিল। কবিরাজ আসিয়া নাড়ী ধরিয়া বলিল "এ যে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।"

এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার এবং সাহেব ডাক্তারও আসিল ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিল "Oh life is already gone" অর্থাৎ জীবন ত অনেকক্ষণে চলে গিয়াছে।

সদা চাকর জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু কি ব্যামতে মারা গেলেন?

সাহেব উত্তর করিল "It is purely heart disease." অর্থাৎ ইহা পরিষ্কার হৃদ্‌রোগ।

সদানন্দ কানাইকে জিজ্ঞাসা করিল "সাহেব কি বলে?"

কানাই। গুরুদেব হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন।

সদা। (সবিস্ময়ে) কই প্রভুর ত কোন দিন হৃদ্‌রোগ মিদ্‌রোগ ছিল না। এ ইচ্ছা মৃত্যু হবে।

ডাক্তার কবিরাজ চলিয়া গেলে নিতাইঠাকুরের মৃতদেহ একখানি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইল। তৎপরে সকলেই লক্ষ্য করিল দেয়ালের গায় খটাখট্ কি শব্দ হইল। সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। দেওয়ালের গায়ে এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। তাহারা দেখিতে পাইল হরগৌরীর মূর্ত্তি, তদুপরি রাধাকৃষ্ণের বিমল যুগলমূর্ত্তি, প্রকৃতি

পুরুষের লীলা আর হরগৌরীর পাদদেশে প্রফুল্ল বদনে সদানন্দ চিত্তে নিতাইঠাকুর বসিয়া রহিয়াছে।

এইরূপ উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী-দৃশ্য দর্শনে সকলে ভক্তি রোমাঞ্চিত কলেবরে ভূমিতে জানু রাখিয়া করযোড়ে ভক্তিপূর্ণ স্তোত্র গান করিতে লাগিল—

গান।

ভৈরবী—একতালা।

"নমঃ পুরুষ প্রকৃতি বিশ্বপতি
বিশ্ব সৃজন কারক হে।
নমঃ জগত ঈশ্বরী জগত ঈশ্বর
জীবত্রাণ দায়ক হে॥
নমঃ পতিত পালন অধম তারণ
অধম পালক হে।
নমঃ দুঃখ সংহারক মোক্ষ প্রদায়ক
অন্তিমে মোক্ষপদ দায়ক হে॥"

উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য তন্মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হইল। জগদম্বা ঠাকুরাণী ভক্তিপ্লুত আনন্দ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন :"আজ কানাই বলাইর গুরুদক্ষিণার সুফল ফলিল আমাদের সকলের জীবনও সার্থক হ'ল।"

সদা চাকর ভক্তি গদগদকণ্ঠে বলিল "আমিও স্বর্গসুখ দেখে নিলাম।"

গোলক বলিল "আমিও হাল ধরা শিখে নিলাম।"

কেবলার মা ও ব্রজকিশোর বলিল "আমরাও রাধাকৃষ্ণ নামের মহিমা বুঝে নিলাম।"

পরিশেষে শ্যামলাল গম্ভীর স্বরে বলিল "কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। হরগৌরীর পদতলে মহাত্মা নিতাইঠাকুরের প্রশান্ত মূর্ত্তি শান্তিপূর্ণ প্রফুল্ল বদনে উপবিষ্ট, তদুপরি প্রকৃতি পুরুষেরও লীলা, মহাত্মা নিতাইঠাকুর ঐশীশক্তি বলে নিশ্চয়ই সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় আয়াসে যে ঐশীশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তিনি রামতারণ ঘোষের ও সদানন্দের জীবনের গতি সৎপথে চালিত করিলেন, কানাই বলাইদ্বারা অসাধ্য সাধন করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং পরম সদ্‌গতি লাভ করিলেন সে ঐশীশক্তির এরূপ অলৌকিক অসাধারণ ক্ষমতা যে উহা ঘটনা-স্রোত অভাবনীয় ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া শান্তিপূর্ণ সুখময় পরিণাম সংঘটন করিয়াছে, হে প্রভো বিশ্বেশ্বর, এ অজ্ঞ অধমকে সেইরূপ ঐশীশক্তি অর্জ্জনের ক্ষমতা ও সেইরূপ ঐশীশক্তি প্রদান করুন যেন অন্তিমে সদ্‌গতি লাভ করিয়া চির সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারি।"

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের মোসাহেবের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেও অনুতপ্ত হৃদয়ে নিতাইঠাকুরের শিবপূজাস্থলে আসিয়াছিল। সে বলিল হায় হায় আমি আন্ধা হয়ে পড়েছি। আমার ভাগ্যে এই জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য দেখা হল না। কি দুরদৃষ্ট! কি দুরদৃষ্ট!!